মোস্‌লেম-কীর্ত্তি

প্রথম খণ্ড।

মৌলভী আবদুল কাদের প্রণীত

মূল্য সিল্কে বাঁধাই ১।০

উৎকৃষ্ট কাগজে বাঁধাই ১৲

প্রকাশক—মৌলভী খোন্দকার ফয়জুদ্দীন আহ্‌মদ এম্‌-এ
ইউনিভার্স্যাল লাইব্রেরী,
৮৪নং ওয়েলেস্‌লী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ—১১০০।
মার্চ্চ, ১৯৩০।

কলিকাতা, ১৩৮ নং কড়েয়া রোড
ইস্‌লামীয়া আর্ট প্রেসে,
মোহাম্মদ শামসুদ্দীন কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উপহার

....

....

....

....

....

উৎসর্গ

নবাবজাদা—

মৌলভী কমরুদ্দীন হায়দর বি, এ,

জমিদার সাহেবের দস্ত মারাজে

আত্ম-কথা

দয়াময় আল্লাহুতা'আলার অসীম অনুগ্রহে মোস্‌লেম-কীর্ত্তি প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। ইহার প্রবন্ধ গুলি ইতঃপূর্ব্বে "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির" মাসিক মুখ-পত্র "সাহিত্যিক", "শরিয়তে ইস্‌লাম", "মাসিক মোহাম্মদী", "ইস্‌লাম-দর্শন" প্রভৃতি বিভিন্ন পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধ ও পত্রিকার নাম সূচীপত্রে উল্লেখিত হইল।

প্রয়োজন বোধে কোন কোন প্রবন্ধের ন্যূনধিক পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন করিয়াছি। প্রবন্ধগুলি রচনা করিতে আমাকে বহু ঐতিহাসিক গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে। পাদটীকায় শুধু প্রধান প্রধান ঐতিহাসিক গ্রন্থের প্রামাণ্য বচনাবলী উদ্ধৃত হইল। আরও অধিক সংখ্যক ইতিহাস আলোচনা করিয়া রচনা কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিলে হয়ত প্রবন্ধগুলি অপেক্ষাকৃত ভাল হইত; কিন্তু রোগ-শোক-দুঃখ-দৈন্য-নিপীড়িত দেহ-মন লইয়া, ছাত্র জীবনের কঠোর অধ্যয়ন তপস্যায় নিরত থাকিয়া তাহা করিয়া উঠিতে পারি নাই। ভবিষ্যতে সে চেষ্টা করিবার বাসনা রহিল।

প্রবন্ধগুলি কাহারও পূর্ণ জীবনী নিয়া লিখিত হয় নাই। একমাত্র "ইমাদুদ্দীন জঙ্গী" ব্যতীত আর সমুদয় প্রবন্ধই ব্যক্তি

বিশেষের জীবনের কোন বিশেষ ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। গৌরবের যুগের মোস্‌লেম নর-নারীগণের বহু অসাধারণ কীর্ত্তিকলাপ ইতিহাসের নিগূঢ় বক্ষে পড়িয়া রহিয়াছে। বঙ্গীয় মোস্‌লেম সমাজের পক্ষ হইতে ঐ সমুদয় কীর্ত্তি লোক-লোচনে আনয়ন করিবার জন্য কোন চেষ্টা হইতেছে না বলিলেই হয়। আমি প্রামাণ্য ইতিহাস—বিশেষতঃ অ-মোস্‌লেম লিখিত ইতিহাস হইতে অতীতের মোস্‌লেম রাজ-রাণী, সেনাপতি ও মহিলাবৃন্দের জীবনের কতিপয় অত্যদ্ভুত সত্য ঘটনা এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিলাম। নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি আমাকে এই গ্রন্থ প্রনয়নে প্রনোদিত করিয়াছে ঃ—

(১) অমোসলমানদের হৃদয় হইতে মোসলেম বিদ্বেষ বিদূরিত করিয়া হিন্দু-মোস্‌লেম মিলনের পথ প্রশস্ত করা ;

(২) প্রবন্ধোক্ত ব্যক্তিগণের অসাধারণ গুণাবলীর সহিত জাতির ভবিষ্যৎ আশা ভরসাস্থল ছাত্র সমাজের পরিচয়* করাইয়া তাহাদিগকে তাঁহাদের পূর্ণ জীবনী পাঠে আগ্রহান্বিত করত তদ্দ্বারা তাহাদের আদর্শ জীবন গঠনে সহায়তা করা ;

---

* ছাত্র ও সর্ব্ব সাধারণ মোসলমান কেন, প্রবন্ধোক্ত ব্যক্তিগণের অনেকেরই নাম জানেন না, এইরূপ শিক্ষিত লোকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। জনৈক বিখ্যাত গ্রাজুয়েট সাহিত্যিক একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "সোলতান নুরুদ্দীন কে ?" আর একজন গুরু-ট্রেনিং পাশ পণ্ডিতের নিকট হইতে প্রশ্ন হইয়াছিল, "সোলতান সালাহুদ্দীন কে ?" কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম।—গ্রন্থকার।

(৩) বঙ্গ ভাষায় তাঁহাদের পূর্ণ জীবনী রচনার প্রতি সাহিত্যিক মহোদয়গণের মনোযোগ আকর্ষণ করা; এবং

(৪) নারী যে চিরদিন অবরুদ্ধা রহে নাই, বরং আবশ্যক বোধে এবং সুযোগ পাইলে পুরুষের যাবতীয় গুণই প্রদর্শন করিয়াছে, তাহা সপ্রমাণ করা এবং সর্ব্বসাধারণ মোসলমানকে জাতীয় গৌরবে উদ্দীপিত করা।

পুস্তকখানাকে ইহার ঈপ্সিত উদ্দেশ্য সাধনে সফল-কাম হইতে দেখিলে শ্রম সফল মনে করিব।

ভূগোল ইতিহাসের সহগামী। ভৌগোলিক জ্ঞান না জন্মিলে ইতিহাস শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়; তজ্জন্য ইহাতে প্রাচ্য গোলার্দ্ধের একটি আংশিক মানচিত্র সন্নিবেশিত হইল। জনাব পণ্ডিত আবদুস্ সালাম খাঁ ও মোহাম্মদ আন্ওয়ারুল্লাহ্ পণ্ডিত সাহেবান এই মানচিত্র প্রস্তুত কার্য্যে আমার যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। অনেক চেষ্টা করিয়া ও সংগ্রহ করিতে না পারায় 'ফটো' দেওয়া গেল না। আশা করি, এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি কাহারও ক্রোধোদ্রেক করিবে না। প্রুফ-রীডার ও কম্পোজিটারের দোষে কয়েকটি ভুল রহিয়া গিয়াছে; তজ্জন্য দুঃখিত।

"মোস্লেম-কীর্ত্তি" প্রকাশিত হইল বটে, কিন্তু যিনি মৎ-প্রতিষ্ঠিত অধুনা-বিলুপ্ত 'করটিয়া মুস্লিম সাহিত্য সমিতি'তে

এই পুস্তকের "অলৌকিক আত্মত্যাগ" প্রবন্ধ-পাঠ শ্রবণ করিয়া এই নামে একখানা পুস্তক প্রনয়নের জন্য বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, দুঃখের বিষয় তাহাকে ইহা দেখাইতে পারিলাম না। কর্ম্মবীর মৌলভী মোজাফ্ফর হোসেনের আত্মা আজ পরলোকে। খোদাতাআলার দরবারে তাহার পারলৌকিক মঙ্গল কামনা করিতেছি।

শিল্প-স্থাপত্য মোস্লেম-কীর্ত্তির এক প্রধান অঙ্গ; কিন্তু নানা কারণে এই গ্রন্থে তৎ-সম্বন্ধে কিছুই আলোচিত হয় নাই। পুস্তকখানা সমাজের স্নেহ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে দেখিতে পাইলে অনতিবিলম্বে ইহার দ্বিতীয় খণ্ড নিয়া সমাজের খেদমতে উপস্থিত হইবার এবং তাহাতে অনালোচিত বিষয়ের আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

মধ্যপাড়া, পাটওয়ারী বাড়ী,
পোঃ কেথুড়ী, নোয়াখালী।
মার্চ্চ ১৪, ১৯৩০ ইং

বিনীত—
আবদুল কাদের

সূচীপত্র

---

* সরকারের "আওরঙ্গজেব" অবলম্বনে

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক

১। ইস্‌লাম ও বহু-বিবাহ		।●
২। ইস্‌লাম ও পর্দ্দা		।●

শীঘ্রই বেরুবে—

৩। ইস্‌লাম ও তালাক		।●
৪। নারী-সমস্যায় ইস্‌লাম	(বাঁধাই)	১৲
৫। মোস্‌লেম-কীর্ত্তি ২য় খণ্ড	(বাঁধাই)	১॥●
	অ-বাঁধাই	১৲
৬। সোলতান সালাহুদ্দীন	(বাঁধাই)	৩॥●

প্রস্তুত হইতেছে—

৭। আন্দালুসিয়ার ইতিহাস	(অর্দ্ধ সমাপ্ত)
৮। ইস্‌লামে নারী	(”)
৯। মিসরের ইতিহাস	
১০। ছোটদের সালাহুদ্দীন	

প্রাপ্তিস্থান—

গ্রন্থকারের নিকট অথবা ইউনিভার্সাল লাইব্রেরী,

৮৪নং ওয়েলেস্‌লী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

এবং প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

"ইতিহাসের ন্যায় মানব জীবনে জোয়ার-ভাটা খেলাইতে, ইতিহাসের ন্যায় মানব জীবনের স্রোত ফিরাইতে, ইতিহাসের ন্যায় সমাজে বিপ্লব ঘটাইতে, সমাজের উন্নতি সাধন করিতে আর কেহই নাই।"

"ইতিহাস কি শুধু ইতিহাস? ইতিহাস একাধারে বিজ্ঞান, একাধারে সাহিত্য, একাধারে শিল্প, একাধারে কাব্য, একাধারে নীতি, একাধারে দর্শন। যদি বিজ্ঞানের নানা উৎসাহময় অদম্য কার্য্য শক্তি দেখিতে চাও—ইতিহাস পড়। যদি সাহিত্যের কুসুম-কোমল নবনীত চিত্র দেখিয়া নয়ন সার্থক করিবার ইচ্ছা থাকে—ইতিহাস পাঠ কর; যদি শিল্পের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম পরিমল-শোভী নয়ন-মন-বিনোদক আলেখ্য দেখিতে চাও—ইতিহাসের আশ্রয় লও।......যদি মানবের মনস্তত্ত্বের এবং নীতির হিতজনক উপদেশাবলী শুনিতে চাও—ইতিহাসের সাহায্য লও।" "ইতিহাস বিধাতার ন্যায় দণ্ডের আয়ুধ।"

—ভূপেন্দ্রনাথ রায়।

"সে মহা মহিমা, অনন্ত গৌরব,
বীরত্ব, ধীরত্ব, পাণ্ডিত্য, বৈভব.
কোটি কণ্ঠে সেই "দ্বীন দ্বীন" রব,
কোন পাপে হায় ঘুচিয়া গেল !"

—মহাকবি কায়কোবাদ।

"দুগ্ধ যবে পিয়াও জননী,
শুনাও সন্তানে, শুনাও তখনি,
বীর গুণ-গাথা বিক্রম কাহিনী.
বীর গর্ব্বে তার নাচুক ধমনী।

—মতিচুর

মোস্‌লেম-কীর্ত্তি

—):*:(—

সেল্‌জুক-শাসনে মোস্‌লেম-এশিয়া *

একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মোস্‌লেম-জগতের বিপুল পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছিল। তদানীন্তন প্রাচ্য-জগৎ প্রাচীন খলীফা-সাম্রাজ্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ধরণের হইয়া পড়িয়াছিল। যে উৎসাহ-বহ্নি মোস্‌লেম বাহিনীকে আরবের বিশুষ্ক মরুভূমি

* প্রবন্ধটী ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের আষাঢ়-সংখ্যা "সাহিত্যিকে" (বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির মাসিক মুখ-পত্র) প্রকাশিত হয়। গৌরবের যুগে মোস্‌লেম নরপতিগণ এবং তাঁহাদের অধীন শাসনকর্ত্তৃগণের চরিত্র ও শাসন কার্য্য কতদূর উন্নত ছিল, তাহা প্রদর্শন এবং যে সমুদয় হীনপ্রাণ বিজাতীয় লেখক ঐস্‌লামিক শাসন-পদ্ধতির প্রতি দোষারোপ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ভ্রম প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই এই প্রবন্ধের অবতারণা। মোস্‌লেম-ইতিহাসের একনিষ্ঠ সাধক বিশ্রুত-নামা ষ্টেনলী লেনপুল-কৃত "সালাদিন" গ্রন্থাবলম্বনে ইহা লিখিত হইল। ইহাতে প্রধানতঃ সম্রাট মালীক শাহের (১০৭২--৯২ খৃঃ) শাসন কালের অবস্থাই বর্ণিত হইয়াছে। প্রয়োজন বোধে মূল প্রবন্ধের প্রারম্ভে ও শেষভাগে যথাক্রমে সেল্‌জুক-বংশের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে মোস্‌লেম-জগতের অতি সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত এবং সেল্‌জুক সাম্রাজ্যের অধঃপতনের পরে মোস্‌লেম-প্রচ্যের উপর সেল্‌জুক-শাসনের প্রভাবও বর্ণনা করা হইল।—লেখক।

হইতে পূর্ব্বে সিন্ধুদেশের মরুপ্রান্তর এবং পশ্চিমে আট্‌লান্টিক মহাসমুদ্রের সৈকতভূমি পর্য্যন্ত প্রধাবিত করিয়াছিল, সেই প্রবল উৎসাহ এত অকস্মাৎ—এত বিস্ময়জনকভাবে বিজিত সেই সুবিশাল মহাসাম্রাজ্যকে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সুব্যবস্থিত-ভাবে সম্মিলিত রাখিতে সমর্থ হয় নাই। বস্তুতঃ 'খেলাফতে'র অস্তিত্ব ষষ্ঠ শতাধিক বর্ষ বিদ্যমান থাকিলেও 'খলীফা'দের সার্ব্বভৌম প্রাধান্য প্রকৃতপক্ষে দুই শতাব্দীর অধিক কাল পর্য্যন্ত ও রক্ষিত হয় নাই। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আরবের মহা-'পয়গম্বরে'র অনুচরবৃন্দ সিরিয়া, মিসর, পারস্য—এমন কি অক্সাস্‌ নদীর অপর তীরবর্ত্তী প্রদেশেও ইস্‌লামের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীয়মান করিলেন, এবং অষ্টম শতাব্দীতে তাঁহারা স্পেনদেশ মোস্‌লেম সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া বার্ব্বারী উপকূল-বিজয় সম্পন্ন করিলেন! শত সহস্র প্রতিহিংসাপরতন্ত্র ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপরায়ণ জাতি এবং সম্প্রদায়ের সমবায়ে গঠিত এবংবিধ বৃহৎ সাম্রাজ্য দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত কঠোর শাসনে আবদ্ধ রাখা কেন্দ্রীয় 'গভর্ণ-মেণ্টে'র ('খলীফার') পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। নবম শতাব্দীতে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন শাসনকর্ত্তৃগণ স্বাধীনতা অবলম্বনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। খলীফার পক্ষে দামেস্কে বা বাগদাদে থাকিয়া তাঁহাদিগকে শাসনে রাখা অসম্ভব হইয়া উঠিল। আব্বাসীয় ও ফাতেমীয় বংশীয়গণের খেলাফতের জন্য পারস্প-রিক বিবাদের সুযোগে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণের চেষ্টা

সাফল্যবিমণ্ডিত হইল। সাম্রাজ্যের পূর্ব্ব ও পশ্চিমপ্রান্তে কেহ কেহ সম্পূর্ণরূপে খলীফার অধীনতাপাশ বিচ্ছিন্ন করিলেন, কেহ বা নামেমাত্র খলীফার প্রাধান্য স্বীকার করিয়া "সোলতান" উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনভাবে স্ব স্ব রাজ্যে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। ফলে দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে খলীফা-গণের ক্ষমতা রাজপ্রাসাদের প্রাচীরাভ্যন্তরেই সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িল। সময় সময় তাঁহাদের অধিকার বর্দ্ধিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাও মেসোপতেমিয়া প্রদেশের সঙ্কীর্ণ ভূখণ্ড অতিক্রম করিয়া যায় নাই। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, খলীফা তখন রোমের পোপের ন্যায় রাজক্ষমতা পরিশূন্য হইয়া শুধু মোস্‌লেম জগতের ধর্ম্মনেতার আসন অধিকার করিয়া রহিলেন।

প্রাচীনকাল হইতেই বহু আরবীয় গোত্র মেসোপতেমিয়ার উর্ব্বরা উপত্যকা সমূহে বসতিস্থাপন করিয়াছিল। ঐ প্রদেশের ভৌগলিক বিভাগে অদ্যাপি তাহাদের নাম রক্ষিত আছে। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় তখনও প্রতি বৎসর বেদূঈনরা পশু চারণার্থ আরব হইতে ইউফ্রেতিজ নদী-বিধৌত প্রদেশে গমন করিত। বহু বেদূঈনগোত্র সিরিয়ার যাবতীয় অংশে স্থায়িভাবে আপনাদের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া লইয়াছিল। আব্বাসীয় খলীফাগণ হীনবল হইয়া পড়িলে এই সমুদয় আরবীয় গোত্র স্বাধীন আরবরাজ্য স্থাপনে সচেষ্ট হইল এবং দশম শতাব্দীতে সিরিয়া ও মেসোপতেমিয়া প্রদেশদ্বয়ের অধিকাংশ স্থলে

আপনাদের প্রভুত্ব দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করিল। কিন্তু একাদশ শতাব্দীতে এই আরব রাজ্য সমূহের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া গেল। বর্ত্তমান যুগের ন্যায় "দিয়ার বকর" পর্য্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ডে তখনও আরবদের শিবিররাশি পরিদৃষ্ট হইত বটে, কিন্তু যে ভূভাগে তাহারা পশু চারণ করিত, সেই স্থানে আর তাহাদের আধিপত্য রহিল না। ঐ সমুদয় ভূখণ্ড হইতে আরব প্রভুত্ব চিরতরে অন্তর্হিত হইল, এবং তথায় "তুর্ক" শাসন আরম্ভ হইল।

"সেলজুক" নামক জনৈক তুর্ক সেনাপতির বংশধরগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত এক তুর্ক বাহিনী প্রথমতঃ পারস্য দেশের উপর আপতিত হইয়া উহার অধিকাংশ অধিকার করিয়া লইল। এই বিজয়লাভের পর অন্যান্য তুর্ক সৈন্যদল আসিয়া বিজয়ী সৈন্যগণের সহিত যোগদান করিল। তৎপরে এই বিরাট বাহিনী ভীম-বেগে পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইল। পারসিকদের ন্যায় আরব এবং 'কুর্দ্দ'রাও তুর্কদের বিজয়-পতাকার নিকট মস্তক অবনত করিল। এইরূপে আফগানিস্তানের পশ্চিমপ্রান্ত হইতে গ্রীক্ সাম্রাজ্য এবং মিসর দেশের সীমারেখা পর্য্যন্ত পারস্য, সিরিয়া, মেসোপতেমিয়া ও এশিয়া 'মাইনর' প্রভৃতি বিভিন্ন ভূখণ্ড ব্যাপীয়া এক সুবিশাল 'সেল্‌জুক' সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করত তুর্করা মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার ছিন্নবিচ্ছিন্ন মোস্‌লেম রাজ্য-গুলিকে একতা-সূত্রে গ্রথিত করিয়া নির্জ্জীব মোস্‌লেম-সমাজে পুনরায় নবজীবন ও নবোৎসাহের সঞ্চার করিল। কিন্তু

এশিয়ার এই রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের বিশেষত্ব তুর্ক-সাম্রাজ্যের বিপুল বিস্তৃতিতে নহে। আব্বাসীয় খলীফাগণের দুর্ব্বলতার সুযোগে বিশ্ব-ব্যাপী মোস্‌লেম-সাম্রাজ্যের ঐক্যশক্তি কিরূপে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তুর্কদের রাজ্যাভিযানকালে একমাত্র মিসরের ফাতেমীয় খলীফাগণ ব্যতীত এশিয়া ও আফ্রিকার অন্য কোন মোস্‌লেম নরপতিরই সাম্রাজ্য রক্ষার সামর্থ্য ছিল না। এই শোচনীয় অবস্থার আশু প্রতীকার অতীব প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল এবং তুর্করাই এই প্রতীকার সাধন করিয়াছিল। তাহারা একটী মরণাপন্ন সাম্রাজ্য রক্ষায় অগ্রসর হইয়া উহাকে পুন-র্জ্জীবন প্রদান করিয়াছিল। তাহাদের শাসনাধীনে বিচ্ছিন্ন মোস্‌লেম-এশিয়া আবার একত্র হইল, মোস্‌লেম-জাতির বিলুপ্ত-প্রায় শৌর্য্য-বীর্য্য ও জ্ঞান-গরিমার পুনরুদ্ধার সাধিত হইল। ইহাদের তত্ত্বাবধানে যে ধর্ম্মপ্রাণ বীর-সৈন্যদলের উদ্ভব হইয়াছিল, উহারাই 'ক্রুসেড্‌' বা খৃষ্টীয় ধর্ম্মযুদ্ধে খৃষ্টানগণের পুনঃ পুনঃ পরাজয়ের প্রধান কারণ। এই সমুদয় কারণে তুর্কজাতির অভ্যুদয় মোস্‌লেম-বিশ্বের ইতিহাসে এক অতি চিরস্মরণীয় ঘটনা হইয়া রহিয়াছে। *

* "They once more re-united Mohammedan Asia, ...under one sovereign, they put a new life into the expiring zeal of the Moslems aud bred up a generation of fanatical Mohammedan warriors to whom,

'সেল্‌জুক' সোলতান আল্প্‌ আর্‌সালান সেল্‌জুক বংশের প্রথম প্রধান নরপতি ছিলেন। তিনি মাত্র চত্বারিংশৎ সহস্র অশ্বারোহী-সৈন্যের সাহায্যে দুই লক্ষ রোমান সৈন্যকে পরাভূত করিয়া রোমকসম্রাট ডাইওজিনিসকে বন্দীকৃত করেন। এই অভূতপূর্ব্ব সংগ্রামই তাঁহাকে ইউরোপ-বাসীর নিকট চির-পরিচিত করিয়া রাখিয়াছে। দ্বাদশ শত রাজা বা রাজপুত্র ত্বদীয় প্রভুত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। তদীয় মৃত্যুর পর ১০৭২ খ্রীষ্টাব্দে তৎপুত্র মালীক শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। যাবতীয় সেল্‌জুক সম্রাটগণের মধ্যে মালীক শাহ সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ ও শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সেল্‌জুক জাতির আদিনিবাস তুর্কিস্তান জয় করিতে গমন করিয়া বিশ্বত্রাস আল্‌প্‌ আর্‌সালান আত-তায়ীর অস্ত্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করেন। পিতৃ-নিধনের সেই করুণ-দৃশ্য মালীক শাহের হৃদয়ে নিরন্তর জাগরূক ছিল। পিতৃ-হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ এবং পিতার অপূর্ণ অভিলাষ পরিপূরণ মানসে তিনি তুর্কিস্তান আক্রমণ করেন। বোখারা, খারিজাম ও সমরকন্দ তাঁহার অধিকারভুক্ত হয়; জৈহুন নদী অতিক্রম করিয়া তিনি সমগ্র তাতার দেশ হস্তগত করেন। পূর্ব্বে সুদূর চীনদেশ হইতে পশ্চিমে ভূমধ্য-সাগরের তটভূমি এবং দক্ষিণে

---

more than to anything else, the Crusaders owed their repeated failure."

Vide, Stanely Lane-Poole's "The Mohammedan Dynasties," P. 150.

আরবের 'য়েমন' প্রদেশ হইতে উত্তরে জর্জ্জিয়া পর্য্যন্ত যাবতীয় জনপদ মালীক শাহের অধীনতা স্বীকারে বাধ্য হয়।

কিন্তু বিপুল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর এবং দিগ্বিজয়ী বীরপুরুষ বলিয়া মালীক শাহ বিশ্ব-ইতিহাসে খ্যাতি-লাভ করেন নাই। সুশাসন, অপত্য-নির্ব্বিশেষে প্রজা-পালন, এবং সর্ব্বোপরি অসাধারণ চরিত্র-বলে মালীক শাহ মরজগতে অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন। যে সমুদয় নরপতি স্বকীয় অনুপম ক্ষমতাবলে তাঁহাদের সমকালীন জনবর্গের হৃদয়রাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে সম্রাট মালীক শাহ অন্যতম। মালীক শাহ ঈদৃশ যশস্বী ও সর্ব্বগুণান্বিত নরপাল ছিলেন যে তদীয় পরিবারভুক্ত হওয়া, কিংবা তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করা লোকের প্রভূত সম্মান ও সৌভাগ্যের কারণ হইয়া দাঁড়াইত। কেবল তাহাই নহে, তদ্দারা তদীয় আদর্শ-নীতি সমূহের শিক্ষানবিশীও সম্পন্ন হইত। সম্রাটের সেবকগণও তাঁহারই ন্যায় সম্মানলাভ করিত। তাঁহার জীবনের কার্য্যাবলীর উপর প্রতিষ্ঠিত নীতিই তৎকালীন জন-সমাজের ব্যবহারের আদর্শ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। জনৈক আরব ঐতিহাসিক বলেন যে, রাজ্যের কোন প্রধান ব্যক্তি বা শাসনকর্ত্তার কার্য্যের সহিত সম্রাটের কার্য্যের যতদূর সাদৃশ্য বিদ্যমান থাকিত, তিনি সর্ব্ব-সাধারণের নিকট ততদূর সম্মান প্রাপ্ত হইতেন। এরূপ গৃহীত আদর্শনীতি সাধারণ লোকের কেন, কোন রাজ-

পুত্রের কর্ত্তব্য পালনের পক্ষেও আদৌ অনুপযুক্ত ছিলনা। তিনি ভোগ-বিলাসের পরম শত্রু ছিলেন। ন্যায় বিচারের প্রতি মালীক শাহের পূর্ণ লক্ষ্য ছিল, এবং প্রজাবৃন্দের সমৃদ্ধি সাধনই তাঁহার প্রধান চেষ্টার বিষয়ীভূত ছিল। প্রজাবর্গের অবস্থা ও তাঁহাদের অভাব-অভিযোগ অবগত হইবার জন্য তিনি স্বয়ং দ্বাদশবার তদীয় বিশাল সাম্রাজ্য পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। জগতের ইতিহাসে কোন অ-মোস্‌লেম নরপতিই প্রজা-হিতৈষণার ঈদৃশ অপূর্ব্ব পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। তাঁহার রাজত্বকালে রাজ্য-মধ্যে অসংখ্য খাল খনিত, বহু সেতু নির্ম্মিত, যথেষ্ট রাজপথ প্রস্তুত এবং অসংখ্য পান্থনিবাস প্রতিষ্ঠিত হইয়া ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ, যাতায়াত পথের সুবিধা এবং তাঁহার রাজ্য সমূহের পরস্পরের মধ্যে সুব্যবস্থিত যোগাযোগের সাক্ষ্য প্রদান করিত। রাজ-পথ সমূহ দস্যু-তস্করের উপদ্রব হইতে এরূপ নিরাপদ ছিল যে, যে কোন পরিব্রাজক শরীররক্ষী ব্যতীত মার্ভ হইতে দামেস্ক পর্য্যন্ত সুদূর পথ অতিবাহন করিতে পারিত। বস্তুতঃ তিনি অসাধারণ সাহসী ও সদাশয় এবং ন্যায়বান ও কর্ত্তব্যপরায়ণ বলিয়া একজন মোস্‌লেম নরপতির পূর্ণ আদর্শ ছিলেন। তাঁহার জ্বলন্ত আদর্শের উজ্জ্বল রেখা অতি দূর দূরান্তরেও তদীয় অনুবর্ত্তীগণের হৃদয়পটে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল।

অলৌকিক চরিত্র-বল ও রাজনৈতিক জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ হইলেও

মালীক শাহ তাঁহার বহু বিধি-ব্যবস্থা এবং উহাদের সুশৃঙ্খলা বিধানের জন্য তদপেক্ষাও একজন অধিকতর জ্ঞানবান ব্যক্তির নিকট বহুল পরিমাণে ঋণী। এই মহাজ্ঞানী পুরুষ মালীক শাহের সাম্রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বাপেক্ষা দায়ীত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। জগতের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ্‌গণের মধ্যে মালীক শাহের প্রধান মন্ত্রী নিজাম্‌-উল্‌-মুল্ক অন্যতম। মোস্‌লেম ঐতিহাসিকেরা নিজাম্‌-উল্‌-মুল্কের গভীর ধর্ম্মানুরাগ এবং অদ্ভুত প্রতিভার কথা উদ্দীপনাময়ী ভাষায় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এই মহাত্মা ঈদৃশ অসামান্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন যে, মাত্র দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালেই সমগ্র পবিত্র কোর্‌আন অনর্গল কণ্ঠস্থ বলিতে পারিতেন। রাজকার্য্য পরিচালনে তাঁহার অসাধারণ সামর্থ্য ছিল এবং ব্যবহার বিদ্যায়ও তাঁহার অগাধ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাইত। তিনি শিক্ষা ও বিজ্ঞানের বিশেষ সমর্থন করিতেন। বাগদাদের বিশ্ব-বিখ্যাত 'নিজামীয়া' বিশ্ব-বিদ্যালয় তাঁহারই স্বনামে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভুবন-প্রসিদ্ধ দার্শনিক অল্‌-গাজ্জালী এই বিশ্ব-বিদ্যালয়েই অধ্যাপনা করিতেন। মহাকবি সাদীও নিজামীয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। এইরূপে সর্ব্বদিকেই এই বিদ্যালয় প্রাচ্য-জগতে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। নিজাম্‌-উল্‌-মুল্ক স্বয়ং মহাজ্ঞানী ছিলেন এবং জ্ঞানীর যথেষ্ট সমাদর করিতেন। তিনিই বিশ্রুতনামা জ্যোতির্ব্বিদ-কবি ওমর খাইয়াম্‌কে জ্যোতির্ব্বিদ্যালোচনায়

প্রোৎসাহিত করেন। ইঁহার সাহায্যে মালীক শাহের সময়ে চান্দ্রমাস পরিবর্ত্তে সৌরমাস গণনার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়, প্রচলিত গণনাপদ্ধতির ও পঞ্জিকার সর্ব্বপ্রকার ভ্রম সংশোধিত হয় এবং সোল্‌তানের নামানুসারে (মালীক শাহের অপর একটী নাম ছিল 'জালালুদ্দীন') 'জালালী' সন নামে এক নূতন সনের প্রবর্ত্তন করা হয়। 'সিয়াসৎ নামা' বা 'শাসন প্রকরণ' * নামক বিখ্যাত রাজনৈতিক গ্রন্থ সম্রাটের আদেশে নিজাম্‌-উল্‌-মুল্ক কর্ত্তৃক লিখিত হইয়া তদীয় আইন-গ্রন্থরূপে গৃহীত হয়। রাজা যে সর্ব্বেসর্ব্বা নহেন, রাজার কার্য্যের উপর যে প্রজার আংশিক অধিকার আছে, তাহার দৃঢ় ও স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়া তিনি তদীয় গ্রন্থে রাজার প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে এক আদর্শ ধারণার সূত্রপাত করেন। তিনি রাজগণের ভগবান-দত্ত অধিকারের কথা স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে রাজা ভগবানের প্রতিনিধি হইলেও সমুদয় প্রজার রক্ষাভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহাদের প্রতি প্রত্যেকটা ব্যবহারের জন্য ভগবানের নিকট তাঁহার অসীম দায়ীত্ব রহিয়াছে। "যাঁহাকে অধিক প্রদত্ত হয়, তাঁহাকে অধিক প্রত্যর্পণ করিতে হয়" ইহাই তাঁহার নীতি এবং এই নীতিই তাঁহার মহাশিক্ষক ছিল। ব্যবহারদর্শীর যাবতীয় গুণের পূর্ণ পরিচয় প্রদান করাই

* M. Schefer কর্ত্তৃক ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে 'সিয়াসৎ নামা' প্যারিস নগরে প্রকাশিত হয়।—লেখক।

তাঁহার মতে একজন প্রকৃত নরপতির আদর্শ। একখানা প্রাচীন পারস্য উপাখ্যান হইতে উদ্ধৃত করিয়া তিনি নিম্নোক্ত রূপে 'রাজা'র সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। "যিনি কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, মিথ্যাবাদীতা, দুরাশা, উত্তেজনা, কৃতঘ্নতা, চপলতা, স্বার্থপরতা ও তর্কশীলতা পরিত্যাগ করিয়া দয়া, ধৈর্য্য, ক্ষমা, বিনয়, ভদ্রতা, কৃতজ্ঞতা, ন্যায়-বিচার, মনোভাবের সমতারক্ষা এবং জ্ঞান ও প্রেম প্রভৃতি গুণের অধিকারী হইতে পারেন, তিনিই 'রাজা' নামের একমাত্র উপযুক্ত পাত্র।" তাঁহার মতে একদল শক্তিশালী সৈন্য অপেক্ষা একটী ন্যায়বিচার রাজার পক্ষে অধিকতর উপকারজনক। রাজাকে মদ্যপান এবং রাজসম্মানের হানিজনক আমোদ-প্রমোদ হইতে সাবধানতা সহকারে দূরে থাকিতে হইবে; পক্ষপাতিত্ব এবং অসুষ্ঠু পুরস্কার প্রদান পরিত্যাগ করিতে হইবে; তাঁহাকে 'রোজা', 'নামাজ', 'জাকাৎ' ও অন্যান্য যাবতীয় ধর্ম্মকার্য্য অবশ্য প্রতিপালন করিতে হইবে এবং মহাপুরুষ মোহাম্মদের (দঃ) বাক্যানুসারে সর্ব্বাবস্থায় মধ্যম পন্থার অনুসরণ করিতে হইবে। নিজাম-উল্‌-মুল্কের প্রবর্ত্তিত শাসন পদ্ধতির মধ্যে প্রজার প্রতি রাজার কর্ত্তব্যের উপর বিশেষ 'জোর' প্রদান এবং রাজকর্ম্মচারীগণের অসাধুতা ও অত্যাচারের দারোদ্‌ঘাটন-পূর্ব্বক তাহাদের অপরাধের কঠোর শাস্তি-বিধানের যে অলঙ্ঘ্য ব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়াবহ। তদীয়

আইনানুসারে সোলতান সপ্তাহে দুই দিবস সর্ব্বসাধারণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাধ্য থাকিতেন। ঐ সময় যে কোন দরিদ্র ও অজ্ঞাত-নামা ব্যক্তি রাজ-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাহার অনুযোগের কারণ বর্ণনা করত সম্রাটের নিকট ন্যায়বিচার প্রার্থনা করিতে পারিত। অন্য কোন কর্ম্মচারীর উপর ভারার্পণ না করিয়া স্বয়ং সোলতানকেই ধৈর্য্য-সহকারে মনোযোগের সহিত এই সমুদয় অভিযোগ শ্রবণ করিয়া ধর্ম্ম-সঙ্গতভাবে প্রত্যেক অভিযোগের যথাযথ মীমাংসা করিতে হইত। প্রজাগণ যাহাতে অবাধে সোলতান সমীপে গমনাগমন করিতে পারে, তজ্জন্য বহু সাবধানতা অবলম্বিত হইত। কথিত আছে, যাহাতে সর্ব্বসাধারণ রাজাকে দর্শন করিয়া প্রতীকার প্রার্থনায় তৎ-সন্নিধানে গমন করিতে পারে, তজ্জন্য পারস্যের জনৈক রাজা উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে অশ্ব-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দর্শক ও অভিযোগকারীদিগকে দর্শন দান করিতেন! এবংবিধ ব্যবস্থার ফলে রাজ-সাক্ষাৎ-কারীগণকে রাজপথ, সিংহদ্বার, ও দরবার-গৃহের প্রহরীগণ এবং হিংসাপরতন্ত্র সভাসদবর্গের বাধার সম্মুখীন হইতে হইত না। অন্য একজন নরপতি অভিযোগ-কারীদিগকে চিহ্নিত করিবার সুবিধার জন্য তাহাদের মধ্যে রক্তবর্ণ পোষাক পরিধানের নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। এইরূপে সমরখন্দের জনৈক রাজপুত্র ও সভাসদ্‌গণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত কোন উপদ্রুত প্রজা প্রতীকার প্রার্থনায় তাঁহার

নিকট আগমন করিতে পারে, এই সম্ভাবনায় ভীষণ তুষার-পাতের মধ্যেও একাকী সমস্ত রাত্রি রোখারার মহাপ্রান্তরে বসিয়া থাকিতেন! জগতের ইতিহাসে ইহার তুলনা কোথায়?

যাহাতে কোন স্থানীয় শাসনকর্ত্তার কুশাসন-বার্ত্তা অনাবিষ্কৃত থাকিতে না পারে, তজ্জন্য সোলতান ও তদীয় প্রদান মন্ত্রীকে অসাধারণ পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিতে হইত। যখন কোন কর্ম্মচারী রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইতেন, তখন তিনি নিম্নলিখিত রূপে রাজকার্য্য করিতে আদিষ্ট হইতেন। "তাঁহাকে ভগবানের প্রাণিগণের প্রতি সদয় হইতে হইবে; তিনি কাহারও নিকট হইতে ন্যায্য প্রাপ্য অপেক্ষা অধিক অর্থ আদায় করিতে পারিবেন না, এবং তাঁহাকে ভদ্রতা ও বিনয় সহকারে স্বীয় প্রাপ্য প্রার্থনা করিতে হইবে। আইনানুযায়ী নির্দ্দিষ্ট দিবসের পূর্ব্বে তিনি কখনও কর আদায় করিতে পারিবেন না; কেন না ঐরূপ কার্য্যের ফলে লোকে বিপদগ্রস্ত হইয়া অল্প মুল্যে সম্পত্তি-বিক্রয়ে বাধ্য হইয়া নিঃস্ব হইয়া পড়িবে।" কেবল ঈদৃশ কঠোর আদেশ প্রদান করিয়াই 'সেলজুক' সোলতানগণ তৃপ্ত হইতেন না। অসংখ্য গুপ্তচর বণিক, 'দরবেশ', ভিক্ষুক প্রভৃতির ছদ্মবেশে সাম্রাজ্যের প্রত্যেক প্রদেশের পথ-সমূহে ঘুরিয়া বেড়াইত এবং সর্ব্ব-সাধারণ ও রাজকর্ম্মচারীগণের কার্য্যের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিত।

সাম্রাজ্যের যে স্থানে যাহা সংঘটিত হইত, তাহারা প্রত্যহ তাহার বর্ণনা রাজসন্নিকটে প্রেরণ করিত এবং এইরূপে রাজ্যের প্রত্যেকটী ঘটনা সোলতানের কর্ণ-গোচর হইত। কর-সংগ্রাহক ও অন্যান্য রাজকর্ম্মচারিগণের কার্য্য নিয়ত পরিদর্শন করা হইত, এবং অন্যায়কারীদিগকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করা হইত। যাহাতে প্রতিনিধি ও কর সংগ্রহকারীদের ক্ষমতা স্থান বিশেষ বদ্ধমূল হইয়া না পড়ে, তজ্জন্য দুই তিন বৎসর অন্তেই তাঁহাদিগের স্থান পরিবর্ত্তন করা হইত। এতদ্ভিন্ন রাজকোষের প্রদত্ত অর্থে সমগ্র সাম্রাজ্য পরিদর্শন করার জন্য সন্দেহ-লেশ-শূন্য অতি উন্নত ও নির্ম্মল চরিত্রের পরিদর্শক কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হইত। বলা বাহুল্য, এই সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য নির্দ্দিষ্ট রাজকর ব্যতীত প্রজাবর্গের নিকটহইতে বর্ত্তমান কালের পথকর, পূর্ত্তকর, আয়কর, চৌকিদারীকর প্রভৃতি অসংখ্য করের ন্যায় কোন প্রকার অতিরিক্ত করই গৃহীত হইত না। সম্রাট বলিতেন, "তাঁহাদের সাধুতা তাঁহাদিগকে প্রদত্ত বেতনের শতগুণ উপকার প্রদান করিয়া থাকে।" সাম্রাজ্য মধ্যে নিয়মিত ও সুব্যবস্থিত ডাক-প্রথা বিদ্যমান ছিল। দ্রুতগামী সংবাদ-বাহকেরা নিয়ত কেন্দ্রীয় শাসনকর্ত্তা (সোলতান) এবং পরিদর্শকদের মধ্যে সংবাদের আদান-প্রদান করিত। সর্ব্বোপরি 'জায়গীর-দার'গণকে তাঁহাদের সদ্ব্যবহারের নিশ্চয়তার চিহ্নস্বরূপ প্রত্যেক বৎসর সম্রাটের দরবারে নূতন

নূতন প্রতিভূ প্রেরণ করিতে হইত। রাজ-দরবারে এইরূপ যে সমুদয় গণ্যমান্য ব্যক্তি 'জামীন'-স্বরূপ সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিতেন, তাঁহাদের সংখ্যা কোনক্রমেই পঞ্চশতের ন্যূন ছিল না। শাসন-সৌকর্য্যের এবংবিধ বহু উন্নততম ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের এবং সতত পরিদর্শন কার্য্যের ফলে রাজ্য হইতে অত্যাচার-অবিচার বিলুপ্ত হইয়া প্রজা-সাধারণের সুখ-সৌভাগ্য বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। রাজ্য মধ্যে বহু কারুকার্য্য-খচিত প্রাসাদ ও 'মস্‌জেদ' নির্ম্মিত হইয়া শিল্প এবং স্থপতি বিদ্যারও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল।

'সেল্‌জুক্' ক্ষমতা প্রধানতঃ ক্রীতদাস অথবা রাজবংশীয়গণ কর্ত্তৃক পরিচালিত বেতনভোগী কিংবা ক্রীত সৈন্যগণের সমবায়ে গঠিত সেনাবাহিনীর উপর নির্ভর করিত। বিজিত আরব ও পারসিকেরা বিজয়ী তুর্কদের স্বভাব-শত্রু ছিল বলিয়া তাহাদিগকে সাম্রাজ্যের উচ্চ পদ—বিশেষতঃ দূরবর্ত্তী প্রদেশের শাসন-কর্ত্তৃত্ব প্রদত্ত হইত না। কিপচক ও তাতার হইতে বহু সংখ্যক শ্বেতবর্ণ ক্রীতদাস আনয়ন করিয়া 'সেল্‌জুক' রাজপুত্রগণের তত্ত্বাবধানে তাহাদিগকে সুশিক্ষিত করত সোলতানের দেহরক্ষী, এবং রাজ-দরবার ও শিবিরের প্রধান প্রধান পদে নিয়োজিত করা হইত। ইহারা স্ব স্ব প্রতিভা ও কর্ম্মকুশলতায় স্বীয় প্রভুর মনস্তুষ্টি সাধন পূর্ব্বক পরিণামে স্বাধীনতা লাভ করিয়া প্রভূত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিত। ব্যক্তিগত গুণের

পুরস্কার-স্বরূপ ইঁহারা ক্রমশঃ দুর্গ ও নগরের অধ্যক্ষ,—এমন কি প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার পদ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইতেন। যুদ্ধের সময় ইঁহাদিগকে সোলতানকে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য ও রসদাদি যোগাইতে হইত। প্রায় সমগ্র সাম্রাজ্য এইরূপ 'জায়গীর' প্রথায় বিভক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। উত্তরকালে সোলতান সালাহুদ্দীন কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়া এই নীতি মিসরে প্রবর্ত্তিত হয়, এবং তথায় উহা 'মাম্‌লূক' (দাস) সোলতানগণের আনুকূল্যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া প্রচলিত থাকে। মেসোপতেমিয়া, সিরিয়া এবং পারস্য দেশের অধিকাংশ স্থলে এইরূপ অসংখ্য ক্ষুদ্র বৃহৎ জায়গীরের সৃষ্টি হইয়াছিল। ইঁহারা প্রজাবর্গের নিকট হইতে কর আদায় করিয়া তল্লব্ধ অর্থে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেন।

প্রধান প্রধান 'জায়গীরদার'গণ আবার সৈন্য সাহায্যের বিনিময়ে তাঁহাদের অধীনে 'নিম্‌-জায়গীরদার' নিযুক্ত করিতেন। ইঁহারা উর্দ্ধতন প্রভুর আদেশমাত্র নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য ও অর্থাদি সমভিব্যাহারে তাঁহার সাহায্যার্থ তদীয় পতাকানিম্নে সমবেত হইতেন। কিছুকাল যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া অবশেষে শীতঋতুর আগমন সূচিত হইলেই এই সৈন্যদল স্ব স্ব আলয়ে প্রস্থান করিত। ইহাদের অনুপস্থিতির সময় সৈন্যাধ্যক্ষকে মাত্র তাঁহার নিজ অনুচর, দেহরক্ষী এবং বেতনভোগী সৈন্যগণ সমভিব্যাহারেই যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান

করিতে হইত। জায়গীরে অবস্থানকালে জায়গীরদারগণ কেবল ন্যায়ানুমোদিত কর আদায় করিতে পারিতেন। তৎকালে উৎপন্ন শস্যের উপর কর গ্রহণের প্রথা প্রবর্ত্তন থাকায়, দুর্ভিক্ষ (যদিও অজ্ঞাত ছিল) বা অজন্মার সময় রাজকরের দায়ে প্রজাদিগকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইত না। আইনানুমোদিত নির্দ্দিষ্ট করের অতিরিক্ত অর্থগ্রহণ, প্রজাগণের প্রতি কোনপ্রকার উৎপীড়ন বা তাহাদের দ্রব্যসামগ্রী বল-পূর্ব্বক গ্রহণ করা কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ ছিল। মন্ত্রীপ্রবর নিজাম-উল্‌-মুল্‌ক্‌ বলিতেন, "রাজ্য এবং রাজ্যের অধিবাসীরা সোলতানের; জায়গীরদার ও শাসনকর্ত্তৃগণ তাহাদের রক্ষার জন্য নিযুক্ত প্রহরী মাত্র।" সর্ব্বব্যাপী গুপ্তচরদের ভয়ে যাবতীয় অত্যাচার, অবিচার, উপদ্রব ও স্বেচ্ছাচারিতা সাম্রাজ্য হইতে বিদূরিত হইয়া মন্ত্রীবরের এই মহা-বাক্যের মর্য্যাদা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হইত। সেল্‌জুক-সম্রাটগণের ন্যায় তাঁহাদের 'মাম্‌লুক জায়গীরদার' এবং শাসনকর্ত্তৃগণও অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করত জ্ঞানবান ও ন্যায়-পরায়ণ নরপতি রূপে খ্যাতিলাভ করিয়া গিয়াছেন। অক্-সঙ্কুর নামক এক প্রধান কর্ম্মচারীর হস্তে আলেপ্পো প্রদেশের শাসনভার ন্যস্ত হইয়াছিল। ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেন যে, তদীয় রাজ্যের সর্ব্বাংশে ন্যায়বিচার পরিদৃষ্ট হইত; তাঁহার শাসন সময়ে খাদ্য-সামগ্রী সুলভ, রাজপথ সমূহ সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং

দেশের সর্ব্বত্র শান্তি-শৃঙ্খলা পূর্ণ ভাবে বিরাজিত ছিল। কোথাও কোন যাত্রীদল লুন্ঠিত হইলে তিনি নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের অধিবাসীবর্গকে তাহাদের ক্ষতি-পূরণে বাধ্য করিতেন। ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কায় সকলেই দস্যু-তস্করের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিত। এইরূপে রাজ্যের প্রত্যেক ব্যক্তিই পথিকদিগকে নিরাপদে রক্ষার জন্য সাধারণ অবৈতনিক প্রহরী হইয়া পড়িয়াছিল। ঐতিহাসিকেরা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, এই চরিত্রবান শাসনকর্ত্তা কখনও স্বীয় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন নাই। ইহা নিশ্চিত যে, ক্রুসেড-যুগের খৃষ্টান নেতৃবৃন্দ অপেক্ষা মোস্‌লেম নেতৃবৃন্দই অধিকতর ভাবে প্রতিজ্ঞার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে অভ্যস্ত ছিলেন।* কোন ধার্ম্মিক ও ন্যায়পরায়ণ শাসনকর্ত্তার মহৎ দৃষ্টান্তে তদীয় অনুচরবৃন্দ তাঁহার প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইত, এবং তাহাদের সাহায্যে তাঁহার যশোগাথা দিক্‌-দিগন্তরে বিস্তৃতিলাভ করিত।

শাসন-সৌকর্য্যের সুব্যবস্থা এবং জন-সাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধান অপেক্ষাও শিক্ষাবিস্তারে সেলজুক সম্রাটগণের প্রাণপণ চেষ্টা, সেলজুক শাসনের অধিকতর আশ্চর্য্যজনক

---

* "It is recorded of this good Governor (Ak Sunkur) that he never broke his word, and the same might be said of more Moslem than Christian leaders of the Crusading epoch."

Vide, Stanely Lane Poole's "Saladin' Page 17.

বিশেষত্ব। আল্প্‌আরসালানের খুল্লতাত সোলতান তুগ্রল বেগ ঈদৃশ ধার্ম্মিক ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন যে, তিনি যখন যে নগর জয় করিতেন, সর্ব্বপ্রথমেই তথায় একটা 'মস্‌জেদ্‌' ও বিদ্যালয় স্থাপন করিতেন। স্বয়ং সোলতান আল্প্‌আর্‌সালানের দর-বার বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির বিদ্বমণ্ডলীর মিলন-মন্দির বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। মালিক শাহের সময় এই শিক্ষানুরাগ চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। যদিও মোস্‌লেম রাজ্য সমূহে পূর্ব্ব হইতেই বহু স্কুল, কলেজ ও বিশ্ব-বিদ্যালয় বিদ্যমান ছিল, তথাপি সেলজুক সম্রাটগণের আনুকূল্যে,— সর্ব্বোপরি নিজাম্‌উল্‌-মুল্কের প্রভাবে একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে কল্পনাতীত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ না করিলে সেল্‌জুক-সভ্যতার ইতি-হাসের প্রধান অঙ্গই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। স্বয়ং মন্ত্রী কর্ত্তৃক প্রতি-ষ্ঠিত বাগদাদের বিশ্ববিখ্যাত "নিজামিয়া" বিশ্ব-বিদ্যালয় তদানী-ন্তন প্রাচ্যজগতের বিদ্যাশিক্ষার এক মহাকেন্দ্রে পরিণত হইয়া-ছিল। তথা হইতে জ্ঞান-রশ্মি বিকীর্ণ হইয়া সমগ্র পারস্য, সিরিয়া—এমন কি সুদূর মিসরকেও জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করিত। ইহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, 'ফাতেমীয় খলীফা'-গণ কর্ত্তৃক পরিচালিত কায়রোর 'আজহার' বিশ্ব-বিদ্যালয়ও তৎকালে জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা-কেন্দ্র বলিয়া খ্যাতি-লাভ করিয়াছিল। শিক্ষালাভ, শিক্ষাদান ও শিক্ষাবিস্তারের প্রতি

লোকের অসাধারণ আগ্রহ পরিলক্ষিত হইত। একটী কলেজ প্রতিষ্ঠা করা সেল্‌জুক রাজপুত্রগণের নিকট একটি মস্‌জেদ নির্ম্মাণ বা কাফেরের হস্ত হইতে একটী নগর অধিকারের ন্যায়ই তুল্য পবিত্র ও পুণ্যজনক বলিয়া বিবেচিত হইত। * সেল্‌জুক সাম্রাজ্য ধ্বংসমুখে পতিত হইলেও শিক্ষার প্রতি উহার এই আদর্শ প্রভাব মোস্‌লেম জগতের বক্ষ হইতে মুছিয়া যায় নাই। ইহার অধঃপতনের পরে ইহার ধ্বংসাবশেষের উপর যে অসংখ্য বিভিন্ন রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাঁহারা এবং তাঁহাদের প্রধান প্রধান জায়গীরদার ও শাসনকর্ত্তৃগণও সেল্‌জুক সম্রাটগণের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের অনুসরণ করত একই উৎসাহে উদ্দীপিত হইয়া শিক্ষার প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিয়াছিলেন। তাই আমরা দেখিতে পাই যে, সোলতান সালাহুদ্দীনের সময়ে দামেস্ক, আলেপ্পো, বা আলবেক, এমেসা, মোসেল বাগদাদ, কায়রো এবং অন্যান্য বহু নগরী বিদ্বন্মণ্ডলী-সম্মিলনের কেন্দ্রস্থান হইয়া পড়িয়াছিল। মধ্যযুগের জ্ঞান-পিপাসু ইউরোপীয়গণের ন্যায় তৎকালীন অধ্যাপক এবং বিদ্যার্থীগণও কলেজ হইতে কলেজে এবং বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে বিশ্ব-

---

* "To found a College was as much a pious act among Seljuk princes, as to build a Mosque or conquer a city from the infidels."

Vide, S. Lane-Poole's "Saladin", Page 19.

বিদ্যালয়ে জ্ঞান-বিতরণ ও জ্ঞানাহরণ করিয়া বেড়াইতেন। * এই সমুদয় শিক্ষিত ও রাজ-নীতিজ্ঞ ব্যক্তিগণের অধিকাংশ সেলজুক সোলতানগণের বংশধর অথবা রাজকর্ম্মচারী বা তাহাদের বংশসম্ভূত ছিলেন। মোসেলের বিখ্যাত আতাবেগ জঙ্গী তাঁহার বিপুল উদ্যম এবং অসাধারণ সামরিক ও রাজনৈতিক প্রতিভা সত্ত্বেও তদীয় দক্ষিণহস্ত স্বরূপ প্রধান মন্ত্রী জামালুদ্দীনের সাহায্য প্রাপ্ত না হইলে তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের শাসন কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন কি না, উহা সন্দেহের বিষয়। জামালুদ্দীনের পিতামহ সম্রাট মালিক শাহের কর্ম্মচারী ছিলেন। জঙ্গী জামালুদ্দীনের কথাবার্ত্তা, শিষ্টাচার ও অতুল প্রতিভায় বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেন, এবং অল্পকাল পরেই তাঁহাকে তদীয় রাজ্যের প্রধান পরিদর্শক নিযুক্ত করেন। কেবল তাহাই নহে, তিনি জামালুদ্দীনকে তদীয় 'দেওয়ান' বা রাজ-সভার সভাপতির পদ প্রদান করিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করেন। সমগ্র রাজ্যের রাজস্বের এক দশমাংশ তিনি বেতন স্বরূপ প্রাপ্ত হইতেন, এবং এই অর্থ অবিশ্রান্ত দানকার্য্যে, মক্কা ও মদিনা শরীফে তীর্থযাত্রী প্রেরণে, পয়ঃপ্রণালী খননে, 'মস্‌জেদ' নির্ম্মাণে, এবং

* Professors travelled from College to College, just as our own Medieval Scholars wandered from University to University." "Saladin", 19.

বহু অসহায় ব্যক্তিকে বৃত্তিদানেই ব্যয়িত হইত। অসাধারণ দানশীলতার জন্য তিনি 'আল্‌জাওয়াদ' বা দাতা নামে বিখ্যাত হন। তাঁহার দেহত্যাগ ঘটিলে, অসংখ্য বিধবা, 'এতিম' (পিতৃহীন বা মাতাপিতৃহীন) এবং দরিদ্র লোকের আর্ত্তস্বরে বায়ুমণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। *

জ্ঞানীগণের জ্ঞান কোন রাজ্য বিশেষে সীমাবদ্ধ থাকে না। সুদূর নিশাপুর হইতেও অধ্যাপকমণ্ডলী আসিয়া দামেস্কের জ্ঞানার্থীদের জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণ করিতেন। নব নব জ্ঞানী ও প্রতিভাশালী ব্যক্তির আবির্ভাবে নিয়তই বিদ্বন্মণ্ডলীর সংখ্যার পরিপুষ্টি সাধিত হইত। বিখ্যাত পারসীক 'সুফী,' 'সাহ্‌রাওয়ার্দ্দী' এবং 'হাদীস'-শাস্ত্রাভিজ্ঞ ইবনে আসাকির এই সময়েই প্রাদুর্ভূত হন। ১১৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ইবনে আসাকির স্বর্গ-গমন করিলে সম্রাট সালাহুদ্দীন স্বয়ং তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করিয়াছিলেন। ঐ বৎসর সুদূর আন্দালুসিয়া (স্পেন) হইতে বিখ্যাত কবি এবনে ফের্‌রু কায়রোতে উপস্থিত হন। সালাহুদ্দীনের অধীন মিসরের শাসনকর্ত্তা ও প্রধান বিচারপতি কাজী অল্ ফাজিল তাঁহাকে স্বগৃহে স্থান দান করেন এবং তাঁহার দেহত্যাগের পর তাঁহাকে তাঁহার বিশেষ সমাধি মন্দিরে সমাহিত করেন। শিক্ষিত ও পদস্থ ব্যক্তিগণ যে বিদ্বানের সমাদর করিবেন, তাহাতে

* Vide, Ibn Khallikan, III, 295—9.

বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যুদ্ধই যাহাদের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যবসায়, সেই সৈনিকবৃন্দেরও বহু প্রধান সৈন্য বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের সংসর্গে আনন্দানুভব করিতেন। যদিও দিগ্বিজয়ী আতাবেগ জঙ্গী বলিতেন, "সুন্দরী গায়িকার মধুর সঙ্গীত অপেক্ষা অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা এবং প্রণয়িনীর সহিত আমোদ-প্রমোদে সময় অতিবাহিত করা অপেক্ষা উপযুক্ত শত্রুর সহিত শক্তিপরীক্ষা করা আমার নিকট অধিকতর আনন্দপ্রদ," তথাপি তিনি তাঁহার পরামর্শদাতা সুবিজ্ঞ অল্ জাওয়াদের সাহচর্য্য ভালবাসিতেন। তদীয় উত্তরাধিকারী সোলতান নুরুদ্দীন বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের অত্যন্ত সমাদর করিতেন। তদীয় দরবারগৃহে সর্ব্বদাই কবি ও অন্যান্য শিক্ষিত ব্যক্তিতে ভরপূর থাকিত। নুরুদ্দীন নিজেও বিদ্বান ছিলেন; তিনি 'হদীস' শাস্ত্রকে ভিত্তি করিয়া 'ফখ্‌রুণ্‌ নূরী' নামক ব্যবস্থা পুস্তক স্বয়ং প্রণয়ন করত উহাকে স্বকীয় জীবন ও রাজ্যশাসনের আদর্শরূপে গ্রহণ করেন। সম্রাট সালাহুদ্দীন গম্ভীর-প্রকৃতি 'আল্লাহ'-তত্ত্বজ্ঞানীলোক এবং আইনজ্ঞদের সহিত কথাবার্ত্তায় বিশেষ আনন্দ উপভোগ করিতেন। তদানীন্তন মোস্‌লেম-জগতের অত্যন্ত রক্ত-পিপাসু মহাযোদ্ধা ও কবি এবং ঐতিহাসিকের সংসর্গ ব্যতীত কালাতিপাত করিতে পারিতেন না। *

* The most blood-thirsty Baron of them all, could not do without his Poet anb Historian".

Saladin, 29.

পরবর্ত্তী শতাব্দী সমূহে মিসরের 'মামলুক' সোলতানগণের শাসনকালেও শিক্ষার প্রতি মোস্‌লেম জাতির তুল্য আগ্রহ পরিলক্ষিত হইত। যদিও তাঁহাদিগকে নিয়ত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিতে হইত, তথাপি তাঁহারা শিক্ষাপ্রিয় ছিলেন এবং প্রতিভাবান ব্যক্তিকে যথাসাধ্য উৎসাহ প্রদান করিতেন। শিল্প এবং স্থাপত্যের প্রতিও তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল; অত্যুৎকৃষ্ট প্রাসাদ ও মস্‌জেদরাজি নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহারা কায়রো নগরীকে সুশোভিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। বস্তুতঃ যদিও 'সেলজুক' বংশ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই, তথাপি সেলজুক সভ্যতার প্রভাব দূর দূরান্তরে বিস্তৃত হইয়াছিল, এবং সেলজুক সাম্রাজ্যের ধ্বংসপ্রাপ্তির পরেও বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত তাঁহাদের উন্নত আদর্শ সমগ্র মোস্‌লেম প্রাচ্যে অত্যন্ত আগ্রহ ও যত্ন সহকারে অনুসৃত হইয়াছিল।

বস্তুতঃ অষ্টশত বর্ষ পূর্ব্বের সুব্যবস্থিত ও সুশৃঙ্খল "সেলজুক শাসনে মোস্‌লেম এশিয়া" যে কতদূর উন্নত ছিল, অবিরাম কলহ-স্রোতের মধ্যেও সেলজুক সম্রাটগণ মোস্‌লেম-প্রাচ্যের মানবের রুচি, শিক্ষা ও সভ্যতার যে অপূর্ব্ব উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ে অবাক হইতে হয়। *

* বিস্তৃত বিবরণের জন্য মৎ প্রণীত "সোলতান সালাহুদ্দীন" নামক বৃহৎ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। লেখক।

বীর-বালক

——):*:(——

যাঁহারা পৃথিবীতে অলৌকিক শক্তি অথবা অসাধারণ প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, বাল্য-জীবনের বিবিধ ঘটনা-বলীতেই তাহার আভাস সূচিত হয়। মধ্যএশিয়ার বিশ্রুতনামা সম্রাট তৈমুরলঙ্গ, ভারত-সম্রাট বাবর, পাঠান-বীর শেরশাহ্, বঙ্গ-বিজেতা ইখ্‌তিয়ার উদ্দীন মোহাম্মদ ইবনে বখ্‌তিয়ার খিলিজি, ইংলণ্ডের মহাবীর নেল্‌সন, আমেরিকার মুক্তিদাতা জর্জ্জ ওয়াশিংটন, প্রত্যেকের জীবনীই ইহার দৃষ্টান্তস্থল। মোগল-সম্রাট মহীউদ্দীন আওরঙ্গজেবের নাম বিশ্ব-বিদিত। এই রাজর্ষি সম্রাটের রাজত্বকালে মোগল সাম্রাজ্য উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিল। ভারতইতিহাসের প্রারম্ভ হইতে বৃটীশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত অপর কোন নরপতিই এরূপ বৃহত্তম একচ্ছত্র সাম্রাজ্যস্থাপন করিতে সমর্থ হন নাই। আওরঙ্গজেবের ভারত সাম্রাজ্য মৌর্য্যবংশীয় অশোক, গুপ্ত বংশীয় সমুদ্র গুপ্ত অথবা বৌদ্ধ সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের সাম্রাজ্য অপেক্ষাও বৃহত্তর ছিল। সম্রাট আওরঙ্গজেব দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে অর্দ্ধ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই সুবিশাল সাম্রাজ্যের শাসন-দণ্ড পরি-চালনা করিয়াছিলেন। রাজপুতনার মরুবাসী এবং দাক্ষিণা-

ত্যের মারহাট্টা দস্যুগণ তাঁহার বিরুদ্ধে মস্তক উত্তোলন করিলেও তদীয় জীবনকালে আদৌ তাঁহার অপ্রতিহত প্রভাব ক্ষুণ্ণ হয় নাই। তদীয় জীবনের অধিকাংশ আফগানিস্থান, রাজপুতনা ও দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধক্ষেত্রেই ব্যয়িত হইয়াছিল। অধিকাংশ যুদ্ধে তিনি স্বয়ং সৈন্য পরিচালনা করিতেন। প্রায় সমুদয় যুদ্ধেই তিনি বিপক্ষের গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর ও গোলকণ্ডা প্রভৃতি 'শিয়া' রাজ্য সমূহ তদীয় প্রবল পরাক্রমে মোগল-সম্রাটের অধীনতা স্বীকারে বাধ্য হইয়াছিল। সংক্ষেপে বলিতে গেলে তাঁহার সমগ্র জীবনই অনন্য-সাধারণ বীরত্ব কাহিনীতে পরিপূর্ণ। তিনি যে পরিণামে "আলমগীর" বা "ভূবন-বিজয়ী" এই বীর উপাধিতে ভূষিত হইবেন, তাহা তাঁহার শৈশবের একটী ঘটনাতেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। নিম্নে আমরা সেই ঘটনাটীর উল্লেখ করিতেছি :—

বিশ্ব-বাসীর বিস্ময়োৎপাদক মর্ম্মর বিনির্ম্মিত তাজমহল, জামে' মস্‌জেদ, দেওয়ানে-আম, দেওয়ানে-খাস ও ভূবন-বিখ্যাত ময়ূর-সিংহাসন-নির্ম্মাতা সম্রাট শাহজাহান রণ-মাতঙ্গের যুদ্ধ দর্শন করিতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে মে মাসের অষ্টবিংশতি দিবসে আগ্রা নগরীর রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন যমুনা নদীর তটভূমিতে 'সুধাকর' ও 'শরৎসুন্দর' নামক দুইটী রণ-হস্তী আনিত হইল।

পরিষদবর্গ সমভিব্যাহারে ভারত সম্রাট যুদ্ধ হস্তীর সংগ্রাম দর্শনার্থ রণক্ষেত্রে গমন করিলেন। সম্রাটের তিন পুত্র—দারা, শূজা ও আওরঙ্গজেব অশ্বারোহণে তাঁহার কয়েক পদ অগ্রে অগ্রে চলিলেন। আওরঙ্গজেবের উল্লাস সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তিনি হস্তীদ্বয়ের অত্যন্ত সন্নিকটে গমন করিয়া অশ্বের গতিরোধ করিলেন।

হস্তীদ্বয় কিয়দ্দুরে ঘুরিয়া আসিয়া পরস্পরকে আক্রমণ করিল। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর উহারা যুদ্ধ পরিত্যাগ করত উভয়ে কয়েক পদ পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। 'সুধাকর' অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়াছিল। কিন্তু স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিকটে না পাইয়া তৎপার্শ্বে দণ্ডায়মান রাজপুত্রের উপর স্বকীয় রোষ প্রকাশ করিতে উদ্যত হইল। ভীমনাদে গর্জ্জন করিয়া সেই 'সচল পর্ব্বত' আওরঙ্গজেবকে আক্রমণ করিল। আও-রঙ্গজেব তখন মাত্র চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স্ক বালক। কিন্তু তিনি সিংহ-সন্তান। বয়সে বালক হইলেও এই ভীষণ বিপদ কালে তাঁহার হৃদয়ে সাহসের অভাব হয় নাই। বালক আওরঙ্গজেব পলায়ন করিয়া স্বীয় বংশ-গৌরব কলঙ্কিত করিলেন না। তিনি অশ্বরশ্মি সংযত করিয়া অটল ভাবে অশ্ব-পৃষ্ঠে উপবেশন করত উহার মস্তকদেশ লক্ষ্য করিয়া হস্তস্থিত বর্শা সজোরে নিক্ষেপ করিলেন। বর্শাহত করি-বর ক্রোধোন্মত্ত হইয়া আওরঙ্গজেবের দিকে ছুটিয়া চলিল। চতুর্দ্দিকে ভীষণ গণ্ডগোল উপস্থিত

হইল। রণক্ষেত্রে উপস্থিত জনমণ্ডলী বিভীষিকা প্রাপ্ত হইয়া যে যে দিকে সুবিধা পাইল পলায়ন করিতে লাগিল। কিন্তু সেই বিরাট জন-সমুদ্র ভেদ করিয়া পলায়ন করা সোজা কথা নহে। তাড়াতাড়ি পলায়ন করিতে যাইয়া একে অন্যের উপর পতিত হইতে লাগিল,—হস্তপদ ভগ্ন করিয়া সেই ভীরুদল চরম দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইল। রাজসভাসদ ও ভৃত্যবর্গ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া হস্তীকে ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল; আতশবাজি ছুড়িয়া উহাকে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করা হইল। কিন্তু সমুদয় চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। ক্রোধান্ধ রণমাতঙ্গ নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া আসিয়া শুণ্ড দ্বারা বেষ্টন করত আওরঙ্গজেবের ঘোটককে মুহূর্ত্তমধ্যে ভূ-পতিত করিল। সকলেই হায়, হায়, করিয়া উঠিল। পুত্রের জীবনাশঙ্কায় সম্রাট শাহজাহান আকুল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু আওরঙ্গজেবের জীবন নষ্ট হইল না। করি-বর তদীয় ঘোটক আক্রমণ করিলে, এই বীর বালক তৎক্ষণাৎ অশ্ব-পৃষ্ঠ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন এবং অস্ত্রাধার হইতে তরবারি বহির্গত করিয়া যুদ্ধ করিবার জন্য ক্রোধোন্মত্ত মাতঙ্গের সম্মুখীন হইলেন। এই অসম যুদ্ধে হয়ত হস্তীপদ-তলে নিষ্পেষিত হইয়া এই বীর বালকের সুকোমল দেহাস্থি-গুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইত; কিন্তু যাঁহারা সাহসী ও স্বাবলম্বী, বিশ্ব-স্রষ্টা তাঁহাদের সহায়। স্বয়ং সর্ব্বশক্তিমান

যাঁহার সহায়, তাঁহার অনিষ্ট করিতে পারে, ধরাতলে এমন শক্তিশালী কে আছে? তুচ্ছ বন্য হস্তী ত দূরের কথা।

দয়াময়ের অনুগ্রহে আওরঙ্গজেবের বীর-দেহ অক্ষত থাকিবার উপায় হইল তদীয় ভ্রাতা শূজা জনতা অপসারিত করত সত্বর হস্তীর নিকট উপস্থিত হইয়া হস্তস্থিত সুতীক্ষ্ণ বর্শা দ্বারা উহাকে আহত করিলেন। কিন্তু তদীয় অশ্ব ভীত হইয়া হঠাৎ লম্ফ প্রদান করিলে শূজা ভূ-পতিত হইলেন। রাজা জয় সিংহও সবেগে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া হস্তীরাজকে আক্রমণ করিলেন। সম্রাট শাহজাহানও তদীয় দেহরক্ষী-গণকে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইবার জন্য আর্ত্তস্বরে আদেশ করিলেন।

দয়াময় বোধ হয়, আওরঙ্গজেবের এই অদ্ভুত সাহস ও বীরত্বে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তাই এক অপ্রত্যাশিত উপায়ে রাজ-পুত্রের জীবন রক্ষার ব্যবস্থা হইল। 'শরৎ-সুন্দর' নামক অপর যুদ্ধ হস্তীটী এই সময়ে পুনরায় যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত ঐস্থানে উপস্থিত হইল। কিন্তু বর্শাঘাতে আহত এবং আতশ-বাজিতে ভীত হইয়া 'সুধাকরের' আর যুদ্ধ করিবার প্রবৃত্তি ছিল না। তাই সে স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বী সমভিব্যাহারে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল।

এইরূপে বিপদ কাটিয়া গেল। এইরূপে আওরঙ্গজেবের জীবন রক্ষা হইল। তদীয় জনক শাহজাহান যৌবনে সম্রাট

জাঁহাগীরের সম্মুখে একদিন তরবারি হস্তে এক অতিকায় মহাবলশালী বন্য ব্যাঘ্রকে আক্রমণ করিয়া যে অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, আওরঙ্গজেব বাল্যকালে তাঁহার পিতার সাক্ষাতে দুর্দ্দমনীয় ঐরাবত আক্রমণ করিয়া 'উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র' রূপে তদ্রূপ অলৌকিক বীরত্ব প্রকাশ করিলেন।

সম্রাট আনন্দে অধীর হইয়া তাঁহার কুল-প্রদীপকে ভুজ পাশে আবদ্ধ করত সস্নেহে বক্ষে ধারণ করিলেন এবং তাঁহাকে "বাহাদুর" অর্থাৎ "বীর" উপাধিতে ভূষিত করিয়া বহু-বিধ উপহার প্রদান করত বীরত্বের উপযুক্ত সম্মান রক্ষা করিলেন।

এই ঘটনা উপলক্ষে আওরঙ্গজেব যেরূপ অসীম তেজ এবং মৃত্যুর প্রতি যেরূপ বীরজনোচিত অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা অতীব বিস্ময়কর! সম্রাট তাঁহাকে তদীয় দুঃসাহসের জন্য স্নেহভরে মৃদু তিরস্কার করিলে, আওরঙ্গজেব উত্তর করিলেন, "এই যুদ্ধে আমার জীবন-কুসুম অকালে বিশুষ্ক হইয়া ঝরিয়া পড়িলেও উহাতে লজ্জিত হইবার কিছুই ছিল না। পর্ণ কুটীর-বাসী ভিক্ষোপজীবী হইতে আরম্ভ করিয়া গগনচুম্বী প্রাসাদ-বাসী নরপাল পর্য্যন্ত প্রত্যেকেই মৃত্যুর অধীন। কিন্তু যুদ্ধে বীরের ন্যায় মৃত্যু-বরণ করিবার সুযোগ কয়জনের ভাগ্যে ঘটে? বীর-ধর্ম্মপালন করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন অসম্মানের কার্য্য নহে,—বীরের পক্ষে উহা পরম গৌরব!"

চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স্ক বীর বালকের সেই অসীম সাহস ও অপূর্ব্ব বীরত্ব কাহিনী বাস্তবিকই বিস্ময়ের বিষয়! আওরঙ্গজেব গিয়াছেন; কিন্তু আওরঙ্গজেবের বাল্য-জীবনের সেই অনুপম বীরত্ব-গাথা ইতিহাসের পৃষ্ঠে লিপিবদ্ধ থাকিয়া মোস্‌লেম-বালকগণের হৃদয়ে অদ্যাপি বীরত্ব মহিমা জাগাইয়া তুলিতেছে।

বীর সোলতানা *

——:)*(:——

১৫৯৫ খৃষ্টাব্দ ভারতেতিহাসের এক অতি স্মরণীয় বৎসর। দাক্ষিণাত্যের বিখ্যাত মোস্‌লেম-রাজ্য আহমদ নগরের অপ্রাপ্ত বয়স্ক নরপতি বাহাদুর নিজাম শাহের অভিভাবিকা চাঁদ সোলতানার অপূর্ব্ব বীরত্বের জন্য ঐ বৎসর মোস্‌লেম-জগতে অতি প্রসিদ্ধ। ঐ বর্ষে সুখ-সৌভাগ্যে লালিতা-পালিতা অসূর্য্য-স্পশ্যা মোস্‌লেম ললনার কমনীয় দেহে বীরত্বের আবির্ভাবে সমগ্র জগৎ স্তম্ভিত হইয়াছিল।

---

* চাঁদ বিবি বা চাঁদ সোলতানা আহমদ নগর-রাজ্যের অধিপতি হোসায়ন নিজাম শাহের কন্যা। বিজাপুর-রাজ আদিল শাহের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তিনি ইংলণ্ডেশ্বরী রাণী এলিজাবেথের সমস মন্ত্রিক এবং তুল্য পরিমিত রাজ্যের অধিকারিণী ছিলেন। কিন্তু বীরত্বে চাঁদ সোলতানা এলিজাবেথ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ছিলেন। সর্ব্বোপরি অসাধারণ চরিত্রবলে এই বীর সোলতানা অতুলনীয়া ছিলেন। ইংলণ্ডের ইতিহাস পাঠক মাত্রই অবগত আছেন যে রাণী এলিজাবেথ আদৌ চরিত্রবতী ছিলেন না। পঞ্চবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে চাঁদ বিবি অপুত্রক অবস্থায় স্বামীহারা হন। তৎপরে কতিপয় বৎসর বিজাপুর রাজ্যের শাসন শৃঙ্খলায় অতিবাহিত করিয়া তিনি পিতৃ-রাজ্যে আগমন করেন। ঐ সময়ের একটী ঘটনাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। প্রবন্ধটী ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যা "মাসিক মোহাম্মদী"তে প্রকাশিত হয়।—লেখক।

মোগল-সম্রাট আকবর পানিপথের মহা সমরে পাঠান সম্রাটের সেনাপতি হিমুকে পরাজিত করিয়া ভারত হইতে পাঠান সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিয়াছিলেন। উত্তর ভারতে যে সমুদয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাঠান রাজ্য বিদ্যমান ছিল, উহারা একে একে আকবরের প্রবল পরাক্রমের সম্মুখে মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হইল। চত্বারিংশৎ বৎসরের মধ্যে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত তাঁহার পদানত হইল। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার রাজ্য-তৃষ্ণা নিবারিত হইল না। দাক্ষিণাত্যের সুসমৃদ্ধ জনপদ হইতে পাঠানদিগকে বিতাড়িত করিয়া তথায় স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করাই তাঁহার শেষ জীবনের কাম্য হইয়া দাঁড়াইল। তিনি শুধু সুযোগের প্রতীক্ষায় রহিলেন। সুযোগও শীঘ্রই উপস্থিত হইল। আহমদ নগর রাজ্যের কতিপয় বিশ্বাসঘাতক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া সম্রাট আকবর দাক্ষিণাত্যে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে আকবরের পুত্র যুবরাজ মুরাদ সম্রাটের আদেশে গুজরাট হইতে এবং সেনাপতি মির্জ্জা খাঁন মালব হইতে সসৈন্যে দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। আহমদ নগর হইতে অল্প দূরে উভয় সৈন্যদল পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হইল। শতসহস্র মোগল সৈন্য পঙ্গপালের ন্যায় আহমদ নগর রাজ্য ছাইয়া ফেলিল। আহমদ নগরের তখন অতি দুরবস্থা। রাজ্য তখন প্রকৃতপক্ষে রাজ-শূন্য। রাজা দ্বিতীয় বুরহান তখন পরলোকে। নাগরিকেরা তখন বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া আত্মকলহে নিমগ্ন। প্রত্যেক দলপতিই

স্বার্থপরতার বশবর্ত্তী ও স্বদেশ-প্রেম বিস্মৃত হইয়া স্বয়ং সিংহাসন অধিকারের জন্য প্রাণপণে চেষ্টিত। যে বিশ্বাসঘাতক দলের নিমন্ত্রণে মোগলগণ আহমদ নগর আক্রমণ করিয়াছিল, গৃহবিবাদের সুযোগে তাহাদের সহায়তায় মোগলেরা রাজ্য জয়ের সুখ-স্বপ্ন দেখিতে লাগিল চতুর্দ্দিকে শত্রু-পরিবেষ্টিত আহমদ নগরের প্রতি মুহূর্ত্তেই স্বাধীনতা নষ্টের আশঙ্কা ঘনীভূত হইয়া আসিতেছিল। এমন সময় আহমদ নগর সৌভাগ্য বশতঃ এক বীরাঙ্গনার আবির্ভাবে মোগল-সৈন্যের ভাগ্য-চক্র সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, যাহারা মোগলের সাহায্য করিয়া তাহাদের অনুগ্রহে রাজ্যে প্রতিপত্তিশালী হইবার বাসনা হৃদয়ে পোষণ করিতেছিল, তাহাদের সেই বিরাট আশা বিরাটতর নৈরাশ্যে পরিণত হইল—চির-স্বাধীন আহমদ নগরের স্বাধীনতা অব্যাহত থাকিবার ব্যবস্থা হইল। এই বীর-বালা ইতিহাসে চাঁদ বিবি বা চাঁদ সোলতানা নামে প্রসিদ্ধা। স্বকীয় জননী জন্মভূমির এবংবিধ শোচনীয় অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি তৎপ্রতীকারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন। আহমদ নগরের সেই সঙ্কটাপন্ন অবস্থা সন্দর্শনে তদীয় অন্তঃকরণে এক দেবশক্তির আবির্ভাব হইল। স্বরাজ্যে ত গৃহবিবাদ লাগিয়াই ছিল। তদুপরি বিজাপুর রাজ্যের সহিত পূর্ব্ব হইতেই আহমদ নগরের যুদ্ধ চলিতেছিল। রাজনীতিজ্ঞা সোলতানা দেখিলেন, মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করিতে হইলে, বিজাপুর-রাজকে হয় স্বপক্ষভুক্ত করিতে হইবে, নতুবা যুদ্ধে নিরস্ত

রাখিতে হইবে। তদন্যথায় এই উভয় শত্রুর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার চেষ্টা করা পঙ্গুর গিরি-লঙ্ঘন চেষ্টার ন্যায় সম্পূর্ণ অসম্ভব। তজ্জন্য তিনি বিজাপুরে অভিজ্ঞ দূত প্রেরণ করিয়া বিজাপুর-রাজকে বুঝাইয়া দিলেন যে, উপস্থিত বিপদ একা আহমদ নগরের নহে; সম্রাট আকবর শুধু আহমদ নগর জয় করিতে সৈন্য প্রেরণ করেন নাই। বিপদ সমগ্র মোস্‌লেম-দাক্ষিণাত্যের। আহমদ নগর বিজয় সম্পন্ন হইলেই মোগল-বাহিনী বিজাপুর, গোলকুণ্ডা প্রভৃতি অন্যান্য রাজ্যের বিরুদ্ধে পরিচালিত হইবে, এবং দেখিতে দেখিতে সমগ্র দাক্ষিণাত্যে মোগলের বিজয়-পতাকা উড্ডীয়মান হইবে। এমতাবস্থায় বিজাপুর রাজ্যের পক্ষে আহমদ নগরের শত্রুতাচারণ করা আর স্বপদে কুঠারাঘাত করা একই কথা। বিজাপুরাধিপতি তাঁহার যুক্তিবত্তা উপলব্ধি করিলেন। চাঁদ সোলতানার অসাধারণ বুদ্ধিকৌশল কার্য্যকরী হইল। বিজাপুর রাজ পূর্ব্ব শত্রুতা বিস্মৃত হইয়া আহমদ্ নগরের সহিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। এমন কি তিনি তাঁহার পূর্ব্ব শত্রু আহমদ নগরের সাহায্যার্থ একদল সৈন্য প্রেরণ করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। অতঃপর এই অসামান্য বুদ্ধিমতী মহিলা স্বরাজ্যের অন্তর্ব্বিপ্লবানলে শান্তিবারি প্রক্ষেপ করিয়া উহা নির্ব্বাপিত করিতে মনোযোগী হইলেন। এ ক্ষেত্রেও তাঁহার চেষ্টা সাফল্য বিমণ্ডিত হইল। তদীয় অক্লান্ত চেষ্টা, অকাট্য যুক্তি ও অনুপম বুদ্ধিকৌশল-প্রভাবে আহমদ নগরের বিবাদমান শক্তি সমূহ স্ব স্ব

ভ্রান্তি অনুভব করিতে সমর্থ হইল, এবং স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। নগরের বাহিরেও তাঁহার যুক্তিবত্তা অনুরূপ ফল প্রসব করিল। জনৈক স্বদেশ-বিরোধী দলপতি সোলতানার যুক্তিতে স্বকীয় ভ্রম বুঝিতে পারিয়া এতদূর অনুতপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, মোগলেরা যখন নগর অবরোধে ব্যাপৃত ছিল, তখন তিনি পরাক্রান্ত মোগল-বাহিনী ভেদ করিয়া সসৈন্যে নগরে প্রবেশ করিলেন এবং স্বীয় অজ্ঞতাজনিত অপরাধের জন্য সোলতানার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। নগরের বহির্ভাগে অবস্থানকারী আরও দুইজন দলপতির হৃদয়েও প্রভূত আত্ম-গ্লানির সঞ্চার হইয়াছিল। তাঁহারা সদলবলে বিজাপুর রাজ-প্রেরিত যে সৈন্যদল আহ্মদ নগরের সাহায্যার্থ আগমন করিতেছিল, তাহাদের সহিত সম্মিলিত হইয়া মোগল-বিতাড়নে বদ্ধপরিকর হইলেন। বীর মহিলা চাঁদ সোলতানা স্বয়ং নগরস্থ শক্তি সমূহের নেতৃত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক জগতের তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ রাজ-শক্তির বিরুদ্ধে রণাঙ্গণে অবতীর্ণা হইলেন।

মোগল সৈন্য নগর অবরোধ করিয়া রহিল। কিন্তু সুউচ্চ প্রাচীর অতিক্রম করিয়া নগরে প্রবেশ করিতে পারিল না। তাঁহাদের দুর্গ-ধ্বংসী যন্ত্র সমূহও পুরু প্রাচীরের কোন ক্ষতি সাধন করিতে সমর্থ হইল না। নিরুপায় হইয়া তাহারা ভূগর্ভে সুড়ঙ্গ খনন পূর্ব্বক বারুদের সাহায্যে প্রাচীর ভগ্ন করিয়া নগর-প্রবেশপথ বাহির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

তাহারা দেওয়ালের নিম্নদেশে যে দুইটি সুড়ঙ্গ খনন করিল, চাঁদ সোলতানার প্রহরীগণের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাহা আবিষ্কৃত হইয়া গেল। বীর-সোলতানা স্বয়ং শ্রমিকদের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিয়া নিজের জীবন সমভাবে বিপন্ন করত মোগলদের চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিলেন। * কিন্তু মোগলেরা ইহাতে নিরুৎসাহ হইবার পাত্র ছিল না। তাহারা নবীন উদ্যমে অন্যত্র একটী সুড়ঙ্গ খনন করিয়া ফেলিল। এই সুড়ঙ্গ খনন-বার্ত্তাও চাঁদ বিবির সতর্ক প্রহরীবৃন্দের অগোচর রহিল না। মোগলদের কার্য্যে বাধা-প্রদানের জন্য অবিলম্বে ঘটনাস্থলে সৈন্য প্রেরিত হইল। সৈনিকগণ সর্ব্বশক্তি সহকারে স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু তাহাদের চেষ্টা সফল হইল না। চাঁদ বিবির যে সমুদয় সৈন্য সুড়ঙ্গ মুখে অবস্থান করিয়া সুড়ঙ্গ খনন ব্যর্থ করিবার চেষ্টায় নিরত ছিল, তাহারা মোগলের কামানের গোলার মুখে তুলার ন্যায় উড়িয়া গেল। মোগল বাহিনী নগর প্রাচীরের এক বৃহৎ অংশ ভগ্ন করিয়া ফেলিল। এতদ্দর্শনে সোলতানার সৈন্যগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া স্থান ত্যাগ করত পলায়ন করিয়া নগর প্রবেশোদ্যত মোগল সৈন্যগণের প্রবেশপথ উন্মুক্ত

---

* "...They (mines) were...rendered useless by the counterminers of the besiezed, Chand Bibi herself superintending the workmen, and exposing herself to the same dangers as the rest."

Vide, Elphinstone's "History of India," pages 512.

করিয়া দিবার উপক্রম করিল! আহমদ্ নগরের স্বাধীনতা-সূর্য্য অস্তাচলে গমন করিতে বসিল!!

স্বকীয় সৈন্যগণের এই ভীষণ দুরবস্থা—স্বদেশের স্বাধীনতার ঈদৃশ শোচনীয় পরিণাম প্রত্যক্ষ করিয়া বীর-বালা চাঁদ সোলতানার বীর-হৃদয়ে ক্রোধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। পরাধীন জীবনযাপন অপেক্ষা শত্রুহস্তে মৃত্যু বরণ তাঁহার নিকট শতসহস্র গুণে শ্রেয়স্কর বলিয়া মনে হইল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, হয় আহমদ নগরের স্বাধীনতা অব্যাহত রাখিবেন, নতুবা মোগলের অস্ত্রাঘাতে প্রাণবিসর্জ্জন করিবেন। এই প্রতিজ্ঞা করিয়া চাঁদ বিবি বর্ম্ম পরিধান পূর্ব্বক অবগুণ্ঠনে মুখমণ্ডল আবৃত করত যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া উলঙ্গ কৃপাণ হস্তে তেজস্বী অশ্বারোহণে স্বয়ং সুড়ঙ্গমুখে উপনীত হইলেন। তাঁহার তীব্র ভর্ৎসনা বাক্যে পলায়নোদ্যত সৈন্যগণ ঘটনাস্থলে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। যে সমুদয় মোগলসৈন্য ভগ্নস্থান দিয়া নগর প্রবেশের চেষ্টা করিতেছিল, চাঁদ সোলতানা স্বয়ং অসীম সাহস ও অতুলনীয় বীরত্ব সহকারে তাহাদিগকে তরবারি মুখে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। স্বয়ং সোলতানাকে শত্রুদলনে প্রবৃত্ত দেখিয়া নগরের যে সমুদয় সৈন্য তখনও যুদ্ধে বিরত ছিল বা ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিল, তাহারাও লজ্জিত হইয়া যুদ্ধস্থলে ছুটিয়া আসিল এবং প্রবল উৎসাহে শত্রু সংহার করিতে লাগিল। ফলে মোগলদের নগর প্রবেশ-চেষ্টা ব্যর্থ

হইল।* কিন্তু চাঁদ বিবি ইহাতেও নিরস্ত হইলেন না। তিনি মোগলদিগকে ভগ্নস্থান হইতে দূরে বিতাড়িত করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহার জ্বলন্ত উৎসাহ বাক্যে আহমদ নগরের সৈন্যগণ যেন দৈববলে বলীয়ান হইয়া পূর্ণ উদ্যমে প্রাণ-পণে বিপক্ষ সৈন্য-শোণিতে স্ব স্ব তরবারি রঞ্জিত করিতে লাগিল। একদল সৈন্য মঞ্চের সাহায্যে প্রাচীরের উপরিভাগে আরোহণ করিল। তথা হইতে বন্দুকের গুলি, ইষ্টক, প্রস্তর ও শররাজি নিক্ষিপ্ত হইয়া মোগল সৈন্যের বক্ষ-ভেদ ও অস্থি-মুণ্ড চূর্ণ করিতে লাগিল। বহু কামান আনীত ও সুড়ঙ্গ মুখে স্থাপিত হইল এবং মোগলদের উপর অনলবৃষ্টি হইতে লাগিল। কামানের পশ্চাদ্দেশ ও পার্শ্বদেশ হইতে সুড়ঙ্গ মধ্যস্থ জনতার উপর অগ্নিবাণ, বন্দুকের গোলা, বারুদ এবং অন্যান্য বহু দাহ্য পদার্থ সবেগে পতিত হইতে লাগিল। চাঁদ সোলতানা স্বহস্তে বন্দুক ধারণ করিয়া শত্রুসৈন্যের উপর গুলিবৃষ্টি করিতে লাগিলেন! যখন গুলি নিঃশেষিত হইয়া গেল, তখন তিনি ক্রমাগত তাম্র, রৌপ্য এবং স্বর্ণ-মুদ্রা বন্দুকে পুরিয়া মোগল-সৈন্যের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন!! যখন উহাও নিঃশেষিত

* "But they (flying soldiers) were soon recalled by Chand Bibi who flew to the breach in full armour, wih a veil over her face, and a naked sword in her hand, and having thus checked the first assault of the Moguls, she contiued her exertions, till every power within the place was called against them."
Vide, Elphinstone's "History of India," 512.

হইয়া গেল, তখন এই স্বাধীনচেতা বীরনারী এমন কি স্বকীয় বহু মূল্য মণিময় গাত্রালঙ্কার পর্য্যন্ত বন্দুকে পুরিয়া দুর্দ্দান্ত মোগল-বাহিনীর উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ! *

ক্রমে সূর্য্যদেব অস্তাচলাবলম্বী হইলেন, এবং সন্ধ্যাদেবী স্বকীয় বিশাল সাম্রাজ্যে পুনরাধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য ধরাবক্ষে আবির্ভূতা হইলেন। বহুক্ষণব্যাপী ভীষণ লোমহর্ষক ও বহু লোকক্ষয়কর যুদ্ধের পর মোগলেরা সন্ধ্যাকালে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বে তাহারা আর নগর আক্রমণের চেষ্টা করিল না। কিন্তু চাঁদ সোলতানা আরাম 'হারাম' করিয়াছিলেন। তিনি নিদ্রা যাওয়া দূরের কথা, সমগ্র দিবসের রণ-ক্লান্তি অপনোদনের জন্য একটী মুহূর্ত্তও বিশ্রাম না করিয়া স্বহস্তে ইষ্টক আনয়ন করত ভগ্নস্থানে রাখিয়া দিতে লাগিলেন। বীর সোলতানার এই অনুপম দৃষ্টান্ত দর্শনে সৈন্যগণ এতদূর উৎসাহিত হইল যে, তাহারাও বিশ্রাম সুখের আশা বিসর্জ্জন দিয়া ইষ্টকাদি আনয়ন করত রাত্রি মধ্যেই ভগ্নস্থান পুনর্নিশ্মাণ করিয়া ফেলিল। প্রাতঃকালে মোগলেরা দেখিতে পাইলেন, প্রাচীরের ভগ্নস্থান এত উচ্চ ও এত পুরু করিয়া পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছে যে, পুনরায়

* "...When her (Chand Sultana's) shot was expended, she loaded her guns successively with copper, with silver and with gold coin, and that it was not till she had begun to fire away jewls.'

Vide, Elphinstone's "History of India." pages 512

সুড়ঙ্গ খনন করিয়া উহা ভগ্ন করাও সহজ-সাধ্য নহে। এতদ্দর্শনে তাহারা অবাক্ হইয়া গেল!

মোগলেরা বীর জাতি। অর্দ্ধ এশিয়া-বিজয়ী বীরবর তৈমুর, চেঙ্গিজ ও হালাকুর শোনিত মোগল সেনাপতির শিরায় শিরায় প্রবাহিত। সৈন্যাধ্যক্ষ যুবরাজ মুরাদ পাঠান-বিধ্বংসী সম্রাট আকবরের বীর-পুত্র। সসৈন্য মুরাদের বীর হৃদয় এই বীর সোলতানার অশ্রুতপূর্ব্ব বীরত্ব ও স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থ অনন্যসাধারণ আত্মত্যাগ দর্শনে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। চাঁদ সোলতানার প্রতি তাঁহাদের অন্তঃকরণ ভক্তি ও সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। এইরূপ স্বাধীনচেতা বীর নারীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করা তাঁহাদের নিকট ঘোরতর অন্যায় বলিয়া বোধ হইল। মোগলেরা তখনও সংখ্যায় অধিক ছিল; কিন্তু তাহারা আর যুদ্ধ করিল না। উভয় পক্ষে সন্ধি স্থাপিত হইল, এবং মোগল সৈন্য আহমদ নগর হইতে প্রস্থান করিল। এইরূপে একজন রাজকুল-সম্ভূতা বীর মহিলার অপূর্ব্ব বীরত্বে আহমদ নগরের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রহিল। *

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে এইরূপ বীরাঙ্গণার জন্মগ্রহণে মোস্‌লেম-ভারত গৌরবান্বিত হইয়াছিল। ষোড়শ

* "...Though the Moguls were still superior in the field, they were unwilling of a battle; and both parties were well satisfied to come to terms...

"—History of India," 512.

শতাব্দীর শেষভাগে ভারতের মোস্‌লেম ললনা এইরূপ স্বাধীনতা মন্ত্রে দীক্ষিতা ছিলেন। স দশ শতাব্দী জগতে আবির্ভূত হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ভারতের এক মোস্‌লেম বীর সোলতানা জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষার্থ এইরূপে ভৈরবী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া শানিত করবাল ও বন্দুক হস্তে তদানীন্তন জগতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রতাপশালী সম্রাটের বিরুদ্ধে নির্ভয় চিত্তে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া মাতৃভূমির স্বাধীনতা অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে ঘটনাচক্র বিঘূর্ণিত হইয়া গিয়াছে। পরাধীনতার কঠোর নিগড়ে আবদ্ধ থাকিয়া মোস্‌লেম পুরুষগণই তাঁহাদের বীরত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছেন; সঙ্গে সঙ্গে নারী জাতির বীরত্বও অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। কে বলিবে—কবে ভারতের সে দিন আসিবে—কবে আবার স্বাধীন ভারতের স্বাধীনা মোস্‌লেম নারী ষোড়শ শতাব্দীর এই বীর সোলতানার ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া বিশ্ব-বাসীর বিস্ময় উৎপাদন করিবে?

ইমাদুদ্দীন জঙ্গী *

—:)*(:—

প্রলয়ঙ্কর 'ক্রুসেড' বা ভীষণ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযুদ্ধের ইতিহাসের সহিত যাঁহারা পরিচিত, মহাবীর 'আতাবেগ' ইমাদুদ্দীন জঙ্গীর নাম তাঁহাদের অজ্ঞাত নহে। বিশ্ব-বিখ্যাত 'সেল্জুক' সম্রাট মালিক শাহের অসংখ্য 'মাম্লুক' কর্ম্মচারীর মধ্যে যাঁহারা প্রভুভক্তি, বিশ্বস্ততা ও কার্য্যতৎপরতার জন্য ক্রমশঃ উন্নত হইতে উন্নতর পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে অক্ সুঙ্কর অন্যতম। রাজ-সভাসদগণের মধ্যে সম্রাট তাঁহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিশ্বাস করিতেন এবং সমুদয় সাধারণ ও রাজকীয় দরবারে তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইবার অধিকার প্রদান করিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে তিনি আলেপ্পো প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া এতদূর সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন যে, রাজভক্তি ও ন্যায়পরায়ণতার জন্য তাঁহার নাম প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হইয়াছিল। † স্বীয়

---

* বিস্তৃত বিবরণের জন্য মৎপ্রণীত "সোলতান সালাহুদ্দীন" দ্রষ্টব্য।

† "His (Ak Sunkar's) name became a proverb for loyaity and uprightness." S. Lanepoole's 'Saladin' —Pages 53.

প্রভুপুত্রের প্রতি বিশ্বস্ততা রক্ষা করিতে যাইয়া এই মহামতি 'আমীর' ১০৯৪ খৃষ্টাব্দে শত্রুহস্তে প্রাণবিসর্জ্জন করেন। ইঁহারই ঔরসে ১০৮৪ খৃষ্টাব্দে বিশ্রুত-নামা মহাবীর ইমাদুদ্দীন জঙ্গীর জন্ম হয়। অক্ সুঙ্কর যখন স্বর্গগত হন, জঙ্গী তখন দশ বৎসরের বালক মাত্র। মালিক শাহের জনৈক পুত্রের প্রতিনিধি রূপে কারবুঘা নামক এক বীরপুরুষ তখন মেসোপতেমিয়া প্রদেশের শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন। অক্ সুঙ্করের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুতা ছিল। কারবুঘা তাঁহার পূর্ব্ব বন্ধু অক্ সুঙ্করকে বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার আহ্বানে সানুচর জঙ্গী মোসেলে উপস্থিত হইলে তাঁহারা কারবুঘা কর্ত্তৃক 'জায়গীরদার' নিযুক্ত হইয়া নব প্রভুর সহিত তাঁহার বিজয় অভিযানে যোগদান করিলেন। জঙ্গীর নাম তদীয় প্রভুভক্ত অনুচরগণের মধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় কার্য্য করিত। একদা 'আমিদে'র নিকট কোন যুদ্ধে যখন জয়-পরাজয় অনিশ্চিত ছিল, তখন কারবুঘা জঙ্গীকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাকে তদীয় অনুচরগণের সম্মুখে স্থাপিত করত বলিলেন, "এই তোমাদের ভূতপূর্ব্ব প্রভুর পুত্র; তোমরা ইঁহারই জন্য যুদ্ধ কর।" এতচ্ছ্রবণে তাহারা জঙ্গীকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করত এরূপ ভীমবেগে শত্রুদলের উপর আপতিত হইল যে, শত্রুগণ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হইল। যুদ্ধক্ষেত্রের সহিত জঙ্গীর এই প্রথম পরিচয়। এই সময়ে তাঁহার বয়স পঞ্চদশ বৎসর হইয়াছিল।

এই সময় হইতে বহু বৎসর পর্য্যন্ত জঙ্গী কতিপয় শাসন-কর্ত্তার অধীনে তাঁহাদের বিশেষ প্রিয়পাত্র-রূপে মোসেল রাজ-দরবারে অবস্থান করেন। এই সমুদয় শাসনকর্ত্তা প্রখ্যাতনামা যোদ্ধা ছিলেন। ইঁহাদের উপর মোস্লেম রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশ রক্ষার ভার অর্পিত ছিল। জঙ্গী দীর্ঘ ও বলিষ্ঠকায় হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার সাহস অসাধারণ এবং চরিত্র অতি নির্ম্মল ছিল। জীবনের অষ্টত্রিংশ বর্ষ পর্য্যন্ত তিনি মেসোপতেমিয়ার যুদ্ধ ও রাজনীতি-ক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্থান অধি-কার করিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। ক্রমাগত পাঁচজন মহাযোদ্ধা মোসেলের আতাবেগের পদ অলঙ্কৃত করেন এবং খৃষ্টানদের অগ্রগতি রুদ্ধ রাখেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেই জঙ্গীর সহিত পুত্রবৎ ব্যবহার করেন এবং বহু মূল্যবান জায়গীর ও পারিতোষিক দানে তাঁহাকে সম্মানিত করেন। ফ্র্যাঙ্কদের * বিরুদ্ধে তাঁহাদের অবিশ্রান্ত অভিযানে তিনি সর্ব্বদাই সৈন্যা-ধ্যক্ষের পদে বরিত হইতেন। 'তাইবেরিয়াস' নগর অবরোধ কালে এক অসীম সাহসিক কার্য্য করিয়া তিনি অত্যন্ত বিখ্যাত হন। একদল অবরুদ্ধ সৈন্য তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিলে তিনি সসৈন্যে তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া নগরদ্বার পর্য্যন্ত তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করেন। তৎপরে পশ্চাদ্দিকে

* যে সমুদয় খৃষ্টান ধর্ম্ম-যোদ্ধা সিরিয়া ও পালেস্তাইনে বসতিস্থাপন করিয়াছিল তাহাদিগকে ও তাহাদের বংশধরদিগকে 'ফ্রাঙ্ক' (Frank) বলে।—লেখক।

দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, তিনি একা; তাঁহার সৈন্যগণ সংগ্রামের পর অগ্রগমনে বিরত হইয়াছিল,—কেহই তাঁহার অনুসরণ করে নাই। সৈন্যদল আসিয়া শীঘ্রই তাঁহার সহিত যোগদান করিবে, এই আশায় ফ্র্যাঙ্কদিগকে ব্যস্ত রাখিয়া তিনি ঐ বিপৎ-শঙ্কুল অবস্থায় কিয়ৎকাল অবস্থান করিলেন; কিন্তু যখন দেখিলেন যে, কেহই তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইল না, তখন তিনি নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বেও কৌশলে পশ্চাতে হটিয়া সম্পূর্ণ অক্ষতদেহে স্বীয় সৈন্যদলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার এই অসাধারণ কার্য্যের খ্যাতি অবিলম্বে চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। এবং তিনি এই সময় হইতে "অশ্‌-শ্যামী" বা 'সিরীয়' নামে পরিচিত হইলেন। *

সেল্‌জুক সোলতানগণের একটী অবধারিত নীতি ছিল যে, ষষ্ঠত্রিংশ বর্ষ বয়স্ক না হইলে তাঁহারা কাহাকেও প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার পদ প্রদান করিতেন না। সুতরাং ইচ্ছাসত্বেও সোলতান এতদিন তাঁহাকে যথোচিত রূপে পুরস্কৃত করিতে সমর্থ হন নাই। ১১২২ খৃষ্টাব্দে জঙ্গীর বয়স ষষ্ঠত্রিংশ বর্ষ অতিক্রম করা মাত্রই সেলজুক সোলতান জঙ্গীকে তাঁহার সামরিক কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ 'ওয়াসেত' নামক বিখ্যাত নগরীর জায়গীর এবং ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বস্‌রা নগরীর শাসনকর্ত্তার পদ

* "The fame of his (Zengy's) expliot was noised aborad, and he was known thereafter by the name of Esh-Shamy, 'the Syrian.'

Vide. Ibn-el-Athir, Atabegs, 32.

প্রদান করিয়া তাঁহার গুণের প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিলেন। জঙ্গী শীঘ্রই সোলতানের নির্ব্বাচনের ন্যায্যতা প্রমাণিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাইগ্রীস ও ইউ-ফ্রেতিজ নদীর বারি-অধ্যুষিত নিম্ন মেসোপতেমিয়ার আরবগণ তাঁহাদের লুপ্ত প্রাধান্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য ঐ সময় ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। যতদিন জঙ্গীর উপর সীমান্ত রক্ষার ভার অর্পিত ছিল, ততদিন তিনি ইঁহাদিগকে দমন রাখিয়া-ছিলেন। কিন্তু জঙ্গীর স্থানত্যাগের পর আরবগণ 'আসাদ' বংশের বিখ্যাত 'আমীর' 'তুবিজ ইবনে সাদাকা'র নেতৃত্বে মাদায়েন আক্রমণ করত আব্বাসীয় খলীফাগণের রাজধানী "শান্তি নগরী" বাগদাদ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। খলীফা অল্ মোস্তারসিদ চিরকারী ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি তাঁহার সৈন্যগণকে যথাবিধানে স্থাপিত করিয়া স্বকীয় তুর্ক দেহরক্ষীগণ সহ অর্ণবযানে আরোহণ করিলেন। নদী উত্তীর্ণ হইলে তাঁহার প্রধান জায়গীরদার মোসেলাধিপতি অল্-বারসুকী, বসরার জঙ্গী, প্রধান কাজী এবং অন্যান্য বিখ্যাত যোদ্ধা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ আসিয়া তাঁহার সাদর অভ্যর্থনা করিলেন। খলীফা স্বীয় তাম্বুতে তাঁহাদের প্রত্যভ্যর্থনা করিলে তাঁহারা একে একে তাঁহার নিকট বিশ্বস্ততার শপথ গ্রহণ করিলেন। অতঃপর তাঁহারা একযোগে শত্রুদুর্গ 'হিলা' অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তুবিজ ইউফ্রেতিজ ও তাইগ্রীস নদীর সংযোজক 'নাইল' খালের পার্শ্বে খলীফা সৈন্যের সম্মুখীন হইলেন।

১১২৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের প্রথম দিবস উভয়পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। আরবদের দশসহস্র অশ্বারোহী এবং দ্বাদশ সহস্র পদাতিক সৈন্য ছিল। খলীফা এবং তাঁহার আমীর-গণের সমবেত অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যা মাত্র অষ্ট সহস্র হইয়াছিল। তাঁহাদের পদাতিক সৈন্যসংখ্যাও পঞ্চ সহস্রের অধিক ছিল না। খলীফার সৈন্যদলের দক্ষিণাংশ জঙ্গী এবং অন্য একজন আমীরের অধীনে স্থাপিত হইয়াছিল। ইহা-দিগকেই শত্রুপক্ষের প্রচণ্ড আক্রমণের সম্মুখীন হইতে হইল। বেদুঈন অশ্বারোহীরা দুইবার এইরূপে ভীষণ ভাবে আক্রমণ করিল যে, খলীফা-বাহিনী পলায়নের উপক্রম করিতে বাধ্য হইল। কিন্তু জঙ্গী ক্ষিপ্রতা সহকারে ঘুরিয়া আসিয়া আরব সৈন্যের পার্শ্বদেশ আক্রমণ করত অল্-বারসুকীর সাহায্যে তাহাদিগকে খালের দিকে বিতাড়িত করিলেন। নিরুপায় আরবগণ তাঁহাদের নেতাসহ পলায়ন করিলেন। যাহারা ধৃত হইল, তাহারা তরবারি-মুখে নিক্ষিপ্ত হইল এবং আরব রমণীগণ বিজেতাদের হস্তগত হইল। এই রূপে জঙ্গীর বুদ্ধি ও বাহুবলে খলীফা জয়লাভ করিলেন। আরব-শক্তি বিধ্বস্ত হইল এবং বাগদাদ নগর আরব আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইল।

এই বিজয়-লাভের পর জঙ্গী রাজ-দরবারে স্বীয় ভাগ্য পরীক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি অস্থায়ী উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদের আদেশ পালন করিতে করিতে শ্রান্ত হইয়া

পড়িয়াছিলেন। একদা তিনি তাঁহার স্বকীয় অনুচর ও বন্ধু-বান্ধবগণকে একত্র করত তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “আমাদের অবস্থা নিতান্ত অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে; সর্ব্বদাই নব নব শাসনকর্ত্তা আগমন করিতেছেন; আর আমাদিগকে তাঁহাদেরই ইচ্ছা ও আজ্ঞাধীন হইয়া চলিতে হইতেছে। তাঁহারা আমাদিগকে অদ্য এরাকে, কল্য মোসেলে, পরশু সিরিয়া বা মেসোপতেমিয়ায়—যখন যথা ইচ্ছা তথা প্রেরণ করিতেছেন। আমাদের এবংবিধ অবস্থা বাস্তবিকই কষ্টপ্রদ। ইহা হইতে মুক্তি-লাভের জন্য তোমরা আমাদিগকে কি উপায় অবলম্বন করিতে বল?” এই কথা শ্রবণ করিয়া জঙ্গীর বিশ্বস্ততম বন্ধু জৈনুদ্দীন আলী উত্তর করিলেন, “প্রভো, একটী তুর্ক প্রবচন বলে যে, ‘যদি মস্তকোপরি প্রস্তর বহন করিতেই হয়, তবে উহা, কোন তুঙ্গ গিরির খনি হইতে উত্তোলিত প্রস্তর হওয়াই উচিত।’ সেইরূপ যদি আমাদিগকে চাকুরী গ্রহণ করিতেই হয়, তবে স্বয়ং সোলতানের অধীনেই চাকুরী গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।” আলীর এই উপদেশ জঙ্গীর মনঃপুত হইল। তিনি তদনুসারে সানুচর ‘হামাদানে’ সেল্‌জুক সোলতান মাহ্‌মুদের দরবারে উপনীত হইলেন। এই স্থানে তিনি তাঁহার পিতার ন্যায় সোলতানের দক্ষিণ পার্শ্বে দণ্ডায়মান হওয়ার সম্মানের অধিকারী হইলেন। এতদ্ভিন্ন অন্য কোন পুরস্কার-প্রাপ্তি তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। সঙ্গে যে অর্থ

আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহা নিঃশেষিত হওয়া পর্য্যন্ত তিনি এই সম্মান ভোগ করিলেন। তৎপরে তিনি জৈনুদ্দীনকে বলিলেন, "বন্ধো, আমরা তোমার প্রস্তাবানুসারে মস্তকে বাস্তবিকই প্রস্তর গ্রহণ করিয়াছি; কিন্তু উহা এক্ষণে এত ভারি বোধ হইতেছে যে, আর বহন করা অসম্ভব।"

কিন্তু জঙ্গীকে হামাদান ত্যাগ করিতে হইল না। অবশেষে ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়া উঠিলেন। একদিন সোলতান সভাসদবর্গ সমভিব্যাহারে কন্দুক-ক্রীড়া করিতে গমন করিলেন। যখন সঙ্গী নির্ব্বাচনের সময় আসিল, তখন তিনি সমুদয় সভাসদের মধ্যে একমাত্র জঙ্গীকেই মনোনীত করিলেন। তিনি জঙ্গীর হস্তে 'চোগান' প্রদান করত তাঁহাকে ক্রীড়ায় যোগদান করিতে আহ্বান করিলেন। ক্রীড়া শেষ হইলে তিনি অন্যান্য সভাসদগণের দিকে ফিরিয়া জঙ্গীর প্রতি তাঁহাদের অভদ্রোচিত ঈর্ষার জন্য তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "তোমরা কি একেবারেই নির্লজ্জ? ইনি একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি। ইঁহার স্বর্গীয় জনক রাজ্যের এক অতি উন্নত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অথচ তোমরা কেহই ইঁহাকে উপহার দানে বা ভোজনে নিমন্ত্রণ করিয়া সম্মানিত কর নাই! আমি 'আল্লাহু'র নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমরা ইঁহার সহিত কিরূপ ব্যবহার কর, শুধু তাহা দেখিবার জন্যই আমি এ পর্য্যন্ত ইঁহাকে কোন উপহার বা জায়গীরাদি প্রদান করি

নাই।" তৎপরে তিনি জঙ্গীকে বলিলেন, "আমি 'কুন্দুগলী'র বিধবা পত্নীকে তোমায় প্রদান করিলাম। রাজকোষ হইতেই তোমাদের বিবাহের যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহিত হইবে।"

কুন্দুগলী রাজ-দরবারের সর্ব্বাপেক্ষা ধনী সভাসদ ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় বিধবা পত্নী তদীয় অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়া রাজ-কন্যার ন্যায় মহা আড়ম্বরের সহিত বাস করিতেছিলেন। তাঁহার সহিত জঙ্গীর শুভ-বিবাহ সম্পন্ন হইলে জঙ্গী এক দিনেই কুবের তুল্য বৈভবশালী হইয়া পড়িলেন। সোলতানের সহিত জঙ্গীর সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য সফল হইল। বিবাহের পর ১১২৪ খৃষ্টাব্দে সোলতানের নিকট হইতে বস্‌রা ও ওয়াসেত্ উভয় নগরীই জায়গীর স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া এই সৌভাগ্যবান আমীর নিজের এবং তাঁহার স্ত্রীর অনুচরবর্গ পরিবৃত হইয়া মহা জাঁকজমকে হামাদান পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় কর্ম্মক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন। জঙ্গী দৃঢ়, অথচ উদারভাবে এই নগরীদ্বয়ের শাসনকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। সোলতানের সহিত খলীফার যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, জঙ্গী খলীফা-সৈন্যের হস্ত হইতে ওয়াসেত নগরী রক্ষা করেন। অতঃপর তিনি বহু তরণী সংগ্রহ করিয়া সসৈন্যে নৌকাযোগে সোলতানের সাহায্যার্থ যাত্রা করিলেন। সোলতান তখন বাগদাদ নগরীর বহির্ভাগে অবস্থান করিতেছিলেন। জঙ্গীর রণতরীবহর যখন তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত

হইল, তখন তিনি তাঁহার এই বিশ্বস্ত জায়গীরদারের অপ্রত্যাশিত কার্য্যে বিস্মিত ও পুলকিত হইয়া গেলেন। এই নব সৈন্যদলের আগমনে সোলতানের শক্তি বৃদ্ধি হইল। ফলে খলীফা নিরুপায় হইয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন এবং জঙ্গী সমগ্র এরাক প্রদেশের সহিত বাগদাদ নগরীর শাসনকর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর ১১২৭ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে সেলজুক সোলতান জঙ্গীকে মোসেল ও 'জজিরা' (মেসোপতেমিয়া) প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। তাঁহাকে কেবলযে এই সুবিস্তৃত ভূখণ্ডের কর্ত্তৃত্ব প্রদান করা হইল, তাহা নহে; সোলতানের দুই পুত্রের শিক্ষার ভারও তাঁহার উপর অর্পিত হইয়াছিল। এই পদমর্য্যাদার গুণে তিনি 'আতাবেগ' বা 'রাজপুত্রগণের শিক্ষক' উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। মোসেল খ্রীষ্টান রাজ্যের ঠিক পুরোভাগে অবস্থিত ছিল। সুতরাং এই নবপদ প্রাপ্তির পর হইতেই তাঁহাকে ইস্‌লামের নেতারূপে ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য ধর্ম্মযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া খ্রীষ্টানগণের সহিত শক্তি পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল।

খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে রণাঙ্গণে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব্বে জঙ্গীকে নব নিয়োজিত প্রদেশে স্বীয় অবস্থান সুদৃঢ় করিয়া লইতে হইয়াছিল। এযাবৎ তিনি কেবল সেনাপতি বা প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা মাত্র ছিলেন; কোন শাহী ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। কিন্তু রাজধানী হইতে মোসেল দুইশত মাইল দূরে;—

বিশেষতঃ সোলতান তাঁহার আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুত ছিলেন। সুতরাং সুদূর মোসেলে তিনি প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন রাজার ন্যায় রাজ্যশাসন করিবার সুবিধা ও ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। সেলজুক সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ হইতে যে সমুদয় খণ্ড রাজ্যের উৎপত্তি হইয়াছিল, উহাদের প্রত্যেকটিতেই আদর্শ সম্রাট মালিক শাহের শাসনপদ্ধতি অবলম্বিত হইত। জঙ্গীও স্বরাজ্যে এই নীতির প্রবর্ত্তন করিলেন। তিনি স্বয়ং ব্যক্তিগত ভাবে রাজ্যশাসন করিতেন। যে সমুদয় কর্ম্মচারী তাঁহার শাসনকার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য রাজ্যের বিভিন্ন অংশে নিযুক্ত হইতেন তাহাদের কার্য্য পরিদর্শন করিবার জন্য সুবিজ্ঞ পরিদর্শক নিযুক্ত ছিলেন। তিনি এক গুপ্তচর বাহিনী গঠন করিয়াছিলেন। পরিদর্শকদের কার্য্যের উপর তীক্ষ্নদৃষ্টি রাখা ইহাদের প্রধান কর্ম্ম ছিল। ইহাদের মন্তব্য অনুসারে পরিদর্শকদের প্রেরিত বিবরণের সত্যাসত্য নির্দ্ধারিত হইত। নিকটবর্ত্তী সমুদয় রাজপুত্রগণের—এমন কি স্বয়ং সোলতানের দরবারেও তাঁহার প্রতিনিধি থাকিতেন। সুতরাং সোলতানের সমগ্র দিবসের কার্য্যাবলী যথাযথভাবে তাঁহার শ্রুতিগোচর হইত। দ্রুতগামী বার্ত্তাবাহকগণ প্রত্যহ বিভিন্ন প্রদেশ হইতে তাঁহার নিকট পত্র ও সংবাদাদি আনয়ন করিত। কাজেই কোথাও কোন ঘটনা ঘটিলে সর্ব্বাগ্রে তিনিই তাহা অবগত হইতেন। যাঁহারা রাজদর্শনে আগমন

করিতেন, যৎপরনাস্তি সমাদরের সহিত তাঁহাদের অতিথি-সৎকার করা হইত। * কিন্তু তদীয় গুপ্তচরগণ তাঁহাদের কার্য্যাবলীর প্রতিও তীক্ষ্নদৃষ্টি রাখিত। যথাসময়ে তাঁহাকে অবগত না করাইয়া এবং তাঁহার অনুমতি গ্রহণ না করিয়া কোনও রাজদূতেরই তাঁহার রাজ্য মধ্য দিয়া যাতায়াতের উপায় ছিল না। কেহ অনুমতি লাভাশায় তাঁহার নিকট আগমন করিলে, যাহাতে তিনি রাজ্যের অনিষ্টজনক কোন বিষয় অবগত হইতে না পারেন, তজ্জন্য বিশ্বস্ত প্রহরীযোগে তাঁহাকে গন্তব্য স্থানে প্রেরণ করা হইত। তাঁহার প্রজাগণ তদীয় রাজ্য ত্যাগ করিয়া অন্যত্র বসতি স্থাপন করিতে পারিত না। তাহারা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া জঙ্গীর সামরিক শক্তির দৌর্ব্বল্য অন্যের নিকট ব্যক্ত করিলে, তাঁহার রাজ্যের ক্ষতি হইতে পারে, এই আশঙ্কায়ই তিনি এরূপ নিয়ম করিয়া-ছিলেন। কেহ পলায়ন করিলেও তিনি তাহাকে আত্ম সমর্পণে বাধ্য করিতেন। কোন সময়ে একদল কৃষক মোসেল্ পরিত্যাগ করিয়া মারিদিনে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। এই সংবাদ জঙ্গীর কর্ণগোচর হওয়া মাত্রই তিনি মারিদিন দুর্গাধ্যক্ষ অর্ত্তুক বংশীয় তাইমুর তাশকে ঐ কৃষকগণকে মোসেলে প্রেরণ করিবার জন্য লিখিয়া পাঠাইলেন। তাইমুর তাশ ইহাতে

* "The widest hospitality was extended to visitors'
Saladin, 42.

আপত্তি করিলে জঙ্গী তাঁহাকে এরূপ ভীতিপূর্ণ একখানা পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন যে, উহা অধ্যয়ন করিয়াই তিনি কৃষকগণকে অবিলম্বে মোসেলে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। অন্য এক সময় একজন পলাতক 'আমীর'কে তাঁহার নিকট প্রত্যর্পণ করিবার জন্য জঙ্গী স্বয়ং সোলতানকে পর্য্যন্ত বাধ্য করিয়াছিলেন।

কর্ত্তব্য কার্য্যে জঙ্গী এইরূপ বজ্রের ন্যায় কঠোর ছিলেন। তাঁহার ভৃত্যগণ তাঁহাকে যমের ন্যায় ভয় কবিত। একদা তিনি জনৈক নাবিককে নিদ্রিত অবস্থায় দেখিতে পান। ঐ সময় জঙ্গীর অপেক্ষায় জাগরিত থাকা তাহার কর্ত্তব্য ছিল। নিদ্রোত্থিত হইয়া জঙ্গীকে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া সে এরূপ ভীতি প্রাপ্ত হইয়াছিল যে তৎক্ষণাৎ ভূপতিত হইয়া তাহার প্রাণ-বায়ু বহির্গত হইয়া গেল। বিশ্বস্ত ও কর্ত্তব্য-পরায়ণ লোককে বিশেষরূপে পুরস্কৃত করিতেন। কথিত আছে, এক দিন তিনি তাঁহার এক অনুচরের হস্তে একখণ্ড শক্ত রুটিকা প্রদান করেন। লোকটী উহা ফেলিয়া দিতে সাহসী হইল না। প্রায় এক বৎসর পরে হঠাৎ জঙ্গী ঐ লোকটীর নিকট উহা চাহিয়া বসিলেন! সে একখণ্ড ক্ষুদ্র বস্ত্রাচ্ছাদিত অবস্থায় উহা আনয়ন করিয়া জঙ্গীর নিকট প্রত্যর্পণ করিলে তিনি তাহার বিশ্বস্ততায় এতদূর তৃপ্ত হইলেন যে, তৎক্ষণাৎ তাহাকে একটি উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া তাহার গুণের

উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করিলেন। জঙ্গী একজন বিচক্ষণ মানব-চরিত্রাভিজ্ঞ ও গুণগ্রাহী ব্যক্তি ছিলেন। কোন উপযুক্ত ভৃত্য বা কর্ম্মচারী তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইলে তাহার উন্নতি নিশ্চিত ছিল। তিনি তাঁহার কর্ম্মচারীগণকে প্রজাবর্গের উপর অত্যাচার করিতে দিতেন না। তাঁহার রাজ্যে কেহ কোন অত্যাচার করিলে তিনি যেরূপ কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করিতেন, সে যুগে অন্য কোথাও সেরূপ ব্যবস্থা ছিল না। রমণীর উপর অত্যাচারকারীর প্রতিই সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা হইত। তিনি তাঁহার সৈন্যগণের স্ত্রীদিগকে রক্ষা করিবার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ফলে তাহাদের অনুপস্থিতির সময় কেহই তাহাদের রমণীগণের কোনপ্রকার ক্ষতি-সাধন করিতে পারিত না। তাঁহার কর্ম্মচারীগণ কখনও স্বেচ্ছাচারী ও অত্যাচারী হইতে পারিতেন না। কোন যুদ্ধাভিযানের সময় জঙ্গী দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার জনৈক প্রিয় সেনাপতি এক ইহুদী পরিবারকে প্রবল শীতের মধ্যে গৃহের বাহির করিয়া দিয়া স্বয়ং তথায় রাত্রি-যাপনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। জঙ্গী তাঁহার প্রতি একটী বার মাত্র দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। তখনই সেই 'আমীর' বিনীত ভাবে নগর হইতে বহির্গত হইয়া বৃষ্টি ও কর্দ্দমের মধ্যে স্বীয় তাম্বু নির্ম্মাণ করিলেন! তিনি তাঁহার অনুচরগণকে সম্পত্তি অর্জ্জনে নিরুৎসাহ করিতেন। তিনি বলিতেন, 'রাজানুচরগণ

সম্পদশালী হইলেই প্রজাপীড়ন করিয়া থাকে।' তাঁহার সৈন্যগণ কখনও শস্যক্ষেত্র পদদলিত করিয়া গমন করিতে পারিতেন না। বিনামূল্যে কোন কৃষকের নিকট হইতে এক আটি খড় গ্রহণ করাও তাঁহার সৈন্যদলের প্রতি বিশেষ ভাবে নিষিদ্ধ ছিল। * জঙ্গী ধনীর শত্রু ও দরিদ্রের বন্ধু ছিলেন। তিনি যুদ্ধের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ আলেপ্পো প্রভৃতি সমৃদ্ধিশালী নগরী হইতে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিতেন; কিন্তু দরিদ্রের উপর কর নির্দ্ধারণ কালে তাঁহার বিশেষ দয়া পরিলক্ষিত হইত।

জঙ্গী কিন্তু পরিণামে প্রজাবর্গের নিকট হইতে গৃহীত অর্থের উৎকৃষ্ট প্রতিদান প্রদান করিয়া ছিলেন। তাঁহার দৃঢ় ও কঠোর শাসনের ফলে তদীয় রাজ্য সুরক্ষিত ও সুসমৃদ্ধ

---

* "Once on a campaign, when he (Zengy)discovered that one of his favourite Captains had turned a Jewish family out into the winter's cold, to make his quarters in their house, Zengy faced round on the man, and gave him a single look,—and that Emir went humbly forth from the city and pitched his tent in the mud and rains. Oppression and license were never permitted among his officers, and no one in that age more rigorously punished assaulters upon women. He never allowed his armies to trample on the people's crops,—and no soldier was permitted to take even a truss of straw from a peasant without paying for it."

Saladin," 44.

হইয়াছিল,—বিশেষতঃ ধ্বংসোন্মুখ রাজধানী মোসেল নগরী পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়াছিল। 'ঐতিহাসিকগণের জনক' ইবনুল আসীর বলেন, "জঙ্গীর আগমনের পূর্ব্বে জজীরা-জননী মোসেল ধ্বংসাবস্থায় পতিত হইয়াছিল; ঢুলিপাড়া হইতে দুর্গ ও রাজপ্রাসাদ পর্য্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ড উৎসন্ন হইয়া গিয়াছিল, এবং প্রাচীন 'মস্‌জেদ' ও দুর্গ প্রাকারের নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহ জনমানব শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তাঁহার রাজ্য-ভার গ্রহণের পরে দুষ্টের দমন হইয়া দেশে শান্তি ফিরিয়া আসিল এবং সবলের অত্যাচার বিলুপ্ত হইয়া গেল। রাজ্যের সংবাদ চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইলে দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহার রাজ্যে বসতিস্থাপন করিতে লাগিল। ফলে সমগ্র জন-শূন্য স্থান জন-পূর্ণ হইয়া গেল এবং মোসেল ও অন্যান্য নগরে অট্টালিকার সংখ্যা এতদূর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল যে, গোরস্থান সমূহ পর্য্যন্ত উপনগরে আবৃত হইয়া গেল।" তাঁহার সুশাসন গুণে পরিত্যক্ত কৃষিকার্য্য পুনরারব্ধ হয় এবং রুদ্ধ বাণিজ্যস্রোত আবার প্রবাহিত হইতে থাকে। তিনি একজন আদর্শ দানশীলভূপতি ছিলেন।প্রতি রবিবারে তিনি প্রকাশ্যরূপে একশত করিয়া স্বর্ণমুদ্রা ভিক্ষুকদিগকে দিতেন; তদ্ব্যতীত অন্য দিনও বহু অর্থ গোপনভাবে দান করিতেন।

প্রজাগণের সুখ-শান্তির ব্যবস্থা করিয়া জঙ্গী রাজধানী সুদৃঢ় করিতে মনোনিবেশ করিলেন। তৎফলে ময়দানের

বিপরীত দিকে সুবৃহৎ রাজ-প্রাসাদ নির্ম্মিত হইল, দুর্গ প্রাচীরের উচ্চতা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইল, পরিখা গভীরতর হইল এবং প্রাসাদের সিংহদ্বার "বাবুল-ইমাদী" আকাশে মস্তক তুলিয়া গর্ব্বভরে দাঁড়াইল। তাঁহার আগমনের পূর্ব্বে মোসেলে কোন ফল আদৌ উৎপন্ন হইত না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কিন্তু তাঁহার শাসনকার্য্য গ্রহণের পর মোসেলের পূর্ব্ব সমৃদ্ধি ফিরিয়া আসিল এবং তথায় আতা, আঙ্গুর, দাড়িম্ব প্রভৃতি বিবিধ সুমিষ্ট ফলবান বৃক্ষ পরিপূর্ণ উর্ব্বরা উদ্যানের সংখ্যা এত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল যে এক বৎসরের ফল নিঃশেষিত হওয়ার পূর্ব্বেই নব ফল চয়নের সময় আসিয়া উপস্থিত হইত। এক বাক্যে বলিতে গেলে, জঙ্গীর শাসনসৌকর্য্যে মোসল নগরী উন্নতির চরম সীমায় উপনীত এবং শত্রুগণের পক্ষে অজেয় হইয়া পড়িয়াছিল। বিপুল সামরিক প্রতিভার অধিকারী হইলে মানুষ প্রায়ই অতিরিক্ত অহঙ্কারী হইয়া পড়ে, কিন্তু জঙ্গীর জীবনীতে কোন দিন সে কলঙ্ক স্পর্শ করে নাই। মহাযোদ্ধা হইলেও জঙ্গী নিরস প্রকৃতি ছিলেন না। তিনি বিদ্বানদিগের যথেষ্ট সমাদর করিতেন। তদীয় প্রধান মন্ত্রী জামালুদ্দীন তদানীন্তন জগতের একজন শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক পুরুষ ছিলেন। *

কিন্তু সাম্রাজ্যের উন্নতিবিধান, সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা ও চরিত্রের বিশুদ্ধতার উপর জঙ্গীর জীবনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব নির্ভর

* পূর্ব্বে (১৭—১৮ পৃষ্ঠা) দেখুন।—লেখক।

করে না। যখন বিশ্বব্যাপী মোস্‌লেম সাম্রাজ্য আত্মকলহে নিমগ্ন—যখন খৃষ্টান ধর্ম্মযোদ্ধৃগণের নিয়ত আক্রমণে মোস্‌লেম-গৌরব-রবি অস্তগমনোন্মুখ—যখন বিধর্ম্মী নরপিশাচগণের অমানুষিক অত্যাচারে লক্ষ লক্ষ মোস্‌লেম নর-নারী নিহত, আহত, দলিত ও মথিত হইয়া করুণ ক্রন্দনে গগন-পবন প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিতেছিল—ইস্‌লামের সেই ভীষণ বিপদে—সেইজাতীয় দুর্দ্দিনের মহা সঙ্কটময় সময়ে জঙ্গী পশ্চিম এশিয়ার মোস্‌লেম রাজশক্তি সমূহকে একতাশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া ইস্‌লামের গৌরব রক্ষার জন্য খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদের দুর্দ্দমনীয় অগ্রগতি ও অমানুষিক অত্যাচার স্রোতের গতিরোধ করিয়াছিলেন। ইহাই জঙ্গীর জীবনের ঐতিহাসিক বিশেষত্ব, এবং এই বিশেষত্বই জঙ্গীকে মরজীবনে অমর করিয়া রাখিয়াছে। ১০৯৬ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্মোন্মাদ খৃষ্টানদের চেষ্টায় যে লোকক্ষয়কর 'ক্রুসেডে'র সূচনা হয়, তাহাতে তাহারা ত্রিশ বৎসরের মধ্যেই সিরিয়া ও পালেস্তাইন প্রদেশের অধিকাংশ স্বাধিকারভুক্ত করিয়া ক্রমশঃ তাহাদের অধিকার বিস্তৃত করিতেছিল। তাহাদিগকে সম্মিলিতভাবে বাধাদান দূরের কথা, তাহারা যখন নগরের পর নগর অধিকার করিয়া নব নব রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করতঃ মোসলেম এশিয়া গ্রাসের চেষ্টায় নিরত ছিল, তখন পশ্চিম এশিয়ার মোস্‌লেম রাজন্যবর্গ পরস্পরের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া বৃথা

শক্তিক্ষয় করিতেছিলেন। সত্য সত্যই তাঁহারা এতদূর নৈতিক অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণের সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য চির-বৈরী খৃষ্টানদের সহিত সন্ধি এবং বন্ধুত্ব স্থাপনেও পশ্চৎপদ হইতেন না *। জঙ্গী দেখিলেন, 'ফ্রাঙ্ক'-দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করিতে হইলে ইহাদিগের উপর একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করিতে হইবে; কিন্তু এই কার্য্য সাধনের পথ বহু বিঘ্নসঙ্কুল ছিল। ইঁহারা যে মোসেলের নব নিযুক্ত শাসনকর্ত্তার নেতৃত্ব স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইবেন, তাহার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। সমগ্র দেশ সামরিক জায়গীরে বিভক্ত ছিল। প্রধান প্রধান জায়গীরদারদের মধ্যে কেহ কেহ বহু পূর্ব্ব হইতেই খ্যাতিলাভ করিয়া আসিতেছিলেন। অর্ত্তুকের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্রদ্বয় সুকমান ও ইল্‌গাজী দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই কীফা ও মারিদিন দূর্গে স্ব স্ব প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন। খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করিয়া ইঁহারা প্রভূত সুখ্যাতির অধিকারী হইয়াছিলেন। ইল্‌গাজী বাগদাদ নগরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। এই ধর্ম্মপ্রাণ বীরপুরুষের অপূর্ব্ব বীরত্ব খৃষ্টানদের হৃদয়ে যত দূর ভীতির উদ্রেক করিয়াছিল, অন্য কোন মোসলেম রাজা বা

* "...Many a Moslem ruler found it convenient to form alliance with the Franks even against his Mohammedan neighbours."

"Saladin' 28.

রাজপুত্রের দ্বারা তাহার অর্দ্ধেকও সম্ভব হয় নাই। ইল্‌গাজীর মৃত্যুর পর তৎপুত্র তাইমুর তাশ প্রথমে মারিদিন এবং তৎপরে আলেপ্পোর শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হন। যদিও তিনি শ্রম-কুণ্ঠ ছিলেন, এবং শান্তিময় জীবনযাপন করিতে ভালবাসিতেন, তথাপি তিনি ইল্‌গাজীর ন্যায় পিতার পুত্রের উপযুক্ত কর্ত্তব্যের কথা বিস্মৃত হন নাই।

অর্ত্তুক বংশ তাইমুর তাশ অপেক্ষাও অধিকতর শক্তিশালী এবং উদ্যোগী অন্য একজন বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি তাইমুর তাশের খুল্লতাত ভ্রাতা দায়ুদ। ১১০৮ খৃষ্টাব্দে সুকমানের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র দাউদ কীফা দূর্গের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন, এবং স্বকীয় বীরত্বপ্রভাবে শীঘ্রই দিয়ারবকর প্রদেশের সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত নেতা হইয়া পড়িলেন। জঙ্গী যখন ধর্ম্ম ধর্ম্মযুদ্ধে লিপ্ত হইবার বাসনা পোষণ করিতেছিলেন, তখন দায়ুদের পতাকা-নিম্নে দ্বাবিংশ সহস্র সুশিক্ষিত তুর্ক-সৈন্য সমবেত ছিল। এইরূপ একজন বীরপুরুষ যে জঙ্গীর ন্যায় নবাগত ব্যক্তিকে সহজে নেতা বলিয়া স্বীকার করিবেন, কিছুতেই তাহা আশা করা যাইতে পারে না। অথচ সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ার যাবতীয় শাসনকর্ত্তাগণকে বশীভূত করিতে না পারিলে 'জেহাদ' ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করা অসম্ভব। দিয়ারবকরকে হয় অধীন, নতুবা নিরস্ত্র করিতে হইবে; নচেৎ পশ্চাদ্দিক হইতে আক্রান্ত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং জঙ্গীকে

কর্ত্তব্যে বাধ্য হইয়া প্রথমেই দায়ুদের ক্ষমতা নাশের চেষ্টায় অগ্রসর হইতে হইল। তিনি প্রথমে 'জজিরাত ইবনে ওমর' নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। এই নগর অল্প দিন পূর্ব্বে মোসেলের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়াছিল। তাঁহার সৈন্যদলের কিয়দংশ নৌকাযোগে এবং অবশিষ্টাংশ সন্তরণ-সাহায্যে তাইগ্রীস নদী উত্তীর্ণ হইয়া যথাসময়ে নগর অধিকার করিল। অতঃপর তিনি নিসিবন ও সিঞ্জার অধিকার করিয়া প্রায় সমগ্র দিয়ারবকর প্রদেশে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করতঃ সিরিয়া প্রবেশে উদ্যত হইলেন।

এই স্থানে জঙ্গীকে এক নূতন বিপদের সম্মুখীন হইতে হইল। এডেসা, বীরা, সেরাজু প্রভৃতি নগরসমূহ খৃষ্টান রাজ্যের বহিঃস্থ সেনানিবাস ছিল। জেরুজালেম রাজ জোসে-লীনের উপর এই সমুদয় দুর্গ রক্ষার ভার ছিল। সুতরাং জোসেলীনের সহিত বিনা সঙ্ঘর্ষে জঙ্গীর পক্ষে সিরিয়া প্রবে-শের উপায় ছিল না। জঙ্গী বিপদ এড়াইবার জন্য জোসে-লীনের নিকট সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। জঙ্গীর ন্যায় ভীষণ শত্রুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া জোসেলীনের ইচ্ছা ছিল না। সুতরাং তিনি আনন্দসহকারে যুদ্ধ বন্ধ রাখিয়া সন্ধির প্রস্তাব গ্রহণে সম্মত হইলেন। এবার জঙ্গীর পক্ষে সিরিয়া প্রবেশের পথ উন্মুক্ত হইল। তিনি যখন তাঁহার নববিজিত রাজ্যে শান্তিশৃঙ্খলা স্থাপনে ব্যস্ত ছিলেন, তখন খৃষ্টানদের

অত্যাচারে উত্যক্ত আলেপ্পো-বাসীদের পক্ষ হইতে এই মর্ম্মে এক আবেদনপত্র তাঁহার হস্তগত হইল যে, তিনি তথায় উপস্থিত হইলে তাঁহারা তাঁহার হস্তেই নগর সমর্পণ করিবেন। জঙ্গী ঠিক এই সুযোগেরই অনুসন্ধান করিতেছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ইউফ্রেতীজ নদী অতিক্রম করতঃ মানবিজ হইয়া আলেপ্পো নগরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। নগরবাসীরা বিপুল ধন্যবাদের সহিত তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিলেন। এইরূপে বিনারক্তপাতে ১১২৮ খৃষ্টাব্দে মহানগরী আলেপ্পো জঙ্গীর হস্তগত হইল। সিরিয়া প্রদেশে একমাত্র দামেস্কের আতাবেগ তুগতিগণী-ই কৃতকার্য্যতা সহকারে খৃষ্টান আক্রমণের প্রতিরোধে সমর্থ ছিলেন। কিন্তু জঙ্গীর আলেপ্পো অধিকারের পূর্ব্বেই তাঁহার পুণ্যাত্মা সুরপুরে গমন করিয়াছিল। সুতরাং খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য সিরিয়ায় তখন একজন উপযুক্ত মোস্‌লেম নেতার নিতান্ত অভাব ছিল। ঠিক এই সময় জঙ্গী আসিয়া সেই অভাব পূরণ করিলেন।

আলেপ্পো অধিকারের পর জঙ্গী বৎসরাধিক কাল উত্তর সিরিয়ায় অবস্থান করিয়া খৃষ্টানদিগকে যথাসাধ্য ক্ষতিগ্রস্ত করিলেন। এই সময় সেলজুক সোলতান জঙ্গীকে সমগ্র পাশ্চাত্য প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া এক বিশেষ ক্ষমতা পত্র প্রেরণ করেন। এই পত্র প্রাপ্তির পর তিনি আলেপ্পো হইতে এক দিবসের পথ দূরস্থ খৃষ্টানাধিকৃত সুদৃঢ় ‘আচারিব’

দুর্গ অবরোধ করিলেন। এই দুর্গ উৎকৃষ্ট যোদ্ধৃবৃন্দে পরিপূর্ণ ছিল। ইহার প্রাকৃতিক অবস্থান এবং ইহার রক্ষিত সৈন্যগণের সাহসের হিসাবে ইহা একটা প্রধানতম ও দৃঢ়তম খৃষ্টীয় দুর্গ ছিল। নগরবাসীরা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত দৃঢ়ভাবে জঙ্গীর প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিহত রাখিল। কিন্তু জঙ্গী উগাতে কখনও নিরাশ হন নাই। তিনি নব উদ্যমে আক্রমণ চালাইতে লাগিলেন। ফলে অবরুদ্ধ নাগরিকেরা ভীষণ সঙ্কটে পতিত হইল। আসাবরি বাসীদের উদ্ধারার্থ গমন করা কর্ত্তব্য কিনা, তৎ-সম্বন্ধে পরামর্শ করিবার জন্য রাজা বল্‌ডুইন জেরুজালেমে এক সমর-সভা আহ্বান করিলেন। সভ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ ইহাকে সামান্য ব্যাপার বলিয়া মনে করিলেন। তাঁহারা ইহাও বলিলেন যে, সারাসেনরা নিশ্চিতই অবরোধ উঠাইয়া চলিয়া যাইবে। কিন্তু একজন সভ্য জঙ্গীর গতিবিধিকে বিপজ্জনক বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। তিনি বলিলেন, "অগ্নি-কণা যতই সামান্য হউক না কেন, উহাকে উপেক্ষা করা উচিত নহে। ইহাই যে প্রজ্জ্বলিত হইয়া একদিন আমাদিগকে দগ্ধ করিয়া মারিবে না তাহা কে বলিতে পারে? বিশেষতঃ এই জঙ্গীই কি তাইবেরিয়ান নগরের সেই যুবক-সিংহ নয়?"

অবশেষে বল্‌ডুইন অবরুদ্ধ নগরের উদ্ধারার্থ গমন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি তাঁহার অশ্বারোহী ও পদাতিক সেনা-বাহিনী এবং তদধীন রাজপুত্র, কাউণ্ট ও 'নাইট'গণ সমভি-

ব্যাহারে "তাইবেরিয়ানের সিংহ"এর সম্মুখীন হইবার জন্য যাত্রা করিলেন। জঙ্গীর পরামর্শদাতাগণ তাঁহাকে আলেপ্পোতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পরামর্শ দান করিলেন। কিন্তু তিনি কাহারও পরামর্শে কর্ণপাত করার লোক ছিলেন না। তিনি বলিলেন, "ভাগ্য-লক্ষ্মী সু-প্রসন্ন হউক বা না হউক, 'আল্লাহু'র প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া শত্রু পক্ষের সম্মুখীন হওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য।" মুক্তি-সেনাবাহিনীর অপেক্ষা না করিয়াই তিনি শত্রুর বিরুদ্ধে ধাবমান হইলেন। ফলে উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। "নরকের আস্বাদ গ্রহণ কর" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে করিতে জঙ্গী পুনঃ পুনঃ ভীমবেগে শত্রু সৈন্য-গণকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। 'ক্রুসেডার'গণ সে প্রবল আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া সম্পূর্ণরূপে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। তাহারা পলায়নের চেষ্টা করিল; কিন্তু উন্মত্ত মোসলেম সৈনিকগণের উষ্ণ তরবারি তাহাদিগকে পলায়ন করিতে দিল না, রণক্ষেত্রে শোণিত স্রোত প্রবাহিত হইল এবং ক্ষত বিক্ষত মৃতদেহ ও ছিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে যুদ্ধভূমি আচ্ছন্ন হইয়া গেল। কেবল যাহারা মৃতদেহ-স্তূপের নিম্নে আত্ম গোপন করিতে সমর্থ হইল, তাহারাই রক্ষা পাইল। খৃষ্টীয় রাজ্যে যুদ্ধের সংবাদ বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য অত্যল্প সংখ্যক লোকই অবশিষ্ট রহিল। এই যুদ্ধে এত খৃষ্টান সৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল যে, যুদ্ধের

বহু বৎসর পরেও তাহাদের কঙ্কাল-স্তূপ পথিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত।*

এইরূপে আসারিববাসীদের শেষ আশা-ভরসা নিরাশার অতল সলিলে নিমজ্জিত হইল। জঙ্গী আসারিব পুনরাক্রমণ করিয়া উহা অধিকার করিয়া লইলেন এবং উহার দুর্গ ভূমিসাৎ করিয়া দিলেন। নগর অধিকারের পর তিনি তাঁহার শ্রান্ত সৈন্যগণকে বিশ্রাম প্রদানার্থ ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। নিকটবর্ত্তী 'হারিম' দুর্গাধ্যক্ষের সহিত সন্ধি করিয়া ইস্‌-লামের এই সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত নেতা ১১৩০ খৃষ্টাব্দে মোসেলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অবিলম্বে তাঁহার সাহস ও বীরত্ব-গাঁথা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইয়া লোক মুখে পরিকীর্ত্তিত হইতে লাগিল, এবং জঙ্গীর নাম সমগ্র দেশে জনশ্রুতিতে পরিণত হইয়া পড়িল।† খৃষ্টানগণ, কিন্তু, নিজেদের পূর্ব্ব শোণিত-পিপাসার কথা বিস্মৃত হইয়া এই সময় হইতে জঙ্গীকে "স্যাঙ্গুইন" বা "রক্ত পিপাসু" বলিয়া অভিহিত করিতে থাকে এবং তদবধি ইউরোপীয় ইতিহাসে তিনি এই উপাধিতেই সমধিক পরিচিত হন।

---

* The piles of their (Frank's) bones could be seen for years" "Saladin," 57.

† "His (Zengy's) deeds were bruiled over the land, and his name became a proverb for vaolur......"

"Saladin", 51,52

চারি বৎসর পর্য্যন্ত জঙ্গী "ধর্ম্মযুদ্ধ" হইতে বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন। এই সময় তাঁহার মোসেলে বিবিধ রাজকার্য্যে এবং নিকটবর্ত্তী আমীরগণের উপর প্রাধান্য রক্ষায় ব্যয়িত হইল। ১১৩১ খৃষ্টাব্দে সেলজুক সোলতান মাহ্‌মুদের মৃত্যু হইলে সিংহাসন লইয়া অন্তর্ব্বিবাদ উপস্থিত হইল। জঙ্গী এই গৃহ-বিবাদে অংশ গ্রহণ করিয়া আংশিক ভাবে হীন-গৌরব হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ভাগ্য বিবর্ত্তনের সুযোগ পাইয়া খলীফা অল্‌-মোস্তার্‌শিদ জঙ্গীকৃত পূর্ব্ব অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণোদ্দেশ্যে ১১৩৩ খৃষ্টাব্দে মোসেল আক্রমণ করিলেন। কিন্তু রণ-দক্ষ জঙ্গী অবরোধকারী খলীফা-সৈন্যকেই চতুর্দ্দিক হইতে অবরোধ করিয়া ফেলিলেন! ফলে তিন মাস বৃথা চেষ্টার পর পোপ-খলীফাকে বাধ্য হইয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করিতে হইল! এইরূপে জঙ্গীর ভাগ্যাকাশ মেঘ-নির্ম্মুক্ত হইলে, তিনি পুনরায় সিরিয়ার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। 'জেহাদ'কে সাফল্য বিমণ্ডিত করিতে হইলে "সিরিয়ার হৃদয়" দামেস্ক অধিকার নিতান্ত প্রয়োজন বলিয়া বুঝিতে পারিয়া তিনি ১১৩৫ খৃষ্টাব্দে দামেস্ক অধিকারের চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। দামেস্কের আতাবেগ মাহ্‌মুদ নাম-মাত্র রাজা ছিলেন। তদীয় প্রধান মন্ত্রী বিখ্যাত রাজনৈতিক পণ্ডিত মৈনুদ্দীন আনার-ই প্রকৃত পক্ষে দামেস্কের শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিতেন। তিনি জঙ্গীর উদ্দেশ্যে ব্যর্থ করিবার

জন্য খৃষ্টানদের সহিত যোগদান করিলেন। ক্রুসেডারগণ জঙ্গীর ভয়ে অহরহ কম্পিত ছিল। দামেস্কের সহযোগিতায় ইস্‌লামের এই মহামান্য নেতাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে ভাবিয়া তাহারা সানন্দে আনারের সহিত সম্মিলিত হইল। ১১৩৭ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে জঙ্গী পুনরায় সিরিয়ায় আগমন করিলেন; কিন্তু এবারও খৃষ্টানদিগকে আনারের সাপক্ষে দণ্ডায়মান দেখিয়া তিনি প্রথমতঃ তাহাদের শক্তি-নাশে বদ্ধপরিকর হইলেন। জেরুজালেমের রাজা ও অন্যান্য বিধর্ম্মীরা তদীয় প্রবল পরাক্রমে পরাজিত হইলে, জঙ্গী তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া লইয়া চলিলেন। পলায়িত সৈন্যেরা বেরিণ (মণ্ট ফেরাণ্ড) দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল। বেরিণ দুর্গ অজেয় বলিয়া 'ফ্র্যাঙ্ক'দের বিশ্বাস ছিল; কিন্তু সে বিশ্বাস এক্ষণে ঘোর অবিশ্বাসে পরিণত হইল। জঙ্গীর প্রস্তর-নিক্ষেপক যন্ত্র-সমূহ দুর্গ-প্রাচীরের উপর প্রস্তর বৃষ্টি করার পর মণ্ট্ ফেরাণ্ড্ উহার পতাকা অবনত করিতে বাধ্য হইল।* কিন্তু মহানুভব জঙ্গী খৃষ্টানদের দুর্ব্ব্যবহারের প্রতি-শোধ গ্রহণ করিলেন না। টায়ারের উইলিয়াম বলেন যে, "জঙ্গী জেরুজালেমের রাজা 'ফককে' এক প্রস্থ রাজ-পোষাক

---

* "The Franks held it (Barin) inpregnable. Never the less after Zangy's mangonels had played upon its walls, Mont Ferrand (Barin) was forced to lower its flag." Saladin, 53.

উপহার প্রদান করিয়াছিলেন, এবং ক্লান্ত খৃষ্টান সৈন্যগণকে সামরিক সম্মানের সহিত দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন।"

খৃষ্টানদের প্রতি এবম্বিধ সদাশয়তা প্রদর্শনের পরিণাম যে কি ভয়াবহ, জঙ্গী অনতিবিলম্বে তাহা অনুভব করিতে সমর্থ হইলেন। এই সময় জঙ্গী অবগত হইলেন যে, ইউরোপ হইতে এক বিশাল বাহিনী সিরিয়ায় আগমন করিতেছে। এই সংবাদে তিনি তাড়াতাড়ি দামেস্কের সহিত সন্ধি করত মোসেলে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শক্তি-সংগ্রহে মনোযোগী হইলেন। বাস্তবিক পক্ষে জঙ্গীর ক্ষমতা বিচূর্ণ করিবার জন্য এক ভীষণ ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। গ্রীকসম্রাট জন্ কমেনাস ইউরোপ হইতে বহু সংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে সিরিয়ায় পদার্পণ করিলেন। কেবল ফ্রাঙ্করাই যে তাঁহার সঙ্গে যোগদান করিল, এমন নহে; সসৈন্য দামেস্ক-রাজও তদধীন মোস্‌লেম শাসন-কর্ত্তৃগণ সহ সম্রাটের পতাকা নিম্নে সমবেত হইল। এইরূপে জঙ্গীর ক্ষমতালোপের জন্য বিরাট আয়োজনে এক সুবিশাল বাহিনী গঠিত হইল। সুচতুর জন্ একদিকে জঙ্গীর নিকট বাজ পক্ষী, শিকারী তরক্ষু প্রভৃতি প্রেরণ করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন, এবং তদ্দ্বারা তাঁহাকে শক্তি বৃদ্ধি হইতে বিরত রাখিবার প্রয়াস পাইলেন; অথচ অন্যদিকে 'বীজা' ও 'কাফার তাব' নগরীদ্বয় স্বাধিকার ভুক্ত করিয়া ১১৩৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল

মাসে ওসামা-পরিবারের আশ্রয়-স্থল 'সীজার'-দুর্গ অবরোধ করত প্রতিজ্ঞা-রক্ষার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন।* জঙ্গী ঈদৃশ হীন বিশ্বাসঘাতকতায় বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া এবং ওসামা-পরিবার-কর্ত্তৃক বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া জঙ্গী সসৈন্যে দ্রুতবেগে সীজারাভিমুখে ধাবিত হইলেন। চতুর্ব্বিংশ দিবস অবরোধের পর রোম সম্রাট বিপুল যুদ্ধ সম্ভার মোস্‌লেমগণের হস্তে পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন।†

এইরূপে গ্রীক সম্রাটের অভিমান সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইল; কিন্তু দামেস্কের সহিত 'ফ্রাঙ্ক'দের মিত্রতা পূর্ব্ববৎ অব্যাহত রহিল। দামেস্কের শক্তি নাশের উদ্দেশ্যে জঙ্গী ১১৩৯খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে বিখ্যাত 'বা-আলবেক' নগরী অধিকার করিলেন; কিন্তু তাহাতেও আনারের বীর-হৃদয় বিচলিত হইল না। তিনি খৃষ্টান-দের বন্ধুতা পরিত্যাগ করা দূরের কথা, বরং তাহাদের সহিত পূর্ব্ব-বন্ধুতা আরও দৃঢ়তর করিয়া লইলেন। কিছুতেই দামেস্করাজ ও ফ্রাঙ্কদের মধ্যে বিচ্ছেদ সাধন করিতে না পারিয়া জঙ্গী আর একবার দামেস্ক অবিজিত রাখিয়া মোসেলে প্রত্যাবর্ত্তন করি-

* "Christian ecclesiastics laid down the rule that an oath to an infidel was null and boil "

Saladin, 45.

† "...On the twenty fourth day of the seize "the dog of the Romans departed." Saladin, 54.

লেন। দামেস্কের দিক্ হইতে খৃষ্টানদিগকে আক্রমণের স্থায়ী সুযোগলাভে অসমর্থ হওয়ায় জঙ্গীকে তাঁহার যুদ্ধ পদ্ধতির পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইল। তিনি কুর্দ্দিস্থানের 'শাহরজুর' ও 'আশিব' দুর্গ অধিকার করিয়া কুর্দ্দজাতির হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করিলেন। তিনি আশিব দুর্গ পুনর্নির্ম্মাণ করিয়া স্বকীয় নামানুসারে উহার নাম "ইমাদীয়া" রাখিলেন। ইহা অদ্যাপি এই নামে পরিচিত থাকিয়া মানব-হৃদয়ে ইমাদুদ্দীন জঙ্গীর পুণ্য স্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে। তাঁহার এই কার্য্যের ফলে কুর্দ্দরা যে তদীয় রাজ্যের পূর্ব্বভাগ আক্রমনে সাহসী হইবে, এরূপ আর কোন সম্ভাবনা রহিল না। তৎপরে তিনি আর্ম্মেনিয়ার "শাহ" পরিবারের সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। এইরূপে স্বকীয় পশ্চাৎ ও পার্শ্বদেশ নিরাপদ করিয়া তিনি ক্রমশঃ খৃষ্টানদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। একটীর পর একটী করিয়া দিয়ারবকর প্রদেশের নগরাবলী তদীয় হস্তগত হইতে লাগিল।* অবশেষে আমিদ নগরের দৃঢ় প্রাচীরের সম্মুখে আসিয়া তাঁহার অগ্রগতি প্রতিহত হইল। তিনি নগর অবরোধ করিলেন; কিন্তু আমিদ অধিকার তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁহার দৃষ্টি অন্যত্র নিবদ্ধ ছিল। খৃষ্টীয়

---

* "One after the other, the towns of Diyar-Bekr fell into his (Zengy's) hands." Saladin, 56.

রাজ্যের দৃঢ়তম বহিঃসেনা-নিবাস মহানগরী এডেসা জয় করাই জঙ্গীর একমাত্র লক্ষ্য ছিল। আমিদ অবরোধের মধ্যে তিনি তাঁহার সে উদ্দেশ্য লুক্কায়িত রাখিয়াছিলেন।

জঙ্গীর প্রবল শত্রু প্রথম জোসেলীন এডেসা নগরীর 'কাউণ্ট' ছিলেন। এই চঞ্চলমতি কাউণ্ট সিরিয়া ও দিয়ার বকর প্রদেশের মোস্‌লেমাধিকৃত স্থান সমূহ লুণ্ঠন করিতে অত্যন্ত আনন্দবোধ করিতেন। তজ্জন্য মোস্লেম ঐতিহাসিকেরা তাঁহাকে "অবিশ্বাসীদের মধ্যে মূর্ত্তিমান শয়তান" বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। জঙ্গীর আমিদ অবরোধের পূর্ব্বেই এই "মূর্ত্তিমান শয়তান" দেহত্যাগ করেন, এবং তৎপুত্র দ্বিতীয় জোসেলীন তাঁহার স্থান অধিকার করেন। পিতার ন্যায় সাহসী হইলেও তিনি সাধারণতঃ অলস প্রকৃতি ও সুখান্বেষী ছিলেন। তিনি তাঁহার পার্ব্বত্য-রাজ্যের শীতাধিক্যের প্রাবল্য-জনিত কষ্ট-ভোগ অপেক্ষা 'তেল বসিরের' জায়গীরে আরাম-প্রদ জীবন যাপন শ্রেয়স্কর বলিয়া মনে করিতেন। জঙ্গী-কর্ত্তৃক আমিদ অবরোধের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াই তিনি ভয়ে সানুচর তদীয় সিরীয়রাজ্যে প্রস্থান করিলেন। জোসেলীনের পলায়ন-বার্ত্তা জঙ্গীর কর্ণগোচর হওয়া মাত্রই তিনি আমিদের অবরোধ উঠাইয়া এক বিশাল বাহিনী সমভিব্যাহারে এডেসাভিমুখে যাত্রা করিলেন। জঙ্গী প্রথমতঃ দুর্গ রক্ষী সৈন্যগণকে আত্ম-সমর্পন করিতে আহ্বান করিলেন। কিন্তু তাহারা তাহাতে অসম্মত হইলে তিনি নগর অবরোধের

আদেশ প্রদান করিলেন। নগরবাসীরা বেতনভোগী সৈন্যের সাহায্যে নগর রক্ষায় প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু কি নগরবাসীগণের বীরত্ব, কি দুর্গ প্রাকারের দৃঢ়ত্ব—কিছুতেই জঙ্গীর হস্ত হইতে দুর্গরক্ষা করিতে সমর্থ হইল না। জঙ্গী তাঁহার সঙ্গে বহু প্রাচীর ধ্বংসকারী যন্ত্র এবং সুদক্ষ অধঃখননকারী আনয়ন করিয়া ছিলেন। তদীয় 'ইঞ্জিনিয়ার'গণ দুর্গ-প্রাচীরের নিম্ন-দেশে সুড়ঙ্গ খনন করিয়া প্রাচীর ভূমিসাৎ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নগর রক্ষী সৈন্যগণ প্রাণপণে তাহাদের কার্য্যে বাধা প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইল। জঙ্গী অবিশ্রান্ত আক্রমণে এবং অনল বর্ষণে শত্রু সৈন্যকে নির্ম্মূল করিয়া দিয়া 'ইঞ্জিনিয়ার' গণকে নিরাপদে রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বহুবার ব্যর্থ প্রয়াসের পর অবশেষে 'ইঞ্জিনিয়ার'গণ দুর্গ প্রাকারের নিম্নদিকে সুড়ঙ্গ খনন করিতে সমর্থ হইলেন। জঙ্গী স্বয়ং ঐ সমুদয় খাত পরিদর্শন করিলেন। তৎপরে সুড়ঙ্গ সমূহ প্রাচীর পর্য্যন্ত জ্বালানী কাষ্ঠে পরিপূর্ণ করিয়া উহাতে অগ্নি সংযোগ করা হইল। এইরূপে একমাস অবরোধের পর মোস্‌লেম সৈন্যগণ প্রাচীরের আড়াই শত হাতের অধিক দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট এক বৃহৎ অংশ ভগ্ন করিয়া ফেলিল, এবং ঐ ভগ্ন স্থান দিয়া দলে দলে তুর্ক সৈন্য নগরে ঢুকিয়া পড়িল। অবিলম্বে দুর্গ-শিরে 'ক্রুশ' চিহ্নিত পতাকার পরিবর্ত্তে ইস্‌লামের অর্দ্ধচন্দ্র-লাঞ্ছিত বিজয়-পতাকা উড্ডীয়মান হইল। সৈন্যগণ বিজয়-

লাভে উন্মাদবৎ হইয়া গিয়াছিল। এডেসাধিপতি মোস্‌লেম-গণের উপর যে ভীষণ অত্যাচার করিয়াছিলেন এবার তাহার প্রতিশোধ গ্রহণের সময় আসিল। তাহাদের হৃদয়ে প্রতি-হিংসা-বহ্নি প্রবলবেগে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তাহারা খৃষ্টান পুরোহিত, নবাগত ব্যক্তি, বিধবা রমণী যাহাকে যেখানে পাইল, তরবারি মুখে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। 'ক্রুশ'কাষ্ঠ সমূহ উৎপাটিত হইল, এবং বহু দ্রব্য সামগ্রী তাহাদের পদতলে নিষ্পেষিত হইয়া গেল। কেবল কুরঙ্গ নয়না বালিকা, সুন্দর যুবা, এবং বণিকদের সম্পত্তিই তাহাদের হাত হইতে রক্ষা পাইল।

অবশেষে জঙ্গী নিজে নগরে প্রবেশ করিলেন, এবং উহার সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন। তিনি এরূপ সুন্দর নগরের উপর সৈন্যগণকে অত্যাচার করিতে দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তাঁহার আদেশে হঠাৎ অত্যাচার-স্রোতের গতি রুদ্ধ হইল, যুবক-যুবতীগণ মুক্তি-লাভ করিল, এবং নাগরিকদের যে সমুদয় ধন-সম্পত্তি সৈনিকগণ আত্মসাৎ করিয়াছিল, তাহা প্রত্যর্পিত হইল। তিনি নগরের সমৃদ্ধি বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে গৃহ-বিতাড়িত নগরবাসীগণকে তাহাদের বাস-ভবনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। একবাক্যে বলিতে গেলে, তদীয় সৈনিক-বৃন্দ নগরের যে অনিষ্ট সাধন করিয়া ছিল,

তিনি তাহার সংশোধন ও ক্ষতিপূরণ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টার ক্রটী করিলেন না।*

এইরূপে ১১৪৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের ত্রয়োবিংশ দিবসে "বিজয়ের পর মহাবিজয়" সম্পন্ন হইল। এডেসা জঙ্গীর হস্তগত হওয়ায় খৃষ্টানদের দৃঢ়তম আশ্রয় বিনষ্ট হইল। এডেসা অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে এই মহা-নগরীর অধীন সরুজ এবং অন্যান্য স্থানও মোসলেম ধর্ম্ম-যোদ্ধৃ-বৃন্দ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইল, এবং তৎকালে ইউফ্রেতীজ নদীর উপত্যকা-ভূমি দীর্ঘকাল পরে খৃষ্টানদের অত্যাচার বিমুক্ত হইল। ইস্‌লামের বিজয়-লাভে "সত্যের আগমনে অসত্য বিদূরিত হইয়াছে" মহাগ্রন্থ কোরআনের এই পবিত্র বাণী সমগ্র দেশে বিঘোষিত হইল। এই অপূর্ব্ব বিজয় কাহিনী সভ্য জগতের নিত্য-নৈমিত্তিক আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়া পড়িল এবং জন-মণ্ডলী এই আশ্চর্য্যজনক ঘটনা বর্ণনা করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল। জঙ্গীর এডেসা বিজয় কালে বহু অদ্ভুত ঘটনা

---

* "He Stopped the soldiers in their destructive rage, and made them give up their prisoners...and the treasure and goods they had taken. He restored the inhabitants...to their houses,...and he spared no pains to undo the mischief..."

Saladin, 58.

সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। বহু দূর-দেশে এক সংসারত্যাগী মহা সংযমী 'দরবেশ' একদিন স্বীয় গুহা হইতে বহির্গত হইয়া আনন্দোজ্জ্বল বদনে লোকদিগকে বলিতে লাগিলেন, "আমি আমার জনৈক ভ্রাতৃ-প্রমুখাৎ অবগত হইয়াছি যে, আজ জঙ্গী এডেসা জয় করিয়াছেন।" কিয়দ্দিবস পরে এডেসা আক্রমণ-কারী কতিপয় সৈন্য তাঁহাদের প্রত্যাবর্ত্তনপথে দৈবক্রমে এই সন্ন্যাসীপ্রবরকে দেখিতে পাইলেন। 'দরবেশ সাহেব'কে দর্শন মাত্রই তাঁহারা বলিয়া উঠিলেন, "প্রভো, যখন আমরা আপনাকে দুর্গ-প্রাচীরের উপর দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে "আল্লাহু আকবর" রবে যুদ্ধ-ধ্বনি করিতে দেখিয়া ছিলাম, তখনই আমরা বিশ্বাস করিয়াছিলাম যে, বিজয়-লক্ষ্মীর বর-মাল্য আমাদের গলদেশেই অর্পিত হইবে।" সন্ন্যাসী তাঁহার এডেসা গমন বার্ত্তা অস্বীকার করিলে সৈনিকগণ ব্যগ্রভাবে শপথ করিয়া বলিলেন যে, তাঁহারা প্রাচীরের উপরিভাগে তাঁহাকে দর্শন মাত্রই চিনিতে পারিয়া ছিলেন। 'পালার্ম্মো'তে জনৈক ধার্ম্মিক সাধু পুরুষের উক্তি এতদপেক্ষাও অত্যধিক বিস্ময়জনক হইয়া ছিল। সিসিলীর রাজা রগার কোন যুদ্ধে 'সারাসেন'দের বিরুদ্ধে কিছু কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়া ছিলেন। তজ্জন্য তিনি বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠে উক্ত সাধু পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যুদ্ধ-কালে তোমাদের 'পয়গম্বর' কোথায় ছিলেন? তিনি কেন মোস্-লেমগণের সাহায্যার্থ আগমন করিলেন না?" ঋষি উত্তর করি-

লেন, "তিনি এডেসা বিজয়ে সহায়তা করিতে ছিলেন।" তাঁহার এবম্বিধ উক্তিতে সভাসদ্‌বর্গ উচ্চৈঃস্বরে হাস্যধ্বনি করিয়া উঠিলেন। কিন্তু ঋষিবাক্য রাজার হৃদয়ে যেন হঠাৎ কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কার ছাপ মুদ্রিত করিয়া দিল। তিনি ক্রুদ্ধ নেত্রে সভাসদগণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। দরবার গৃহ তদ্দণ্ডেই নিস্তব্ধ হইয়া গেল। অত্যল্পকাল পরেই এডেসার পতন সংবাদ রাজ-দরবারে পৌঁছিল। তখন সপারিষদ সিসিলীরাজ সন্ন্যাসীর উক্তির সত্যতা অত্যন্ত স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলেন।*

সিরিয়া ও মেসোপতেমিয়া প্রদেশের সৈন্যগণকে একত্র করিয়া তাহাদের সাহায্যে "খৃষ্টান-কুকুর"গণকে এশিয়া হইতে সমুদ্রের দিকে বিতাড়িত করত ইস্‌লামের মর্য্যাদা রক্ষা করাই জঙ্গীর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। এডেসা অধিকারে তাঁহার সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার পক্ষে শুভ-লক্ষণ দেখা দিয়া ছিল। কিন্তু নিয়তির কঠিন বিধানে, এডেসা জয়ের পর দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া তিনি স্বকীয় মহান লক্ষ্যকে সফল

---

* "Where was your prophet", he (King Roger of Sicily) asked, "that he came not to the aid of his Faithful?" The sage made answer, "He was helping in the conquest of Edessa".

Vide, Lane-pools' "Saladin." 59.

Also vide, Ibn-el-Athir, Atabegs, 124-125.

করিয়া তুলিতে পারেন নাই। ১১৪৪ হইতে ১১৪৫ খৃষ্টাব্দ নবাধিকৃত রাজ্যের শাসনসৌকর্য্যের ব্যবস্থা সাধন করিতেই অতিবাহিত হইয়া গিয়াছিল। অবশেষে ১১৪৬ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন তদীয় মিসর সাম্রাজ্যের প্রসার সাধন মানসে ইউফ্রেতীজ নদীর তীরবর্ত্তী জাবর দুর্গ অবরোধকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন এক রাত্রিতে নিদ্রিতাবস্থায় গুপ্ত ঘাতকের শাণিত অস্ত্রাঘাতে "বিশ্বাসিগণের স্তম্ভ" (ইমাদুদ্দীন) এই মহা আমীরের জীবন-বায়ু অনন্ত শূন্যে বিলীন হইয়া গেল। মোস্‌লেম গৌরব-রবি অস্তমিত হইল!! মোস্‌লেম জগৎ আবার আঁধারে ডুবিল!!! এইরূপে কতিপয় নর-কুলকলঙ্কের পাশব কার্য্যের ফলে ১১৪৬ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের চতুর্দ্দশ দিবসে ইস্‌লাম ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ রক্ষক, "আমীর-রাজ", বিশ্ব-বিখ্যাত মহাবীর আতাবেগ ইমাদুদ্দীন জঙ্গী তদীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার এবং তদীয় লক্ষ্য স্থানে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই বাষট্টি বৎসর বয়ঃক্রম কালে স্বর্গ গমন করিলেন।* বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয় যে, এই মহাপ্রাণ ধর্ম্ম-নেতার মৃতদেহের প্রতি যতদূর সম্মান প্রদর্শন করা উচিত ছিল, তাঁহার পুত্র,অনুচর, সৈন্য বা প্রজাগণ,

---

* "So died Imad-ud-din Zengy, "King of Emirs," 'Pillars of the Faith"—his great ambition unsatisfied, his goal unattained.

Saladin, 60-61.

তাহার কিছুই করে নাই! তাঁহারই অন্নপুষ্ট বিশ্বাসঘাতক ক্রীতদাসগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়া তাঁহার দেহ তাম্বুতে থাকিয়া প্রবল শীতে কঠিন হইয়া গেল, কিন্তু কেহই সে দিকে লক্ষ্য করিল না!! তাঁহার পুত্রগণ সিংহাসনে আরোহণ করার জন্য ব্যস্ত হইয়া গেলেন; তাঁহার অনুচর বৃন্দ তদীয় উত্তরাধিকারী-গণের অনুগ্রহ-লাভের চেষ্টায় নিরত হইল, এবং তাঁহার সেনা বাহিনী তাহাদের ভবিষ্যৎ চিন্তায় উদ্বিগ্ন হইল! আর যে মহাবীর তাহাদিগকে এতকাল যাবত যুদ্ধক্ষেত্রে পরিচালনা করিয়া আসিয়াছিলেন, যিনি তাহাদের আহার যোগাইয়া ছিলেন এবং যিনি তাহাদের জন্য এক সুবিস্তৃত সম্রাজ্য জয় করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারই মৃতদেহ সম্পূর্ণ অযত্নে তাম্বু মধ্যে পড়িয়া রহিল। কেহই তাঁহার মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা করিল না!! অবশেষে রাক্কা হইতে আগত আগন্তুকগণ তাঁহার বিগলিত দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহ একত্র করিয়া সিকিন প্রান্ত-রের অতি নিকটে সমাহিত করেন!!! এই সিকিন প্রান্তরেই পঞ্চ শত বৎসর পূর্ব্বে বহু মোস্‌লেম সৈনিক 'শহীদ' হইয়া ছিলেন। পরবর্ত্তীকালে জঙ্গীর সন্তানগণ তদীয় সমাধির উপর একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু এই বক-ভক্তিতে ধর্ম্ম-বীর জঙ্গীর স্বর্গগত আত্মা তৃপ্তি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন কি না কে বলিবে? কথিত আছে যে, তদা-নিন্তন জগতের জনৈক পুণ্যাত্মা "দরবেশ" জঙ্গীকে শান্তো-

জ্জ্বল মূর্ত্তিতে স্বপ্নে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আল্লাহ আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন?" জঙ্গী উত্তর করিলেন, "ক্ষমার সহিত।" আবার প্রশ্ন হইল, "কি জন্য?" উত্তর আসিল, "এডেসার জন্য।"

ইতিমধ্যে খ্রীষ্টানেরা তাহাদের "রক্তপিপাসুর" শোচনীয় পরিণাম দর্শনে তাঁহার সম্বন্ধে লাটিন ভাষায় শ্লেষাত্মক কবিতা রচনা করিয়া আনন্দে মত্ত হইল। কিন্তু তাহাদের এই আনন্দ স্থায়ী হয় নাই। জঙ্গী স্বর্গগত হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি যে অসাধারণ কার্য্যসাধন করিয়া গিয়াছিলেন, যাবতীয় খৃষ্টান-রাজগণের সমবেত শক্তিও তাহা ব্যর্থ করিতে সমর্থ হয় নাই। * ধর্ম্মযুদ্ধে কোন মোস্‌লেম নরপতি তাঁহাকে সাহায্য করা দূরের কথা, বরং তাঁহারা তাঁহারই বিরুদ্ধে বিধর্ম্মীদের পক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এতদ্‌সত্ত্বেও জঙ্গী কিরূপে শুধু স্বকীয় অসীম সাহস এবং বীরত্বের উপর নির্ভর করিয়া বারংবার যাবতীয় বিধর্ম্মী ও মোস্‌লেম প্রতিদ্বন্দ্বীগণের—এমন কি গ্রীক সম্রাট জনকামনাসেরও দর্পচূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহার সেই অদ্ভুত বীরত্বের কথা চিন্তা করিলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত

* "Zengy indeed was dead, but he had done a work that all the princes in Christendom could not undo..."

হইতে হয়। তিনি স্বীয় জীবনে তদীয় মহা লক্ষ্য সম্যকরূপে সাধন করিতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা অসম্পূর্ণ রহে নাই। কিরূপে তাঁহার আরব্ধ কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে হইবে, তাহা তাঁহার পুত্র নুরুদ্দীন এবং নুরুদ্দীনের সেনাপতি সালাহুদ্দীনের মত নেতা বিশেষ রূপেই অবগত ছিলেন। আতাবেগের মৃত্যুর চত্বারিংশৎ বৎসর পরে সমগ্র পুণ্যভূমি সালাহুদ্দীনের অধিকার ভুক্ত—এমন কি লক্ষ লক্ষ লোক ক্ষয়কর ক্রুসেডের মূলীভূত লক্ষ্য জেরুজালেম নগরীও পুনরায় মোস্‌লেমগণের হস্তগত হইয়া ছিল। *

* "Forty years after the great Atabeg's death, the Holy land bleonged to Saladin, and Jerusalem had fallen again into the keeping of the Moslems.

"Saladin" 61.

হুমায়ূনের কৃতজ্ঞতা *

১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে মোগল সম্রাট্ হুমায়ুন বিদ্রোহী পাঠান-বীর শের খাঁকে দমন করিবার জন্য বাঙ্গালায় আগমন করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের রাজধানী গৌড় নগরী বিনা বাধায় হুমায়ূনের হস্তগত হইল। কিন্তু অনতিবিলম্বে বর্ষাকাল উপস্থিত হওয়ায় সমগ্র দেশ জলপ্লাবিত হইয়া গেল। বর্ষার শেষভাগে চতুর্দ্দিকে মহামারী উপস্থিত হইল। হুমায়ুন এই সর্ব্বনাশকর মহামারীতে প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া আগ্রা যাত্রা করিলেন।

কিন্তু বক্সারের বিশাল প্রান্তরে উপনীত হইয়াই তিনি জীবনাশায় জলাঞ্জলি দিলেন। হুমায়ুনের গৌড় পরিত্যাগের সংবাদে শের খাঁ জৌনপুরের অবরোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সসৈন্য দ্রুতপদে বক্সার ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া তথায় শিবির সন্নিবেশ করতঃ বুভুক্ষু ব্যাঘ্রের ন্যায় হুমায়ুনের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। হুমায়ুন বক্সারে উপনীত হইয়া দেখিতে পাইলেন,

---

* প্রবন্ধটি এলফিনষ্টোন কৃত "ভারতবর্ষের ইতিহাস" অবলম্বনে লিখিত।

শের খাঁ এইরূপে তদীয় আগ্রা গমন-পথ অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন যে, পাঠান-বাহিনী অতিক্রম করা তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব; যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেও কৃতকার্য্যতালাভের কোন সম্ভাবনা নাই।

নিরুপায় হুমায়ুন শেরের নিকট সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। কুটিলমনা শের বাহ্যতঃ আনন্দচিত্তে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন বটে, কিন্তু গোপনে ভীষণ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। বাঙ্গালা এবং বিহারের সুবিশাল ভূখণ্ড ও "কপর্দ্দক-ভিক্ষুক" শেরের রাজ্য-তৃষ্ণা নিবৃত্তি করিতে সমর্থ হইল না। তিনি বিশ্বাসঘাতকতায় মোসলেম ইতিহাসের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করিয়া ভারতের সম্রাট হইবার সঙ্কল্প করিলেন।

সরল-প্রাণ হুমায়ুন শেরের আশ্বাস বাক্যে বিশ্বাস-স্থাপন করিয়া স্বকীয় নিরাপদতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইলেন, এবং খর-স্রোতা গঙ্গানদী উত্তীর্ণ হইবার জন্য নৌকার সাহায্যে নদীর উপর সেতু-বন্ধনে প্রবৃত্ত হইলেন। বিশ্বাসঘাতকতা দোষে মোগলের অন্তঃকরণ তখনও দূষিত হয় নাই। পাঠানেরা দীর্ঘ কাল ভারতবর্ষে থাকিয়া ভারতবাসীদের যাবতীয় দোষের অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু মধ্যএশিয়ার সেই নবাগত অতুলনীয় বীর জাতির বীর হৃদয় তখনও ভারতীয় দোষ-দুষ্ট হয় নাই। তাই হুমায়ুন শেরের আপাত মধুর বাক্যে

বিশ্বাসস্থাপন করিয়া শান্তির নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু হুমায়ুনের এই সরলতাই যে তাঁহার সর্ব্বনাশের কারণ হইবে, তাহা ভবিষ্যত অনভিজ্ঞ হুমায়ুন কিরূপে জানিবেন!

জ্ঞানিগণ বলিয়া থাকেন, "শত্রুকে কখনও বিশ্বাস করিতে নাই।" শের হুমায়ুনের শত্রু, কিন্তু সরল প্রাণ হুমায়ূন জ্ঞানীবাক্য লঙ্ঘন করিয়া শেরকে বিশ্বাস করিলেন। অচিরেই অপাত্রে বিশ্বাস করিবার ফল ফলিল। সন্ধি-স্থাপনের পর প্রায় দুই মাস অতিবাহিত হইয়া গেল। হুমায়ুনের সেতু-বন্ধন কার্য্য তখন প্রায় সমাপ্ত হইয়া আসিয়াছে। এমন সময়ে একদা শেষ রাত্রিতে মোগল বাহিনী যখন নিদ্রা-দেবীর শান্তিময় ক্রোড়ে নিমগ্ন—মোগল শিবির যখন সম্পূর্ণ নীরব, নিস্তব্ধ, তখন শের খাঁ হঠাৎ সসৈন্যে মোগল শিবিরের সেই গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করতঃ সুষুপ্ত সৈনিকমণ্ডলির উপর আপতিত হইয়া বীরধর্ম্মে কলঙ্ককালিমা লেপন করিলেন। মোগলেরা শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবার অবসর প্রাপ্ত হইল না। যাহারা উঠিল, তাহাদিগকেও উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই পাঠান সৈন্যগণের তীক্ষ্ণ করবালাঘাতে আবার শয্যাগ্রহণ করিতে হইল। হতভাগ্যদের সে নিদ্রা আর ভাঙ্গিল না। যাহারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার জন্য কোনরূপে প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহারাও শেরের বিরুদ্ধে কিছুই করিয়া উঠিতে সমর্থ

হইল না। অপ্রস্তুত মোগল-বাহিনী রণ-কৌশলী শেরের অধিনায়কতায় পরিচালিত, পূর্ণ রণ-সাজ-সজ্জিত পাঠান সৈন্যগণের প্রবল পরাক্রম সহ্য করিতে পারিল না। অল্পক্ষণ মধ্যেই তাহারা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। যে জাতির মাত্র দ্বাদশ সহস্র সৈন্য একদিন পানিপথের লক্ষাধিক পাঠান সৈন্যকে পর্য্যুদস্ত করিয়াছিল, অন্যায় সমরে বক্সার ক্ষেত্রে সে জাতির পূর্ব্ব প্রতিদ্বন্দ্বীরই নিকট তাহাদের অতি শোচনীয় পরাজয় ঘটিল। মোগল-শোণিতে রঞ্জিত হইয়া বক্সার ক্ষেত্র অতি ভয়াবহ আকৃতি ধারণ করিল।

গঙ্গা নদী বক্সারের প্রান্তদেশ বিধৌত করিয়া বহিয়া যাইতেছে। নিরুপায় হতাবশিষ্ট মোগল সৈন্য গঙ্গা-বক্ষে ঝম্প প্রদান করিল। হুমায়ুন কাপুরুষ ছিলেন না—হুমায়ুন বীরশ্রেষ্ঠ বাবরের বীর পুত্র। তিনি স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, জয়লাভের কোন আশাই নাই। তথাপি একেবারে বিনাযুদ্ধে রণক্ষেত্রে পরিত্যাগ করিতে তদীয় বীর-হৃদয় তাঁহাকে প্ররোচিত করিতে পারিল না। তিনি অন্ততঃ এক বার শত্রুগণকে আক্রমণ করিয়া ভাগ্যপরীক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তদীয় পার্শ্বচরগণ তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলেন যে, এরূপ সহায়সম্পদ হীন অবস্থায় অগণিত শত্রুর সম্মুখীন হওয়া আর স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ একই কথা। কিন্তু তাঁহাদের

সাগ্রহ অনুরোধ ব্যর্থ হইল। হুমায়ুন কিছুতেই নিরস্ত হইতে চাহিলেন না। তখন তাঁহার জনৈক প্রধান কর্ম্মচারী তদীয় অশ্ববল্গা ধারণ করতঃ তাঁহাকে নদীর দিকে অগ্রসর হইতে বাধ্য করিলেন। তরণী-সেতু তখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। পশ্চাতে অনতিদূরে পাঠান বাহিনী, সম্মুখে খর-স্রোতা গঙ্গা—"জলে কুম্ভীর, ডাঙ্গায় বাঘ।" কিন্তু হুমায়ুনের তখন ভাবিবার অবসর ছিল না। তিনি মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া অশ্ব সহ গঙ্গাবক্ষে পতিত হইলেন। * কিয়দ্দূর সন্তরণ করিবার পর তদীয় শ্রান্ত অশ্ব গঙ্গা-জলে নিমজ্জিত হইয়া গেল। যে সমুদয় মোগল সৈন্য পূর্ব্বেই গঙ্গাগর্ভে ঝম্প প্রদান করিয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশই নদীর প্রবল স্রোতে নিমগ্ন হইয়া গেল। মোগলের বীর দেহে

---

* Humayun had only time to leap on horse-back and though himself disposed to make one effort at least, against the enemy, hewas urged by those around him to provide for his own safety; and one of his principal officers seizing his reins in a manner compelled him to make his way to the river side Humayun had not a moment for deliberation, he plunged at once into the Ganges.

Vide Elphinston's "History of India." 439.

গঙ্গার ক্ষুধা নিবারিত হইল। হতভাগ্যেরা গঙ্গার শান্তিময়ী ক্রোড়ে চির শান্তিলাভ করিল।

হুমায়ুন উত্তাল তরঙ্গময়ী প্রবাহিনীর তরঙ্গের তালে তালে একবার উঠিতেছেন, আবার অতল সলিল-গর্ভে নিমজ্জিত হইতেছেন। গঙ্গার সুবিশাল অত্যুচ্চ তরঙ্গরাজি হুমায়ুনকে নিয়া ক্ষুধা-শান্তি-জনিত আনন্দাতিশয্যে ক্রীড়া করিতেছে। একদিন যাঁহার অঙ্গুলীহেলনে আসমুদ্র হিমাচল ভারতভূমি বিকম্পিত হইয়া উঠিত,—একদিন যাঁহার প্রতাপে ভারতীয় রাজন্যবর্গের রাজদণ্ড ভূতলে পতিত হইত, সেই দিল্লীশ্বর হুমায়ূনের জীবননাটকের শেষঅঙ্ক বুঝি এইরূপ শোচনীয় ভাবে অভিনীত হইতে চলিল!

কিন্তু হুমায়ূনের মৃত্যু হইল না। গঙ্গাদেবীর বোধ হয়, ইতিপূর্ব্বেই ক্ষুধা শান্তি হইয়াছিল। তাই গঙ্গাবক্ষে হুমায়ূনের স্থান হইল না। দয়াময়ের কার্য্য মানব-বুদ্ধির অগম্য। যদি বক্সার ক্ষেত্রে শেরের অপ্রত্যাশিত আক্রমণে হুমায়ূন পরাজিত না হইতেন,—যদি তিনি সেদিন গঙ্গাজলে পতিত না হইতেন, তবে লীলাময়ের এক মহালীলা একেবারেই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত। তাহা হইলে হুমায়ূনের নাম আজ জন-মুখে দেবতার ন্যায় উচ্চারিত হইত না। এই ভাবে হুমায়ূনের মৃত্যু হইলে তাহার নাম অখ্যাত থাকিত।—ভারতের ইতিহাস এক অজ্ঞাত আকার ধারণ করিত।

মানবের জীবন-মৃত্যু স্রষ্টার ইচ্ছাধীন। তিনি যাহাকে রক্ষা করেন, কি দুস্তর মরুস্থলে, কি তুষার-ধবল হিমময় গিরি-শৃঙ্গে, কি উত্তাল তরঙ্গ-বিক্ষোভিত মহাসমুদ্রে—কোথাও তাহার মৃত্যু নাই। হুমায়ুনের এই ভীষণ বিপদে স্রষ্টার আসন টলিয়া উঠিল। তিনি তাঁহার রক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। এক ভিস্তিওয়ালা স্বকীয় ভিস্তীর উপরে স্বীয় দেহ-ভার অর্পণ করিয়া নদী উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা করিতে ছিল। সে দেখিতে পাইল, একটি মানবদেহ তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে একবার উর্দ্ধে, একবার নিম্নে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। এই করুণ দৃশ্য দর্শনে তাহার হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল। সে যত শীঘ্র সম্ভব ঐ মানব দেহের নিকটবর্ত্তী হইল। উন্মুক্ত বদনের বিপুল সৌন্দর্য্য-রাশি অবলোকন করিয়া সে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইয়া গেল। উহা কোন সম্ভ্রান্ত বংশজাত ব্যক্তির দেহ বলিয়া তাহার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল। সে উহাকে বাহুবেষ্টনীতে আবদ্ধ করিয়া মশক সাহায্যে বহু কষ্টে তীরে উত্তীর্ণ হইল।* সম্রাট তখন নীরব, নিস্পন্দ। মশক-

* "Before he (Humayun) reached the opposite bank, hish orse exhausted and sank into the stream and Humayun himself must have met with the same fate if he had not been saved by a water-carrier who was crossing with the aid of the skin used to hold water which he had inflated like a bladder and which enabled him to support the king's weight as well as his own."

"History of India" 440.

ধারী তাঁহার বক্ষে হস্তার্পণ করিয়া বুঝিতে পারিল যে, তদীয় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া তখনও সবল আছে। তখন সে বিবিধ উপায়ে তাঁহার চৈতন্যসম্পাদনে নিরত হইল। কিয়ৎকাল চেষ্টার পর অবশেষে হুমায়ূন সংজ্ঞালাভ করিয়া চক্ষুরুন্মীলন করিলেন। তিনি নিজকে নদী-তটে দর্শন করিয়া বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। সম্রাট কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে মশক-বাহক তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া সে কিরূপে তাঁহার উদ্ধার সাধন করিয়াছে, তাহা বর্ণনা করতঃ তদীয় পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল।

কৃতজ্ঞ হুমায়ূন জলবাহককে তদীয় মহৎ-কার্য্যের জন্য অজস্র ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সুমিষ্ট স্বরে উত্তর করিলেন, "আমি দিল্লীশ্বর বাবরের পুত্র,—বর্ত্তমান দিল্লীর ভাগ্য-বিধাতা হুমায়ূন। শের খাঁর অবৈধ আক্রমণে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া স্বীয় জীবন রক্ষার্থ গঙ্গা-বক্ষে ঝম্প প্রদান করিয়াছিলাম। সন্তরণ-অপটুতা নিবন্ধন আমার জীবন নষ্ট হইতেছিল। তুমি আমায় সে মহা বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া সম্পূর্ণ নব-জীবন দান করিয়াছ। তোমার এই মহোপকার জীবনে কখনও বিস্মৃত হইব না। ভাগ্যচক্রে আজ আমি কপর্দ্দক হীন; তাই তোমার উপকারের প্রতিদান দিতে অসমর্থ। আমি আগ্রা চলিলাম। তুমি আগ্রা গিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও। আমি তোমাকে নিশ্চিতই যথোপযুক্ত রূপে পুরস্কৃত করিব।" ইতি-মধ্যে সম্রাটের যে সামান্য সংখ্যক অনুচর ভাগ্যবশে নদীর

প্রখর স্রোতে নিমগ্ন না হইয়া অপর তটে উপনীত হইতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহারা সম্রাটের অনুসন্ধান করিতে করিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। হুমায়ূনকে জীবিত দেখিয়া তাহাদের আনন্দের সীমা রহিল না। সম্রাট তাহাদিগকে নিয়া ভিস্তী-ওয়ালাকে আলিঙ্গন করত তাহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া আগ্রা যাত্রা করিলেন।

এই ঘটনার পর বহুদিন অনন্তকাল সাগরে বিলীন হইয়া গিয়াছে। একদা সম্রাট হুমায়ূন সিংহাসনে উপবেশন করিয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছিলেন, এমন সময় মশকবাহক দরবার-গৃহের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ অভিলাষ জ্ঞাপন করিল। প্রহরী সম্রাটকে অবগত করাইল যে, এক অজ্ঞাত নামা ব্যক্তি তদীয় দর্শনার্থী হইয়া দরবার-গৃহের বহির্ভাগে অবস্থান করিতেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিবার জন্য অনুমতি প্রদান করিলেন। তদনুসারে মশকবাহক সম্রাট সন্নিধানে উপনীত হইয়া তাঁহাকে চিরাচরিত নিয়মে কুর্ণিশ করিতে উদ্যত হইল। স্বীয় জীবন রক্ষককে চিনিতে হুমায়ূনের বিলম্ব হইল না। তিনি তদ্দণ্ডেই সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া ভিস্তি-ওয়ালার হস্ত-ধারণ করত তাহাকে স্বীয় সন্নিকটে বসাইয়া বলিলেন, "ভ্রাতঃ, তুমি আমার জীবন দাতা। তোমার আনুকূল্যেই আমি আজ এই রজতাসনে উপবেশন করিতে

সমর্থ হইয়াছি। নতুবা বহু পূর্ব্বেই আমাকে গঙ্গা-গর্ভে জীবন্ত সমাধি-লাভ করিতে হইত। তুমি আমার জীবন রক্ষক হইয়াও আজ আমাকে কুর্ণিশ করিতে যাইয়া আমাকে অকৃতজ্ঞ প্রমাণিত করিতে চাহিয়াছিলে। কিন্তু ভ্রাতঃ, হুমায়ূন অকৃতজ্ঞ নন্। আমি আল্লাহ্‌তালার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, তুমি আমার নিকট আজ যাহা প্রার্থনা করিবে, আমি অম্লান বদনে তোমাকে তাহাই প্রদান করিব।”

বিশাল দরবার-গৃহ নিস্তব্ধ হইল। একজন ছিন্নবেশ অজ্ঞাত কুলশীল ব্যক্তির সঙ্গে ভারত-সম্রাটের এইরূপ অদ্ভুত, অপূর্ব্ব ও অপ্রত্যাশিত ব্যবহার দর্শনে সভাসদ্‌গণের হৃদয়-নদে বিস্ময়-লহরী ক্রীড়া করিতে লাগিল। সম্রাট তাহা বুঝিতে পারিয়া পূর্ব্বাপর সমুদয় ঘটনা তাঁহাদের নিকট বিবৃত করত তাঁহাদের বিস্ময়রাশি কিয়ৎ পরিমাণে অপনোদন করিলেন। আবার দরবার-গৃহ নীরব হইল। ক্ষণকাল পরে সেই নিস্তব্ধ সভা-গৃহের গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মশক-ওয়ালা উত্তর করিল, “শাহান্‌-শাহ্, আমি অর্দ্ধ দিবসের জন্য সম্পূর্ণ রাজ-ক্ষমতার অধিকারী হইয়া এই রাজ-সিংহাসনে উপবেশন করিতে চাই।”

তাহার এই প্রগল্‌ভতাপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া সভাসদ্‌বর্গের বিস্মিত হৃদয় ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। জল্লাদ তাহার

কোষবদ্ধ তরবারি উন্মুক্ত করিল। সকলেই ভাবিল, মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রগল্‌ভতা অপরাধে এই কাণ্ডজ্ঞানহীন বাতুলের জীবন চির সমাপ্ত হইবে। রাজ-সিংহাসনে বসিবে! ভিস্তীওয়ালার কত বড় দুরাশা!! কি ভীষণ প্রগলভতা!!!

কিন্তু সম্রাটের বদনমণ্ডল সহসা আনন্দোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি জল-বাহকের হস্তধারণ পূর্ব্বক তাহাকে স্বীয় সিংহাসনে বসাইয়া বলিলেন, "ভাই, তুমি কিছুই প্রার্থনা কর নাই। অর্দ্ধ দিবস কেন, যদি আজ চিরতরেও ভারতের সিংহাসন প্রার্থনা করিতে, তবে তোমাকে তাহাও অকুণ্ঠিত চিত্তে প্রদান করিতাম!!"* আগ্রার সিংহাসন যে কত বড় লোভনীয় বস্তু, হুমায়ুন তাহা বিশেষরূপেই পরিজ্ঞাত ছিলেন। তিনি প্রকৃষ্ট রূপেই অবগত ছিলেন যে, মুহূর্ত্তের জন্যও সিংহাসনে উপবেশন করিতে পারিলে রাজ সুখ-ভোগাকাঙ্ক্ষী মশক-বাহকের আদেশে তন্মুহূর্ত্তেই তদীয় মস্তক দেহচ্যুত হইতে পারিত—একজন নগণ্য ব্যক্তির অঙ্গুলী সঙ্কেতে ক্ষণকাল মধ্যেই তাঁহার—এমন কি তদীয়—বংশধরগণেরও রাজ-লীলা ফুরাইয়া যাইতে পারিত। হুমায়ুন সবই জানিতেন, সবই বুঝিতেন। কিন্তু

* "This man (water carrier) afterwards came to Agra and was rewarded by sitting half a day (or as some say, two hours) on the throne with absolute power durnig which interval he is said to have provided for himself and his friends."

"History of India" 439,

এত জানিয়া এত বুঝিয়া চক্ষুর সম্মুখে সম্ভবপর বিপদ-রাক্ষসীর লেলিহান জিহ্বা দর্শন করিয়াও তাঁহার কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ক্ষণেকের জন্যও অকৃতজ্ঞতার ঘৃণ্য ছায়াপাত হয় নাই। রাজ্য-হীন—এমন কি স্ববংশে জীবন হানি হইবার আশঙ্কাও তাঁহাকে কৃতজ্ঞতার পুণ্য পথ হইতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত করিতে সমর্থ হয় নাই।

সম্রাট হুমায়ূনের এবংবিধ অশ্রুতপূর্ব্ব কৃতজ্ঞতা প্রত্যক্ষ করিয়া উপস্থিত জন মণ্ডলী বিস্ময়ে ও ভক্তি রসে আপ্লুত হইয়া তদীয় উদ্দেশ্যে সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত করিল। সমগ্র দরবার-ভবন সম্রাটের জয় ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

কিঞ্চিদধিক সার্দ্ধ ত্রি-শতাব্দী অতীত হইতে চলিল, মোস্‌লেম কুলতিলক কৃতজ্ঞপ্রাণ মহামান্য ভারত সম্রাট হুমায়ূনের নশ্বর দেহ কালের কঠোর নিষ্পেষণে ভূ-পৃষ্ঠ হইতে বিমুক্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে হুমায়ূনের মৃত্যু হয় নাই। "কীর্ত্তিযস্য সঃ জীবতি"—কীর্ত্তিমান ব্যক্তি চির-জীবি। হুমায়ূন অমর।

যতদিন গগনমণ্ডলে চন্দ্র-সূর্য্য উদিত হইবে—যতদিন ধরা বক্ষে মানব হৃদয়ে কৃতজ্ঞতার লেশ মাত্রও বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন স্থাবর-জঙ্গম এই অদ্ভুত কৃতজ্ঞতায় বিমুগ্ধ হইয়া সম-স্বরে গাহিবে "ধন্য হুমায়ূন।" মহাপ্রলয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পৃথ্বীবক্ষ হইতে অসীম বায়ুমণ্ডল ভেদ করিয়া স্বর্গলোকে

হুমায়ূনের কর্ণকুহরে লক্ষ লক্ষ কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি উঠিবে "ধন্য হুমায়ূন।"—হয়ত মহাবিচারের দিবসেও মহা বিচারকের সম্মুখে নিখিল জগত আত্ম-চিন্তা বিস্মৃতির অতল সলিলে বিসর্জ্জন দিয়া অন্ততঃ একটি বারও গাহিয়া উঠিবে "ধন্য হুমায়ূন।"

সম্রাট সালাহুদ্দীনের প্রতিজ্ঞা-পালন *

——):*:(——

ইস্‌লামের ধর্ম্মগ্রন্থ মহা-পবিত্র কোরআনে প্রতিজ্ঞা-পালনের কঠোর আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, এবং প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ বিশেষভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই ভোগ-লালসা পরিপূর্ণ পাপময় পৃথিবীতে সর্ব্বদা প্রতিজ্ঞা-পালন সংসারী মানব—বিশেষতঃ রাজনৈতিক পণ্ডিতগণের রীতি নহে। সংসারে যাঁহারা জটিল রাজনীতি-শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা অবগত আছেন যে, কুটিল রাজনীতিকগণ কোরআনের বাণী কদাচিৎ পালন করিয়া থাকেন। প্রাচীন যুগের চাণক্য হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর বিস্‌মার্ক পর্য্যন্ত যাবতীয় খ্যাতনামা রাজনৈতিক পুরুষ "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ" নীতিই অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন। কোন কোন মোস্‌লেম নরপতিও এই নীতির অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। লাভের সম্ভাবনা দেখিলে ইহারা নিতান্ত ধর্ম্মভীরু, নিরীহ স্বভাব ব্যক্তির সহিত প্রতিজ্ঞা

---

* প্রবন্ধটী ষ্টেনলী লেনপুল কৃত "সালাদিন" নামক ইংরেজী গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত।

ভঙ্গ করিয়া তাঁহাদের সর্ব্বনাশ সাধনেও পশ্চাৎপদ হইতেন না। কিন্তু এই ভূমণ্ডলে এমন বহু মোস্‌লেম নরপতি রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা তাঁহাদের প্রভূত ক্ষতি সত্বেও সু-পবিত্র সত্য সনাতন মহাগ্রন্থ কোরাণের "প্রতিজ্ঞা পালন কর" এই মহাবাণী অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালনের জন্য চেষ্টা করিয়াও রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া খ্যাতিলাভে সমর্থ হইয়া ছিলেন। এমন বহু মোস্‌লেম রাজর্ষির জন্মগ্রহণে ধরণী গৌরবান্বিতা হইয়া ছিল, যাঁহারা জগদ্বাসীকে প্রতিজ্ঞাপালন শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। প্রায় সমগ্র সিরিয়া, মেসোপতেমিয়া, পালেস্তাইন, য়েমন, মিসর, ত্রিপলী, বার্কা, নিউবিয়া ও সূদানের বিশ্ব-বিখ্যাত সম্রাট সালা-হুদ্দীন ইঁহাদের শীর্ষস্থানীয়। প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য তাঁহার নাম কি প্রাচ্যে, কি প্রতীচ্যে সর্ব্বত্রই পরিচিত। যে সমুদয় মহৎগুণে এই মহানুভব সম্রাটের হৃদয় বিভূষিত ছিল, প্রতিজ্ঞা-পালন তন্মধ্যে অন্যতম। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকে কোরআনের আদেশা-নুযায়ী তিনি মহাপাপ বলিয়া মনে করিতেন, এবং সর্ব্বদাই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের ভয়ে শঙ্কিত থাকিতেন। ১১৮৭ খৃষ্টাব্দে হিতিনের মহাসমরে জেরুজালেমের রাজা 'গে' সানুচর বন্দী হইয়া দামেস্কে প্রেরিত হন। হিতিনের যুদ্ধ খৃষ্টান 'নাইট'দের অদৃষ্টের ভীষণ অট্টহাসি। ঐ যুদ্ধে অধিকাংশ বিখ্যাত 'নাইট' সম্রাট সালাহুদ্দীনের বন্দীশ্রেণী ভুক্ত হইয়া দামেস্কের লৌহ-কারাগারের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ঘটনা জুলাই

মাসে সংঘটিত হইয়া ছিল। আগষ্ট মাসে সালাহুদ্দীন আস্কালন নগরী আক্রমণ করিলেন। তিনি দামেস্ক হইতে রাজা গে ও 'টেম্পল' সম্প্রদায় ভুক্ত 'নাইট্'গণের অধ্যক্ষকে তথায় আনয়ন করিয়া তাঁহাদিগকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলেন যে, যদি তাঁহারা দূর্গাভ্যন্তরস্থ রক্ষী সৈন্যগণকে তাঁহার হস্তে আত্ম-সমর্পণে সম্মত করিতে পারেন, তবে তিনি তাঁহাদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করিবেন। প্রায় একপক্ষ কাল পরে বিজয়-মাল্য সালাহুদ্দীনের গলদেশে অর্পিত হইল। এই কার্য্যে খলচেতা গে কতদূর সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা নিতান্ত সন্দেহ জনক হইলেও তিনি তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন। * পরবর্ত্তী গ্রীষ্ম-কালেই রাজাকে তাঁহার ভ্রাতা ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের সহিত মুক্তি প্রদান করা হইয়াছিল। ১১৮৮ খৃষ্টাব্দে যখন ইউরোপে তৃতীয় ধর্ম্মযুদ্ধের বিরাট আয়োজন চলিতেছিল, তখন রাজ্ঞী সিবিলা সালাহুদ্দীনকে তাঁহার আস্কালনের প্রতিজ্ঞা পালন করিতে অনুরোধ করিলেন। ইহাদিগকে কারামুক্তি দিলে

* "Saladin had king Guy and the Master of the Temple brought from Damuscus and promised them their liberty if they could persuade the garrison to surrender...Saracens occupied Ascalon...It is doubtful how far they had cantributed to this result, but Saladin kept his promise."

Vide, Stanely Lane Pool's "Saladin" 223.

ইহারা পরিণামে তাঁহার কি ভীষণ শত্রুতা সাধন করিবে, সম্রাট তাহা অতি উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত ছিলেন। এতদ্‌সত্বেও তিনি প্রতিজ্ঞা পালনে শৈথিল্য প্রদর্শন করিলেন না। জুলাই মাসে টর্টোসা নগরীতে অবস্থানকালে রাজা গে ও অন্যান্য বন্দীগণ দামেস্ক হইতে তথায় আনিত হইলেন। তাঁহারা সম্রাটের বিরুদ্ধে কখনও অস্ত্র ধারণ করিবেন না বলিয়া কঠোর ভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে তাঁহাদিগকে মুক্তি প্রদান করা হইল। মণ্ট্‌ফেরাতের 'মারকুইস' টায়ারে তাঁহার পুত্রের নিকট এবং তোরণের 'হাম্ফ্রে' তাঁহার জননীর নিকট প্রেরিত হইল। কিন্তু মুক্তি প্রাপ্তির পরই তাঁহারা তাঁহাদের প্রতিজ্ঞার কথা ভুলিয়া গেলেন। রাজা গে, তদীয় ভ্রাতা ও 'টেম্পল' সম্প্রদায়ের 'নাইট'গণের অধ্যক্ষ রাজ্ঞী সিবিলার সহিত যোগদান করত ত্রিপোলিস্‌ ও এন্টিওক নগরে প্রতিশোধ গ্রহণের উপায় উদ্ভাবনে নিরত হইয়া তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ নিয়মে সালাহুদ্দীনের সরল বিশ্বাস ও সদাশয়তার প্রতিদান (?) প্রদান করিতে প্রস্তুত হইল। *

* "Queen Sibylla had claimed from Saladin the performance of the promise made at Ascalon; her husband Guy with his ten fellow prisoners...were brought before the sultan at Tortosa on July 11th, and after they had pledged their knightly honour not to bear arms against him they were suffered to go free. They lost no time in rewarding Saladin's good faith and generosity after their usual manner." "Saladin".

খৃষ্টানগণের প্রতিজ্ঞার মূল্য ও কৃতজ্ঞতার (?) কথা সালাহুদ্দীনের অজ্ঞাত ছিল না। তথাপি শুধু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের আশঙ্কায় তিনি ইস্‌লামের এই চির বৈরীদিগকে মুক্তি প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহারা অতি অদ্ভুতরূপে সে কৃতজ্ঞতার ঋণ ও শপথের মূল্য পরিশোধ করিয়াছিলেন। ক্রুসেডের তৃতীয় যুদ্ধ ইহাদের দ্বারাই সংঘটিত হইয়া ছিল। অবশেষে ফ্রান্স ও ইংলণ্ড রাজের সহিত যোগদান করিয়া ইহারা সম্রাট সালাহুদ্দীনকে শেষজীবনে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। খৃষ্টানগণের ঈদৃশ পৈশাচিক ব্যবহার সত্বেও সোলতান সালাহুদ্দীন কখনও কোরআনের বাক্য লঙ্ঘন করিতে সাহসী হইতেন না। শতবার খৃষ্টানেরা তাঁহার সহিত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া ছিল; কিন্তু এই পুণ্যাত্মা সম্রাট সন্ধি বা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া কখনও স্বীয় মুখ কলঙ্কিত করেন নাই।* ইবেলিনের 'বেলিয়ান' হিতিনের যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিবার পর তাঁহার স্ত্রী ও সন্তানবর্গকে আনয়নার্থ জেরুজালেমে যাইবার জন্য সালাহুদ্দীনের অভয় প্রার্থনা করিলে, বেলিয়ান এক রাত্রির অধিক নগরে থাকিতে এবং সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে পারিবেন না, এই 'সর্ত্তে' তিনি তাঁহার আবেদন 'মঞ্জুর' করিয়াছিলেন। সম্রাট তখন জেরুজালেম নগর অব-

---

* "He (Salah-ud-din) never broke a treaty in his life." "Saladin" 165.

রোধ করিয়াছিলেন। বেলিয়ান নগরে প্রবেশ করিয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি বিপক্ষ দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া সম্রাটের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু সম্রাট তাঁহার বাক্য রক্ষা করিয়াছিলেন। এমন কি এই বিশ্বাসঘাতক পুনরায় তাঁহার স্ত্রী-পুত্রকে ত্রিপোলিসে স্থানান্তরিত করিবার জন্য সালাহুদ্দীনের নিকট নিরাপদতার প্রতিশ্রুতি চাহিলে, তিনি অর্দ্ধশত অশ্বারোহী সৈন্যের আশ্রয়ে তাহাদিগকে যথা স্থানে প্রেরণ করিয়া তাঁহার প্রতিশ্রুতি পালন করিয়াছিলেন। * মোস্‌লেমগণ পৃথিবীকে শুধু জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত করেন নাই; দয়া, ক্ষমা, মনুষ্যত্ব, সদাশয়তা প্রভৃতি অন্যান্য গুণরাজির ন্যায় প্রতিজ্ঞা রক্ষায়ও পৃথ্বী তাঁহাদেরই শিষ্য। সোলতান সালাহুদ্দীন পুনঃ পুনঃ প্রতারিত এবং ক্ষতিপ্রাপ্ত হইয়াও প্রতিজ্ঞা পালনের যে অসংখ্য উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বিশ্ববাসীকে প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, মোস্‌লেম ইতিহাস ভিন্ন অন্য জাতির ইতিহাসে তাহা ক্বচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

---

* "Balian again sent to him...to beg him to give another safe conduct, to remove his wife and children to Tripolis. Instead of reproaches, Saladin sent an escort of fifty horse, who carried out his wishes."

"Saladin" 226.

বীরবালা *

খৃষ্টের জন্মের পর কিঞ্চিদধিক সার্দ্ধ ষষ্ঠ শতাব্দী অনন্তকাল সমুদ্রে বিলীন হইয়া গিয়াছে। মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) আরবের অর্দ্ধ বর্ব্বর জাতিকে সাম্য-ঐক্য-মৈত্রীর যে নব-মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া ছিলেন, তাহার প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া সিরিয়া, এরাক ও বসোরা রাজ্যের রাজশক্তি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। গোলাপ ফুলরাণী বসোরা মোস্‌লেম-গণের হস্তগত হইলে, মোস্‌লেম সেনাপতি মহাবীর খালেদ সিরিয়া রাজ্যের রাজধানী ভুবনবিখ্যাত দামেস্ক নগরী আক্রমণ করিলেন।

৬৩৩ খৃষ্টাব্দে মোস্‌লেম সৈন্যগণ কর্ত্তৃক দামেস্ক অবরুদ্ধ হইল। মোস্‌লেমদের হস্তে পুনঃ পুনঃ পরাজিত এবং রাজ্যের পর রাজ্য তাঁহার হস্তচ্যুত হইতেছে দেখিয়া রোমক সম্রাট

---

* প্রবন্ধটী সাইমন অক্‌লী বি, ডি-কৃত "আরব জাতির ইতিহাস" অবলম্বনে লিখিত। বিস্তৃত বিবরণের জন্য উক্ত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। — লেখক।

হিরাক্লিয়াস চিন্তা ক্লিষ্ট হইয়া ছিলেন। কিন্তু বিনা চেষ্টায় "সিরিয়ার প্রাণ" দামেস্ক অবরোধ বার্ত্তা তাহার শ্রুতি গোচর হওয়া মাত্রই তিনি সপ্ততি সহস্র সুসজ্জিত সৈন্যসহ সেনাপতি ওয়ার্দ্দণকে স্বল্প সংখ্যক আরবগণের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। রোমক বাহিনীর আগমণ বার্ত্তা যখন মোস্‌লেম শিবিরে উপস্থিত হইল, তখন অধিকাংশ মোস্‌লেম সেনাপতি তথায় অনুপস্থিত ছিলেন। এজীদ এব্‌নে আবু সুফিয়ান তখন 'বলকা'য়, সেরজাবেল এব্‌নে হাসান পালেস্তাইনে, মিদ্ হরাণে, নোমান্ তদমারে এবং আমর এরাকে সমর পরিচালনা করিতে ছিলেন। এমতাবস্থায় সম্রাটের বিশাল বাহিনীর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া আরবদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল। সুতরাং মহাবীর খালেদ উপরি উক্ত সেনা নায়কগণকে অবিলম্বে আজনাদিনে উপস্থিত হইয়া খৃষ্টানদের সম্মুখীন হইবার জন্য আদেশ লিপি প্রেরণ করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে তিনি দামেস্কের অবরোধ উঠাইয়া সসৈন্যে আজনাদিন অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। মোস্‌লেম বাহিনীর অগ্রভাগ খালেদের এবং পশ্চাদ্ভাগ সেনাপতি আবু ওবায়দার অধিনায়কতায় পরিচালিত হইল। আরবগণকে গমনোদ্যত দেখিয়া দামেস্কবাসীরা সাহস অবলম্বন করিল। সৈন্যাধ্যক্ষ পলের নেতৃত্বাধীনে ষষ্ঠ সহস্র অশ্বারোহী, এবং পিটারের পরি-পরিচালনায় দশ সহস্র পদাতিক সৈন্য নগর পরিত্যাগ করিয়া

মোস লেম সৈন্যদলের পশ্চাদ্ভাগের উপর আপতিত হইল। এই অংশেই আরবদের রসদ-পত্র, পুত্র-কন্যা ও রমণীগণ অবস্থিত ছিল। পল আবু ওবায়দাকে যুদ্ধে ব্যস্ত রাখিলেন, এবং পিটার এই অবসরে তাঁহাদের বহু ধন-সম্পত্তি হস্তগত ও রমণীগণকে বন্দীকৃত করিয়া একদল রক্ষা-সৈন্য সমভিব্যহারে দামেস্কের দিকে পলায়ণ করিলেন। আরব সৈন্যদলের পশ্চাদ্ভাগের এবং-বিধ দুর্দ্দশার সংবাদ বীরবর খালেদের কর্ণগোচর হইল, তিনি তৎক্ষণাৎ সেনাপতি দেরার, রফী ও আবদুর রহমান সহ সসৈন্যে ভীমবেগে পশ্চাদ্দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহাদের আগমনে মুহূর্ত্ত মধ্যে যুদ্ধের গতিস্রোত সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইল। খৃষ্টানেরা চতুর্দ্দিকে আক্রান্ত হইয়া জীবনাশায় জলাঞ্জলি দিল, এবং তাহাদের পতাকা সমূহ ভূপাতিত হইল। সেনা নায়ক পল সাক্ষাৎ কালান্তক সদৃশ ভীমকায় দেরারকে তাহার দিকে দ্রুতবেগে আগমন করিতে দেখিয়া পলায়নের চেষ্টা করিলেন; কিন্তু পারিলেন না। পল দেরারের হস্তে বন্দী হইলেন। সেনাপতির দুরবস্থা দর্শনে সৈন্যগণ পলায়নের প্রয়াস পাইল। কিন্তু ক্রুদ্ধ মোস্‌লেম সৈন্যগণ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাদিগকে তরবারি মুখে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এইরূপে যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয়লক্ষ্মীর বরমাল্য আরব-দের গলদেশেই অর্পিত হইল। যে ষষ্ঠ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য মোস লেমগণকে পর্য্যুদস্ত করিবার জন্য গর্ব্বস্ফীত বক্ষে

দামেস্ক পরিত্যাগ করিয়া ছিল, তাহাদের মধ্যে মাত্র একশত সৈন্য পলায়ন করিয়া দামেস্কে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইল।*

আরব বাহিনীর মধ্যে শৌর্য্যে-বীর্য্যে একমাত্র খালেদ ভিন্ন দেরারের সমকক্ষ আর কেহই ছিলেন না। খাওলা নাম্নী তাঁহার এক অতুলনীয়া রূপলাবণ্যবতী ভগ্নী ছিলেন। যে সমুদয় রমণী পিটারের হস্তে বন্দীকৃতা হইয়া ছিলেন, খাওলা তন্মধ্যে অন্যতম। পিটারের হস্তে স্বীয় ভগ্নী বন্দীকৃতা হইয়াছে জানিতে পারিয়া দেরার অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া খালেদকে বিষণ্ণ বদনে এই দুর্ঘটনার বিষয় অবগত করাইলেন। বীর শ্রেষ্ঠ খালেদ তাঁহাকে সাহায্য সান্ত্বনা ও উৎসাহ প্রদান, এবং আবু ওবায়দাকে ধীর গতিতে অগ্রসর হইতে আদেশ প্রদান করিয়া রাকি, মেসারা ও দেরারকে সঙ্গে লইয়া বন্দীগণের অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন।

পিটার বন্দীগণ ও লুণ্ঠীত দ্রব্য সহ কিয়দ্দুর গমন করিয়া বিশ্রাম লাভাশায়ে এক নিরাপদ স্থানে উপবেশন করত লুণ্ঠিত দ্রব্য ও রমণীগণকে পরিদর্শন করিলেন। ফুল্ল যৌবনা খাওলার অপ্সরা বিনিন্দিত অসামান্যরূপ লাবণ্য দর্শনে পিটা-

* "The Chrirtians were all routed; of the six thousand horse which came out of Damascus only one hundred escaped ....."

Vide "History of the Saracens by Simon Ockley B. D. Pages 114

রের পাপহৃদয় সেই সৌন্দর্য্যরাশি উপভোগ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি স্বকীয় সৈন্যগণকে বলিলেন যে, তাহারা প্রত্যেকেই এক এক জন আরব রমণীকে গ্রহণ করিতে পারে; কিন্তু তিনি খাওলা ভিন্ন অন্য কোন রমণীকে গ্রহণ করিবেন না। সুতরাং খাওলার প্রতি যেন তাহাদের কেহই লুব্ধ-দৃষ্টি নিক্ষেপ না করে। অতঃপর গ্রীকগণ বিশ্রাম গ্রহণ মানসে স্ব স্ব শিবিরে প্রস্থান করিল। নর-পিশাচ পিটারের এই অসদভিপ্রায়ই তাহার সর্ব্বনাশের কারণ হইল। বিধির অলঙ্ঘ্য বিধান লঙ্ঘন করে কাহার সাধ্য?

পিটারের এই কু-বাসনার বিষয় অনতিবিলম্বে খাওলার কর্ণগোচর হইল। নিরুপায় হইয়াও এই বীর রমণী আত্ম-সম্মান রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। আরব রমণীদের মধ্যে প্রাচীন 'হেম্যারিয়' বংশের কতিপয় মহিলা অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রণ রাঙ্গিণী মূর্ত্তিতে যুদ্ধ ক্ষেত্রে আবির্ভূতা হইতে অভ্যস্ত ছিলেন। গ্রীকগণ শিবিরে প্রস্থান করিলে, খাওলা সমুদয় বন্দিনী নারীকে একত্র করিয়া তাহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, "প্রিয় ভগ্নিগণ!—হে দিগ্বিজয়ী আবর জাতির কুল মহিলাগণ! তোমরা কি এই বর্ব্বরগণ কর্ত্তৃক অপমানিতা হইয়া স্বকীয় জাতীয় গৌবর বিনষ্ট করিবে? সত্য ধর্ম্মালোক উদ্ভাসিত হইয়া তোমরা কি অবশেষে এই জড়প্রতিমা কদের সেবিকা ও ক্রীত দাসী হইয়া পাপ জীবন

যাপন করত পবিত্র এস্‌লাম ধর্ম্মে কলঙ্ক কালী লেপন করিবে? কোথায় তোমাদের সাহস, কোথায় তোমাদের পূর্ব্ব পুরুষ গৌরব? এই মূর্ত্তি পূজক ক্রীত দাসগণ কর্ত্তৃক নষ্ট হওয়া অপেক্ষা জীবন বিসর্জ্জন করাই আমি আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করি; তোমরা কি বল?" খাওলার এই বীরত্বব্যঞ্জক উৎসাহবাণী শ্রবণে ওফিরানাম্নী জনৈক মোসলেম মহিলা উত্তর করিলেন, "আমাদের এবংবিধ নিশ্চেষ্টতা ভীরুতা প্রসূত নহে, আমাদের হস্তে কি তরবারি, কি বর্শা, কি তীর, কি বন্দুক— আত্মরক্ষার কোন প্রকার অস্ত্র শস্ত্রই নাই। সুতরাং আমরা সম্পূর্ণ অসহায়; তজ্জন্য আমাদিগকে বাধ্য হইয়াই এইরূপ ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে হইয়াছে।" এতচ্ছ্রবণে খাওলা বলিলেন, "আমাদের নিকট যুদ্ধোপযোগী অস্ত্রাদি নাই সত্য, কিন্তু আমরা কি প্রত্যেকে এক একটা পট্টাবাস-দণ্ড গ্রহণ করিয়া তৎসাহায্যে আত্ম-রক্ষা করিতে পারি না? কে জানে যে আল্লাহ আমাদের কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া আমাদিগকে বিজয়িনী করিবেন না, অথবা অন্য কোন উপায়ে আমাদিগের সম্মান রক্ষার ব্যবস্থা করিবেন না? যদি তাহা না হয়, তবে আমরা আনন্দে মৃত্যু বরণ করিয়া চিরশান্তি লাভ করিব, এবং স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্ম্মের সম্মান রক্ষা করিব।" * ওফিরা খাওলার বাক্যের

* "But can't we" says Caulah, "take each of us a tent-pole and stand upon our guard? Who knows that it may please God to give us victory or deliver us by some means or other? If not, we shall die and be at rest and preserve the honouer of our country."

Vide, "History of the Saracens"...Simon Ockly B. D. pages 115

সত্যতা স্বীকার করিয়া লইলেন; অন্যান্য রমণীবৃন্দও তৎক্ষণাৎ তাঁহার উপদেশানুসারে কার্য্য করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধা হইলেন।

তাঁহারা খাওলাকে প্রধান সেনাপতি নির্ব্বাচিত করিলেন, এবং শিবিররাজি উৎপাটিত করিয়া প্রত্যেকে এক একটা দণ্ড হস্তে আত্ম-রক্ষার্থ প্রস্তুত হইলেন। "তোমরা চক্রাকারে দণ্ডায়মান হও; মণ্ডলীর ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া কোন শত্রু তোমাদের অনিষ্ট সাধন করিতে পারে, তোমাদের মধ্যে এরূপ স্থান রাখিও না। শত্রুপক্ষ তোমাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিলে যষ্ঠি দ্বারা তাহাদের বর্ষায় আঘাত করিবে, এবং দণ্ডাঘাতে তাহাদের তরবারি ও মস্তকের খুলি ভগ্ন করিয়া দিবে।" স্বকীয় নারী সৈন্যগণকে এই আদেশ প্রদান করিয়া খাওলা সম্মুখ দিকে একপদ অগ্রসর হইলেন, এবং হস্তস্থিত দণ্ডাঘাতে নিকটবর্ত্তী প্রহরীগণের একজনের মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিলেন। তৎক্ষণাৎ সেস্থানে এক মহা কোলাহল উত্থিত হইল, এবং ব্যাপার কি জানিবার জন্য গ্রীকগণ দ্রুতপদে ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল। তথায় আসিয়া তাহারা রমণীগণকে যুদ্ধবেশে সজ্জিত দেখিয়া বিস্মিত হইল। পিটার খাওলাকে বলিলেন, "প্রেয়সি, তোমার এরূপ কার্য্যের অর্থ কি?" খাওলা উত্তর করিলেন, "রে খৃষ্টান কুক্কুর, তোর এবং তোর সঙ্গীগণের সর্ব্বনাশ হউক। আমাদের কার্য্যের অর্থ এই যে, আমরা আমাদের আত্ম-সম্মান রক্ষা করিতে এবং এই যষ্টিরাশিদ্বারা তোমা-

দের মস্তক ভগ্ন করিতে অভিলাষী। যাহাকে তোমার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়া ছিলে, এক্ষণে কেন সেই প্রণয়িনীর নিকটবর্ত্তী হইতেছ না? আমার নিকট আইস, তোমার প্রেয়সীর হস্তে কিছু সময়োপযোগী উপহার গ্রহণ কর।" পিটার খাওলার এই উত্তর শ্রবণ করিয়া শুধু হাস্য করিলেন, এবং আরব রমণীগণকে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করত তাহাদের কোন অনিষ্ট সাধন না করিয়া কেবল তাহাদিগকে বন্দিনী করিতে ও তাঁহার প্রণয়িনীর সহিত বিশেষ সাবধানতা সহকারে ব্যবহার করিতে তদীয় সৈন্যগণকে আদেশ প্রদান করিলেন। সৈন্যগণ তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালনের চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। কারণ, কোন অশ্বারোহী মহিলাগণের নিকটবর্ত্তী হইলেই তাঁহারা দণ্ডাঘাতে তাহার অশ্ব-পদ ভগ্ন করিয়া দিতেন। ফলে সৈনিক প্রবর অশ্ব পৃষ্ঠ হইতে তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইতেন! আর তাঁহাকে অশ্বারোহণ করিতে হইত না!! চতুর্দ্দিক হইতে অবিশ্রান্ত যষ্ঠি প্রহারে হতভাগ্য সৈনিকের প্রাণ-বায়ু মুহূর্ত্ত মধ্যে অনন্ত শূন্যে মিশিয়া যাইত!!!* পিটার যখন বুঝিতে পারিলেন যে, রমণীবৃন্দ কিছুতেই তাঁহা-

* "When any horseman came near the women they struck at the horse's legs and if they brought him down his rider was sure to rise no more.'

History of the Saracens 115.

দের লক্ষ্যপথ ভ্রষ্ট হইবে না, তখন তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং অশ্ব হইতে অবতরণ করত, সৈন্যগণকেও অশ্ব ত্যাগ করিয়া অসি হস্তে আরবীয় মহিলাদের উপর আপতিত হইতে আদেশ প্রদান করিলেন। রমণীগণ ঘন সন্নিবিষ্ট হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন, এবং পরস্পরকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "লজ্জাকর জীবন যাপন অপেক্ষা যুদ্ধে সসম্মানে প্রাণ বিসর্জ্জন করাই আমাদের পক্ষে শ্রেয়ঃ।" পিটার অত্যন্ত সস্নেহ চক্ষে তাঁহার প্রণয়িনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং তাঁহার অসাধারণ সৌন্দর্য্য ও রমণীয় অঙ্গসৌষ্ঠব সন্দর্শন করিয়া তাঁহার সহিত বিচ্ছিন্ন হইতে অনিচ্ছুক হইলেন। তিনি তাঁহাকে যথেষ্ট প্রেম সম্ভাষণ করিলেন, এবং স্তোক বাক্যে তাঁহাকে ঐ দুঃসাহসিক কার্য্য হইতে বিরত রাখিবার প্রয়াস পাইলেন। পিটার খাওলাকে বারবার বলিলেন যে, তিনি অতুল ঐশ্বর্য্য এবং সম্মানিত পদের অধিকারী; খাওলা তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেই তাঁহার সমুদয় ধনৈশ্বর্য্য খাওলার পদতলে বিলুণ্ঠিত হইবে। পিটারের এবংবিধ ঘৃণিত বাক্যাবলী শ্রবণে খাওলা ক্রোধোন্মত্তা হইয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন, "রে দুরাত্মা, রে পাপিষ্ঠ বিধর্ম্মি, তোর এরূপ জিহ্বা সংযত কর্। আর একটু নিকটে আসিস্ না কেন? তাহা হইলেই ত যষ্ঠি প্রহারে মস্তিষ্ক বাহির করিয়া দিতে পারি।" এইবার পিটার খাওলার উপর সম্পূর্ণরূপে বিরক্ত হইলেন, এবং তর-

বারি কোষমুক্ত করিয়া তাঁহার সৈন্যদিগকে রমণীগণকে আক্রমণ করিতে অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন। তিনি সৈন্যগণকে বলিলেন যে, যদি তাহারা আরব রমণীগণ কর্ত্তৃক প্রহৃত হয়, তবে উহা তাহাদের পক্ষে সিরিয়া ও আরবের নিকটবর্ত্তী প্রদেশে অত্যন্ত কলঙ্কের বিষয় হইয়া পড়িবে। আরব মহিলাগণ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া বীরত্ব সহকারে শত্রু পক্ষের অগ্রগতিতে বাধা প্রদানের জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছেন, এমন সময় তাঁহাদের সৌভাগ্য বশতঃ মহাবীর খালেদ সদলবলে, ঘটনাস্থলের কিয়দ্দূরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, দূরে সূর্য্য কিরণে বহু উন্মুক্ত তরবারি ঝলমল করিতেছে, এবং ধূলিরাশি উড্ডীয়মান হইতেছে। তখন তাঁহারা ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন।

খালেদ রফীকে রমণীগণের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের জন্য দ্রুতগামী অশ্বে অগ্রে অগ্রে প্রেরণ করিয়া ছিলেন। তিনি যখন খালেদের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া সম্পূর্ণ ঘটনা বিবৃত করিলেন, তখন খালেদ উত্তর করিলেন, উহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। আরববংশোৎপন্ন মহিলাগণ সর্ব্বদাই এরূপ গৌরবজনক কার্য্যে অভ্যস্তা। এই সংবাদ দেরারের শ্রবণগোচর হওয়া মাত্রই তিনি অশ্বারোহণে দ্রুতবেগে রমণীগণের সাহায্যার্থ ছুটিয়া চলিলেন। খালেদ তাঁহাকে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে উপদেশ প্রদান করিলেন। কিন্তু ভগ্নী-শোকোন্মত্ত

দেরার আদৌ তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। অগত্যা বীরবর খালেদ সৈন্যগণকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াই যেন তাহারা শত্রুদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া ফেলে, তাহাদিগকে এই আদেশ প্রদান করিয়া দেরারের পশ্চাদনুসরণ করিলেন। খাওলা যখন 'সারাসেন দের উপস্থিতি দেখিতে পাইলেন, তখন তিনি হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে সঙ্গিনী রমণীগণকে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ভগ্নীগণ, দেখ, আল্লাহ্, আমাদিগকে সাহায্য প্রেরণ করিয়াছেন।" সারাসেনদের উপস্থিতি দর্শন করিয়া গ্রীকরা জীবনাশা বিসর্জ্জন করিয়া এবং বিষণ্ণ বদনে পরস্পরের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। কিরূপে নিজকে নিরাপদ করিবেন, উহাই এক্ষণে পিটারের একমাত্র ধ্যান ধারণা হইল। তিনি রমণীগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমাদের দুর্দ্দশার জন্য আমি বাস্তবিকই দুঃখিত; কেননা, আমাদেরও মাতা, ভগ্নী এবং স্ত্রী আছে। আমি তোমাদিগকে মুক্ত করিয়া দিলাম; তোমরা স্বাধীন ভাবে যথা ইচ্ছা গমন করিতে পার। সুতরাং তোমাদের সৈন্যগণ আসিলে, আমি তোমাদের সহিত কিরূপ সদ্ব্যবহার (?) করিয়াছি, তাহা তাহাদিগকে অবগত করাইতে বিস্মৃত হইও না।"

এই কথা বলিয়া তিনি 'সারাসেন'দের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, এবং দেখিতে পাইলেন যে, দুইজন অশ্বারোহী অন্যান্য সৈনিকবৃন্দের পুরোভাগে থাকিয়া অগ্রসর হইতেছেন। ক্ষণ-

কাল পরে পরিদৃষ্ট হইল যে, তাঁহাদের একজন পূর্ণ-রণসাজে সজ্জিত মহাবীর খালেদ এবং অন্য জন জিনশূন্য অশ্বারূঢ় তীক্ষ্ণ বর্ষাধারী ভীমকায় দেরার। বীরবালা খাওলা স্বীয় ভ্রাতাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ভ্রাতঃ, এদিকে আসুন।" পিটার তখন খাওলাকে বলিলেন, "তোমার ভ্রাতার সহিত মিলিত হও; আমি তোমায় তাঁহাকে প্রদান করিলাম।" এই কথা বলিয়াই তিনি যতদূর পারেন, ততদূর দ্রুতবেগে পলায়নের উদ্যোগ করিলেন। তদ্দর্শনে খাওলা তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া কহিলেন, "তোমার এ কিরূপ ব্যবহার? এইমাত্র তুমি আমার প্রতি গভীর প্রেম প্রকাশ করিতেছিলে, আর এক্ষণে তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিতেছ?" খাওলার এই বিদ্রূপাত্মক বাক্যে পিটার উত্তর করিলেন, "আমি তোমাকে পূর্ব্বে যতদূর ভালবাসিতাম, এক্ষণে আর ততদূর ভালবাসি না; তাই তোমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছি।" খাওলা বলিলেন, "তুমি যখন আমাকে ভালবাসিতে, আমি তখন তোমাকে ভালবাসিতাম না। তজ্জন্য তুমি ছলে-বলে-কলে-কৌশলে আমার প্রেম-লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলে। এখন তুমি আমার ভালবাসা বিস্মৃত হইয়াছ সত্য, কিন্তু আমি যে কায়মনপ্রাণে তোমার প্রেম শৃঙ্খলে আবদ্ধা হইয়া পড়িয়াছি। সুতরাং তুমি আমায় ত্যাগ করিতে চাহিলেও আমি কিছুতেই তোমার বিচ্ছেদ-জ্বালা সহ্য

করিতে পারিব না। যেরূপেই হউক, তোমাকে আমার চাই-ই!" এই বলিয়া খাওলা পিটারের দিকে ধাবিত হই-লেন। খালেদ এবং দেরারও তাঁহার পশ্চাদানুসরণ করিলেন। দেরারকে দেখিয়া পলায়নপর পিটার বলিয়া উঠিলেন, "ঐ আপ-নার ভগ্নী; তাঁহাকে গ্রহণ করুন। আমি তাঁহাকে উপহার স্বরূপ আপনাকে প্রদান করিলাম।" দেরার উত্তর করিলেন, "আপনার মহাপ্রাণতার জন্য আপনাকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিতেছি। আপনার উপহার গ্রহণ করিলাম; কিন্তু এই তীক্ষ্ণ বর্ষাফলক ভিন্ন প্রতিদান প্রদান করিবার মত আমার আর কিছুই নাই। সুতরাং দয়া করিয়া ইহা গ্রহণ করিতে আজ্ঞা হউক।" দেরারের বাক্য শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই খাওলা সুদৃঢ় দণ্ডাঘাতে পিটারের অশ্বপদ ভঙ্গ করিয়া দিলেন। দুর্ভাগ্য আরোহী তন্মুহূর্ত্তেই ভূপতিত হইল।* পিটারকে অশ্ব-পৃষ্ঠ হইতে পতিত হইতে দেখিয়া দেরার ভীমবেগে তাহার উপর আপতিত হইয়া তদীয় মস্তক দেহচ্যুত করিয়া লইলেন এবং উহা বর্ষার অগ্রভাগে বিদ্ধ করিয়া ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিলেন। তখন উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। মোস্‌লেমগণ চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ করিয়া গ্রীকদিগকে সমন সদনে

---

* Caulah struck the legs of his (Peter's) horse and brought him down.

History of the Saracens. 117

প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তিন সহস্র গ্রীক নিহত হইল; অবশিষ্ট প্রাণ ভয়ে রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। মোস্‌লেম বাহিনী দামেস্কের দূর্গদ্বার পর্য্যন্ত তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া বহু লুণ্ঠিত দ্রব্য, অশ্ব ও অস্ত্রশস্ত্রসহ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এইরূপে এক মোস্‌লেম "বীরাবলা"র অপূর্ব্ব বীরত্বে একদল সম্ভ্রান্ত আরব মহিলার সম্ভ্রম রক্ষিত হইল, এবং পরিশেষে শত্রুকুল ধ্বংস করিয়া তাঁহারাই বিজয় লক্ষ্মীর বরমাল্য লাভে সমর্থ হইলেন।

শতাব্দীর পর শতাব্দী অতীত হইল, মোস্‌লেম জাতির সেই প্রবল পরাক্রম, সেই বিশ্বব্যাপি সুবিশাল সাম্রাজ্য যেন কোন ঐন্দ্রজালিকের মায়াদণ্ড স্পর্শে ভূপৃষ্ঠ হইতে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে;—মোস্‌লেমগণ তাহাদের আত্মসম্মান জ্ঞান—তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ-গৌরব বিস্মৃত ও পরাধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া ঘৃণ্য জীবন যাপন করিতেছে। কিন্তু ইতিহাস তাঁহাদের—এমন কি তাহাদের বীর মহিলাগণেরও সেই অমানুষিক বীরত্ব অদ্যাপি বিস্মৃত হয় নাই। এই বীরবালাগণ ভীষণ বিপদজালে পরিবেষ্টিত হইয়াও আত্মসম্মান রক্ষার্থ যে আলৌকিক ও অনুপম সাহস প্রদর্শন করিয়া ছিলেন, বিশ্ব জগতের ইতিহাসে আজিও তাহা স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রহিয়া গিয়াছে।

অলৌকিক আত্মত্যাগ *

——):*:(——

১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ইংরেজের কৃপায় বিশ্বাসঘাতক মীর জাফরের শাসনকালের অবশান ঘটিলে তদীয় জামাতা নবাব নাসির-উল্-মুলক্ ইমতিয়াজ উদ্দৌলা মীর মহাম্মদ্ কাসেম আলী খাঁ নসরৎজঙ্গ বাহাদুর বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। মীর কাসেম দেখিলেন, রাজ-কোষ অর্থ শূন্য। অথচ অর্থবলে বলিয়ান না হইলে হৃদয়নিহিত মহান আশা সফল করিবার কোনই সম্ভাবনা নাই। তজ্জন্য তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর সর্ব্ব প্রথমে ধনা-গমের উপায় উদ্ভাবনে সচেষ্ট হইলেন। বহু বৎসর পূর্ব্বে মিসর সম্রাট সালাহুদ্দীন, সিরিয়ারাজ নুরুদ্দীন, পাঠান ভূপতি নাসীর উদ্দীন এবং মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব প্রভৃতি মোস্লেম নরপতিগণ বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াও

---

* প্রবন্ধটী প্রধাণতঃ সিয়ার-উল-মুতা খসেরীন নামক প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত। মহাবীর তকি খাঁ বাহাদুরের অপূর্ব্ব আত্ম-ত্যাগ, অদ্ভুত প্রভুভক্তি ও অলৌকিক বীরত্বের বিস্তৃত ইতিহাস জানিবার জন্য মুনশী গোলাম হোসেনের "সিয়ার উল মুতা খখেরীন এবং সংক্ষিপ্ত অথচ করুণ বিবরণের জন্য মহাপ্রাণ অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় প্রণীত "মীর কাসেম" দ্রষ্টব্য—লেখক।

বিলাসিতাকে চিরতরে বিসর্জ্জন দিয়া বিশ্বজগতে রাজর্ষি নামে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছিলেন। প্রজা বৎসল স্বাধীনচেতা নবাব মীর কাসেমও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী রাজন্যবর্গের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিলেন। তাঁহার কঠোর আদেশে রাজপুরী হইতে গীতবাদ্য অন্তর্হিত হইল, অনাবশ্যক দাস দাসী বিদায় গ্রহণ করিল—বিলাসিতার যাবতীয় উপকরণ একে একে দূরীভূত হইল। বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার স্বনামখ্যাত নবাব মীর কাসেমের নবাবমূর্ত্তি সন্ন্যাসীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। প্রজার উপকারের জন্য, স্বজাতির সম্মান রক্ষার জন্য ও সর্ব্বোপরি স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মীর কাসেম ভোগ বিলাশ পরিত্যাগ করিয়া আড়ম্বর হীন দরবেশ জীবন যাপন করিতে লাগিলেন!

রাজ্যে তখন ভীষণ অশান্তি। ইংরেজ তখন পূর্ব্ব ভারতে সর্ব্বেসর্ব্বা। রাজ কর্ম্মচারীগণের শাসন এবং নবাবের ভ্রুকুটি অগ্রাহ্য করিয়া কুটিল হৃদয় স্বার্থান্ধ ইংরেজ বণিক রাজ্যের সকল স্থানে বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিয়া বেড়াইতেছিল। দেশের যাবতীয় ধন সম্পদ বাণিজ্য-লক্ষ্মীর কৃপায় ইংরেজের করতলগত হইতেছিল। ইংরাজেরা বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিত; দেশীয় বণিকদিগকে শুল্ক দিতে হইত। সুতরাং প্রতিযোগিতায় দেশীয় বাণিজ্য টিকিতে পারিল না। ধন হীন হইয়া স্বর্ণপ্রসূ বঙ্গভূমি উৎসন্ন যাইতে ছিল। যে সকল দেশীয়

বণিক, জমিদার ও অধিবাসী স্বদেশের সর্ব্বনাশে ব্যথিত হইয়া ইংরাজ বণিকের অবাধ বাণিজ্যে ব্যঘাত জন্মাইবার চেষ্টা করিল, তাহারা খৃষ্টান সৈন্যগণের হাতে অমানুষিক উৎপীড়ন সহ্য করিয়া ইহলোক হইতে চিরতরে অপসৃত হইতে লাগিল ইংরাজের অত্যাচারে দেশে হাহাকার উঠিল। কোটি কোটি কণ্ঠের করুণ আর্ত্তনাদে বিহার উড়িষ্যার গগন ও পবন মুখরিত হইয়া উঠিল! মীর কাসেম ইংরাজ বণিক সভার নিকট অভিযোগ উত্থাপন করিয়া এবং কোম্পনীর কর্ম্মচারিগণের বাণিজ্যের শুল্ক হার নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়া প্রজা বর্গের দুরবস্থার প্রতীকার সাধনে চেষ্টিত হইলেন। কিন্তু তাহার চেষ্টা ফলবতী হইল না। অগত্যা তিনি বাণিজ্য শুল্ক একেবারে রহিত করিয়া দিলেন। ইহাতে ইংরাজের স্বার্থে আঘাত পড়িল। দেশীয় বাণিজ্যের সর্ব্বনাশ সাধনই তাহাদের এক মাত্র উদ্দেশ্য ছিল। মীর কাসেমের এই কার্য্যে তাহাদের সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল। তাহারা বাহু বলে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যুদ্ধ যাত্রা করিল। মহাবীর মীর কাসেমও নির্ভয়চিত্তে ইংরাজের অত্যাচার হইতে প্রজার ধন প্রাণ ও জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সসৈন্যে রণ সাজে সজ্জিত হইলেন।

সুবিশাল মোস্‌লেম সাম্রাজ্যের স্বাধীনতা-সূর্য্যের অস্তগমনোন্মুখ অবস্থা সন্দর্শনে একদিন মোগল সম্রাট শাহ আলম চক্ষু

জলে বক্ষ সিক্ত করিয়াছিলেন।—ভারতীয় মোস্লেম সাম্রাজ্যের ভাগ্যাকাশে ইংরাজ ধূমকেতুর উদয় দর্শনে মোস্লেমগণের দুর্ভাগ্যাশঙ্কায় একদিন হতভাগ্য নবাব সিরাজ উদ্দৌলার বালক-প্রাণ আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল; মীর কাসেমের হৃদয়ও সেই আশঙ্কায় কাঁদিয়া উঠিল! বুদ্ধিমান মীর কাসেম দিব্য চক্ষে ভবিষ্যৎ বিপদ দর্শন করিতে সমর্থ হইয়া ছিলেন। তাই তিনি জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষার্থ ইংরাজের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াই স্থির করিলেন। ইংরাজের পাশব অত্যাচারের নিবারণ, প্রজাকুলের মঙ্গল সাধন এবং স্বদেশ ও স্বজাতির গৌরব রক্ষার্থ পাঁচ বৎসর পুর্ব্বে বালক নবাব মনসুর উল মুল্ক সেরাজ উদ্দৌলা শাহকুলী মির্জ্জা মহাম্মদ হায়বৎ জঙ্গ বাহাদুর তাহারই স্বদেশীয়গণের নির্ম্মম বিশ্বাসঘাতকতার প্রাণ ত্যাগ করিয়া ছিলেন। বীর হৃদয় মীর কাসেলও জন্মভূমির স্বাধীনতা ও প্রজারক্ষার জন্য আত্মবিসর্জ্জনে প্রস্তুত হইলেন।

মীর কাসেমের সুশিক্ষিত অশ্বারোহী সেনাদলের অধিনায়ক মহাম্মদ তকি খাঁ বাহাদুর নবাবের আদেশে মুর্শিদাবাদ রক্ষার্থ প্রেরিত হইয়াছিলেন। অজয় নদীর তীরে নবাব সেনার সহিত ইংরেজ সৈন্যের প্রথম শক্তি পরীক্ষার পর মহাবীর তকি খাঁ দ্রুতপদে কাটোয়ার রণক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। বাঙ্গালার ইতিহাস হিংসা, বিদ্বেষ ও বিশ্বাসঘাতকতার ইতি-

হাস। অসংখ্য স্বদেশদ্রোহী অকৃতজ্ঞ ও বিশ্বাসঘাতকের ইতিবৃত্ত বক্ষে ধারণ করিয়া বাঙ্গালার ইতিহাস কলঙ্কিত। সে ইতিহাস লিখিতে ঘৃণায় লেখনী সঙ্কুচিত হইয়া আসে। তকি খাঁ যখন ইংরেজদিগকে বাধাদানে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন তখন তাঁহার সেনানায়কগণ তকি খাঁর পদগৌরব ও তাঁহার দেশব্যাপী যশোলাভে ঈর্ষান্বিত হইয়া তাহার সহিত একযোগে যুদ্ধ করিতে অসম্মত হইল। নবাব মীর কাসেমের অন্নে, অর্থে ও অনুগ্রহে যাহারা সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত হইয়া দেশ বাসীর সম্মানের পাত্র বলিয়া পরগণিত হইয়াছিল—যাহাদের রণকৌশল ও প্রভুভক্তির উপর নির্ভর করিয়া মীর কাসেম ইংরেজ বিতাড়নে অগ্রসর হইয়া ছিলেন, হিংসা ও বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সেই মহা বিপদের দিনে এইরূপে তাহারা তাঁহার কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করিতে—এইরূপে তাহাদের প্রভুভক্তি ও স্বদেশ প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে উদ্যত হইল। তদধীন সেনাপতিগণের অচিন্তিতপূর্ব্ব জঘন্য ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিয়া মোহাম্মাদ তকি খাঁ অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয় হইতে প্রভুভক্তি ও স্বদেশ-প্রীতি বিলুপ্ত হইল না। প্রভুর ভবিষ্যৎ বিপদ ভাবিয়া তকি খাঁর বীরহৃদয় অধীর হইয়া উঠিল। অধস্তন সেনানায়কগণের সাহায্যে বঞ্চিত হইয়াও তিনি নিরুৎসাহ হইলেন না। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে

পলাশীর রণক্ষেত্রে মীর জাফর প্রভৃতি নবাব সেরাজ উদ্দৌলার সেনাপতিগণ যখন তাহার পক্ষে যুদ্ধ করিতে অস্বীকৃত হইয়া ছিল, তখন মোহনলাল ও মীর মদন সসৈন্যে ইংরেজের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রেম এবং প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া ছিলেন। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের ঊনবিংশ দিবসে বাঙ্গালার অমর বীর মোহাম্মদ তকি খাঁ বাহাদুরও বূ্যহ রচনা করিয়া কাটোয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরেজের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

যুদ্ধ চলিতে লাগিল। আহতের আর্ত্তনাদে, কামান গর্জ্জনের গগনভেদী শব্দে, অশ্বের হ্রেষারবে রণভূমি মহা প্রলয়ের মহা প্রান্তরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। অসংখ্য মৃতদেহে যুদ্ধক্ষেত্র আচ্ছন্ন হইল। প্রবল বেগে রক্ত-স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হইল। মহাবীর মোহাম্মদ তকি খাঁ বাক্য জ্ঞান-হারা প্রবল পরাক্রমে রণক্ষেত্রে শত্রু দলন করিতে লাগিলেন। তদীয় আফগান এবং মোগল সৈন্যগণও আলৌকিক বীরত্ব সহকারে বিপক্ষ বাহিনী মথিত করিয়া ইংরেজগণের অন্তরে বিভীষিকার সঞ্চার করিতে লাগিল। যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা- দৃষ্টে বোধ হইল, বিজয়-লক্ষ্মী মোহাম্মাদ তকি খাঁরই অঙ্ক-শায়িনী হইবেন—ইংরাজের জয়াশা চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইবে—কাটোয়ার রণক্ষেত্রে নবাব মীর কাসেমের বিজয়-দুন্দুভি বাজিয়া উঠিবে। কিন্তু তকি খাঁর দুর্ভাগ্য! মীর

কাসেমের দুর্ভাগ্য !! বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার দুর্ভাগ্য !!! তাই ঘটনাস্রোত হঠাৎ বিপরীত মুখে প্রবাহিত হইল। ভীষণ বেগে যুদ্ধ চলিতেছিল। অকস্মাৎ ইংরেজ সৈন্যের কামান নিস্থত একটী গোলা আসিয়া তকি খাঁর পদদেশে পতিত হইল। তিনি আহত হইলেন; তদীয় অশ্বের প্রাণহীন দেহ ভূমিতলে পতিত হইল। আহত পদ বা অশ্বের মৃতদেহ, কোন দিকেই তাঁহার দৃষ্টিপাত নাই। প্রথম অশ্ব নিহত হইবা মাত্র তিনিদ্বিতীয় অশ্বে আরোহণ করতঃ তেজোময় উৎসাহ বাক্যে সৈন্যগণকে ইংরেজ দলনে উত্তেজিত করিয়া দ্বিগুণ তেজে বিপক্ষ সৈন্য-শোণিতে তাঁহার তীক্ষ্ণধার কৃপাণ রঞ্জিত করিতে লাগিলেন। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে আবার একটী বন্দুকের গুলি তাহার স্কন্ধ দেশের এক পার্শ্বে প্রবিষ্ট হইয়া অপর পার্শ্ব দিয়া বহির্গত হইয়া গেল। ক্ষত মুখে অজস্র শোণিতস্রাব হইতে লাগিল। কিন্তু এইখানেই বিপদের শেষ হইল না। শত্রুপক্ষের নিক্ষিপ্ত অপর একটী গুলিতে তাহার দ্বিতীয় অশ্বটীও প্রাণ-ত্যাগ করিল। নিজে আহত, অশ্ব নিহত; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এত বড় ভীষণ আঘাত—এত বড় বিপদেও মোহাম্মদ তকি খার বদন মণ্ডলে বেদনার চিহ্ন মাত্রও দেখা গেল না !! বরং তাঁহাকে আহত ও বিপন্ন জানিতে পারিয়া যাহাতে সৈন্যদল নিরুৎসাহ না হয়, তিনি তাহারই চেষ্টায় মনঃ সংযোগ করি-লেন !!! মহাবীর অগোণে আহত স্থান বস্ত্রাবৃত করিয়া

তৃতীয় অশ্বে * আরোহণ পূর্ব্বক নবোদ্যমে ইংরেজ-দলনে অগ্রসর হইলেন। এবার ইংরেজেরা এই স্বদেশপ্রাণ প্রভুভক্ত বীরপুরুষের ভীম প্রতাপ সহ্য করিতে পারিল না। তাহারা পশ্চাতে হটিয়া যাইতে বাধ্য হইল। যুদ্ধক্ষেত্রের সম্মুখে একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইতেছিল। একদল ইংরেজ-সৈন্য ঐ নদী খ্যাতের মধ্যে ঝোপের আড়ালে লুক্কায়িত ছিল। নবাবসৈন্য ঐ স্থানে উহাদের অবস্থিতি সম্বন্ধে কিছুই জানিত না। বীরবর তকি খাঁ নদীতীরে উপস্থিত হইয়া ইংরেজদের সহিত 'হাতাহাতি' যুদ্ধ করিবার জন্য নদী উত্তীর্ণ হইবার পথ অনুসন্ধান করিতে ছিলেন। এমন সময় ঝোপাভ্যন্তরে লুক্কায়িত ইংরেজ সৈন্যগণ সহসা একযোগে নবাব সৈন্যের দিকে গুলি করিতে লাগিল। তকি খাঁর অধিকাংশ সৈন্যের প্রাণহীন দেহে নদীতীর আচ্ছন্ন হইল। শত্রুপক্ষের একটী গুলি তকি খাঁর মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট হইল। যিনি নবাব মীর কাসেমের—বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার অধিবাসীগণের এবং তাহাদের স্বাধীনতার একমাত্র আশা-ভরসা স্থল ছিলেন—সেই অতুলনীয় মহাবীর মোহাম্মাদ তকি খাঁ বাহাদুরের অসাড়

* স্কটের মতে তৃতীয় অশ্বে আরোহণের পর তকি খাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু মুতাখখেরীন কার বলেন যে, দ্বিতীয় অশ্বে আরোহণের পর তকি খাঁ দেহ ত্যাগ করেন। আমরা অশ্ব বিষয়ে স্কটের এবং অন্যান্য বিষয়ে মুতাখখেরীন কারের অনুসরণ করিলাম—লেখক।

বীরদেহ অশ্ব পৃষ্ঠ হইতে ভূমিতলে পতিত হইল। মোস্‌লেম পূর্ব্ব ভারতের গৌরব প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইল! বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার স্বাধীনতা সূর্য্য অস্তাচলে গমন করিল!! অন্যায় সমরে কাঠোয়ার রণক্ষেত্রে ইংরেজেরা জয়লাভ করিল!!! *

---

* কাটোয়ার যুদ্ধ ও তকি খাঁর শৌর্য্য বীর্য্য বিষয়ে স্কট বলেন :—"......Mohammad Takky (?) Khan attacked them (the English)......He had two horses killed under him and had mounted a third when a ball lodging in his forehead he expired." History of Bengal.

মুনশী সৈয়দ গোলাম হোসেন বলেন :—"The moment was becoming critical when a ball of canon wounded Mohammad Taky Khan in the foot and killed his horse which fell sprawling on the ground. The General without betraying any anguish mounted another and continued to advance and to exhort his men; At this moment a musket-ball entering at his shoulder came out on the opposite side. That brave man without betraying any emotion assembled the hemn of his garment and throwing it over his shoulder to conceal his wound from his men still advanced. The English were on the point of retreating but they had placed an ambuscade at the bottom of a little river which was full on his passage and the General being arrived there was looking out for a passage to come to hand blows with them when the ambuscade men, rising at once, made a sudden discharge full in his face overthrew numbers of his followers and lodging a bullet in his fore head that incomparable hero who was the main prop of Mir Cossimghan's forture hastened into entering in the middle of his slaughtered soldiers."

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর মহাশ্মশানে বীরবর মীর মদন জন্মভূমির স্বাধীনতাও স্বীয় প্রভুর সম্মান রক্ষার জন্য আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়া ছিলেন; ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে পলাশীর করুণ নাটক অভিনয়ের ষষ্ঠ বর্ষ পরে কাটোয়ার রণক্ষেত্রে মহাবীর মোহাম্মদ তকি খাঁ বাহাদুরও দেশপ্রেম এবং প্রভুভক্তিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া "অলৌকিক আত্মত্যাগে" জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিলেন।

ভীরু বলিয়া বাঙ্গালী বিশ্বে অপবাদগ্রস্ত। তকি খাঁ বাঙ্গালীর সে কলঙ্ক অপনোদন করিয়া ছিলেন। বাঙ্গালী যখন ঘৃণ্য স্বার্থের জন্য সুদূর প্রতীচ্যের একটী ব্যবসায়ী জাতির নিকট স্বদেশের স্বাধীনতা বিক্রয়ের হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত—মীর জাফর, জগৎ শেঠ, কৃষ্ণচন্দ্র, রাজবল্লভ, উমিচাঁদ প্রভৃতি অসংখ্য "নেমক হারাম" বিশ্বাসঘাতকের জন্মগ্রহণে যখন বঙ্গভূমি কলঙ্কিত—দেশের লোক যখন স্বাধীনতার মূল্য ও প্রভুভক্তি বিস্মৃত, তখন মোহাম্মদ তকি খাঁ বাহাদুর এইরূপে অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ, আলৌকিক বীরত্ব, অদ্ভুত দেশপ্রেম এবং অতুলনীয় প্রভুভক্তি প্রদর্শন করিয়া ছিলেন।

হল্‌দী ঘাটে প্রতাপের বীরত্ব ও দেশপ্রেম তকি খাঁর বীরত্ব ও স্বদেশ প্রীতির তুল্য নহে। হল্‌দী ঘাটে প্রতাপের স্বদেশবাসীরা একযোগে তাঁহার পতাকা তলে সমবেত হইয়া ছিল, কিন্তু কাটোয়ার রণক্ষেত্রে তকি খাঁর সেনানায়কেরা

সসৈন্যে তাঁহার পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া ছিল। শুধু নিজ সৈন্যগণের এবং স্বকীয় বীরত্বের উপর নির্ভর করিয়াই তকি খাঁ ইংরেজ দলনে অগ্রসর হইয়া ছিলেন। তকি খাঁর ন্যায় সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পতিত হইলে প্রতাপ সিংহ বিপুল মোগল বাহিনীর সম্মুখীন হইয়া অসীম বিক্রম প্রদর্শন করত “স্বদেশ হিতৈষী বীর” বলিয়া পরিচিত হইতে পারিতেন কিনা, তাহা সন্দেহের বিষয়। থার্ম্মাপলীর গ্রীকবীর লিওনিডাসের আত্ম বিসর্জ্জন অপেক্ষাও তকি খাঁর আত্মত্যাগ কোন অংশেই ন্যূন নহে। লিওনিডাসের ন্যায় তকি খাঁও মুষ্টিমেয় অনুচর সহ স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থ শত্রুহস্তে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। হল্‌দিঘাট ও থার্ম্মাপলি তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছে; কিন্তু কাটোয়া অজ্ঞাত হইয়া রহিয়াছে! প্রতাপ ও লিওনিডাসের নাম আজ জগদ্বাসীর নিকট কত পরিচিত; তাঁহাদের বীরত্ব ও আত্মত্যাগ লইয়া কত কাব্য, মহাকাব্য পর্য্যন্ত রচিত হইয়াছে। কিন্তু জগদ্বাসী ত দূরের কথা, যে বাঙ্গালীর জন্য তকি খাঁ বাহাদুর আত্ম বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, সেই বাঙ্গালীরাও আজ তকি খাঁর নাম পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে!! কেবল তাহাই নহে, স্কট, মেলিসন * প্রভৃতি

---

* তকি খাঁ কত বড় বীর ছিলেন, পরবর্ত্তীকালে পলাসীর যুদ্ধে নবাব সৈন্যের পরাজয়ের কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া মেলিসন মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন:—“It wanted one man, a skil ful leader, such a manes the Mohommad Taki Khan... to make sucess humanly speaking absolutely certain. It had not that man......

Vide, Colonel Malleson's "Decisive Battles of India, page 160.

ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ বিস্ময় বিমুগ্ধ চিত্তে যে তকি খাঁর বীরত্ব, প্রভুভক্তি ও দেশপ্রেমের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালী ঔপন্যাসিক সেই তকি খাঁকে কামান্ধরূপে চিত্রিত করিয়া, বারবনিতা "দলনীর" দ্বারা পদাঘাত খাওয়াইয়া ইংরেজ কর্ত্তৃক নবাব শিবির আক্রমণ কালে তাঁহাকে বন্দী অবস্থায় বসাইয়া রাখিয়া এবং মীর কাসেমের তরবারির আঘাতে তাঁহার মৃত্যু ঘটাইয়া তকি খাঁর অপূর্ব্ব স্বদেশ হিতৈষণা, আত্মত্যাগ ও প্রভুভক্তির প্রতি উপযুক্ত সম্মান (?) প্রদর্শন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন!!! আর অকৃতজ্ঞ বাঙ্গালী সেই নীচমনা—ঔপন্যাসিককেই "সাহিত্য-সম্রাট" বলিয়া তাহার স্মৃতিপূজার বন্দোবস্ত করত নিজদিগকে চির কৃতার্থ মনে করিতেছ! জানিনা, কৃতঘ্নতার ইহা অপেক্ষা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত বিশ্ব-ইতিহাসে আর আছে কিনা।

তকি খাঁর অপূর্ব্ব বীরত্ব এবং দেশপ্রেম ইংরেজেরাও মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার স্বদেশ প্রীতি ও প্রভুভক্তির দৃষ্টান্তের তুলনা জগতের ইতিহাসে বিরল। বাঙ্গালীর হৃদয়ে প্রকৃত স্বদেশ প্রেম থাকিলে কাটোয়া প্রান্তর, হল্‌দি ঘাটও থার্ম্মাপলীর ন্যায় তীর্থস্থানে পরিণত হইত। বাঙ্গালায় প্রকৃত স্বদেশ প্রাণ ঐতিহাসিক, কবি, নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক থাকিলে বাঙ্গালার ইতিহাস, কাব্য, মহাকাব্য, নাটক ও উপন্যাসে মহাবীর মোহাম্মদ তকি খাঁ বাহাদুরের অতুল বীরত্ব

স্বদেশ হিতৈষণা, আত্মত্যাগ, স্বজাতি প্রেম ও প্রভু ভক্তির কথা বিঘোষিত হইত। প্রতাপ সিংহ ও লিওনিডাসের ন্যায় তকি খাঁর নামও আজ দেশবাসীর কণ্ঠে ভক্তি ভরে উচ্চারিত হইত।

বাঙ্গালার নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক, মোস্‌লেম সমাজের ভক্তি ভাজন বাবু অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয় এ সম্বন্ধে সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "বাঙ্গালার ইতিহাস নিরবচ্ছিন্ন কলঙ্ক কাহিনীতে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে।......যে দুই একজনের ললাট কলঙ্ক মুক্ত, তাঁহাদিগের কথাও এদেশে সহজে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। নচেৎ মোহাম্মদ তকি খাঁর ন্যায় কর্ত্তব্যনিষ্ঠ বীরপুরুষের নামে উপন্যাসে কলঙ্ক সংযোগের সাহস হইত না। এরূপ বীরচরিত্রে কলঙ্ক লেপন করিতেও যাহাদের হৃদয় কিছুমাত্র ব্যথিত হয় না, সেই দেশেই জন সাধারণের নিকট উপন্যাস অকৃত্রিম উৎসাহলাভ করিয়াছে; সেই দেশেই রঙ্গমঞ্চ করতালি ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে;......ইহা কেবল এই দেশেই সম্ভব হইয়াছে। মুসলমান সমাজের প্রাণ থাকিলে, এদেশেও তাহা সম্ভব হইত না। তকি খাঁর শরীরে বহুজন সমক্ষে বারবনিতার পদাঘাত,—বঙ্গ রঙ্গ-ভূমির দূরপনেয় কলঙ্ক !!" এই মন্তব্যের উপর টীকা টিপ্পনী নিষ্প্রয়োজন।

অসীম ধর্ম্মানুরাগ

দ্বিতীয় 'খলীফা' 'হজরত' ওমর পরলোক গমন করিয়াছেন। প্রবল পরাক্রমে সার্দ্ধ দশ বর্ষ কাল মোস্‌লেম জগতের শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিয়া মিসর ও পারস্য সাম্রাজ্যে ইস্‌লামের বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীয়মান করত সেই মহাপ্রাণ বীরপুরুষ ৬৪১ খৃষ্টাব্দে গুপ্ত ঘাতকের শাণিত অস্ত্রাঘাতে 'শহীদ' হইয়াছেন এবং বীরবর ওস্‌মান ইস্‌লাম-তরণীর কর্ণধাররূপে তৃতীয় খলীফার পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

মহাবীর আমরের বীরত্বে মিসর দেশ গ্রীক-শাসন হইতে বিমুক্ত হইয়া, মোসলেম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল খলীফা ওমর তাঁহাকে তদীয় বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ বিজিত রাজ্যের শাসন কর্ত্তৃত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। ওসমান খলীফা পদ প্রাপ্ত হইয়াই আমরকে মদীনায় আহ্বান করিলেন, এবং আবদুল্লাহ্ এব্‌নে সা'দকে মিসরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন।

শূরবর আমর গ্রীকজাতির গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার মিসরে অবস্থান কালে গ্রীকগণ তাঁহার বিরুদ্ধে মস্তক উত্তোলন করিতে সাহসী হয় নাই; গ্রীক সাম্রাট ও মিসরে যয়া অভিযান প্রেরণ করিয়া স্বীয় অপমানের ভার বৃদ্ধি করেন

নাই। কিন্তু আমরের মিসর পরিত্যাগ সংবাদ তাহার কর্ণ-গোচর হইলে তিনি হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিতে মনস্থ করিলেন। অসংখ্য সৈন্য সহ সেনাপতি ম্যানুয়েল মিসর হইতে মোসলেমগণকে বিতাড়িত করিতে প্রেরিত হইলেন। গ্রীক সেনাপতি আলেকজান্দ্রিয়া অবরোধ করিলেন। নগর-বাসী খৃষ্টানগণের বিশ্বাসঘাতকতা তাঁহার বিজয়লাভের সহায়তা করিল। আমর কর্ত্তৃক আলেকজান্দ্রিয়া অধিকারের চারি বৎসর পরে পুনরায় উহা গ্রীক সম্রাটের হস্তগত হইল। মিসরের সমগ্র ভূ-খণ্ড গ্রীকদের চির-পরিচিত। কিন্তু আবদুল্লাহ্‌ তথায় নবীন আগন্তুক। সম্পূর্ণ অজ্ঞাত দেশে তিনি গ্রীক-বাহিনী বিতাড়িত করিবার যথোচিত উপায় অবলম্বন করিতে সমর্থ হইলেন না। পক্ষান্তরে মিসর সম্বন্ধে আমরের পূর্ণ অভিজ্ঞতা ছিল। আলেকজান্দ্রিয়ার পতনে মিসরবাসীরা আমরের অভাব বিশেষভাবে অনুভব করিল। আমরকে পুনরায় মিসরে প্রেরণ করিবার জন্য তাহারা খলীফার নিকট আবেদন করিল। এই ঘটনায় খলীফাও স্বীয় ভ্রান্তি বুঝিতে পারিলেন। ফলে অবিলম্বে মহাবীর আমর পুনরায় মিসরে প্রেরিত হইলেন। তাঁহার আগমনে ঘটনাস্রোত সম্পূর্ণ বিপরীত মুখে প্রবাহিত হইল। ভীষন যুদ্ধে শোচনীয় রূপে পরাভূত হইয়া ধ্বংসাবশিষ্ট সৈন্য সহ রোমক সম্রাটের খ্যাতনামা সেনাপতি জলপথে কনষ্টাণ্টিনোপলে পলায়ন করিলেন।

এইরূপে মিসরে পূর্ণ শান্তি স্থাপিত হইলে খলীফা পুনরায় আবদুল্লাহ্‌কে মিসরের শাসন কর্ত্তৃত্ব প্রদান করিলেন। পূর্ব্ব পরাজয়ের অপমান-স্মৃতি তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে জাগরূক ছিল। তিনি মিসরের পশ্চিম প্রান্তস্থ অজ্ঞাত প্রদেশ সমূহ স্বীয় অধিকার ভুক্ত করিয়া পূর্ব্ব অপমানের কলঙ্কভার দূর করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। তদনুসারে আবদুল্লাহ চল্লিশ সহস্র সৈন্য সহ লিবিয়ায় ভীষণ মরুভূমি অতিক্রম করত ত্রিপলী নগরের সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। যে গ্রীক সৈন্যদল নগর বাসিদের সাহায্যার্থ আগমন করিতেছিল তাহারা মোস্‌লেমগণের হস্তে সমুলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। আবদুল্লাহ সসৈন্যে ত্রিপলী অবরোধ করিলেন। কিন্তু নগর অধিকারের পুর্ব্বেই আবদুল্লাহকে এক ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হইতে হইল। গ্রীকসম্রাট কনষ্টাণ্টাইন আফ্রিকা মহাদেশস্থ তদীয় বিপুল সাম্রাজ্যের অবশিষ্টাংশ এত সহজে মোস্‌লেম হস্তে অর্পণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তাঁহার আদেশে রোমক সেনাপতি গ্রেগরি (Gregory) এক লক্ষ * সুসজ্জিত সৈন্যসহ

---

* কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে রোমক সেনাপতির নাম 'গ্রেগ্রিয়াস' এবং রোমক সৈন্য সংখ্যা এক লক্ষ বিংশতি সহস্র ছিল। আমরা এস্থলে "মিলস"এর মতের অনুসরণ করিলাম। গ্রীক সৈন্যের সংখ্যা এক লক্ষ ধরিলেও উহা মোস্‌লেম সৈন্যের সার্দ্ধ দ্বিগুণ ছিল—লেখক।

মোস্‌লেম বাহিনী পর্য্যদস্ত করিতে ত্রিপলী যাত্রা করিলেন। তাঁহার উপস্থিতিতে আবদুল্লাহ্‌কে নগর অবরোধ পরিত্যাগ করিয়া গ্রীক সেনাপতির সহিত শক্তি পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইতে হইল। ত্রিপলীর সম্মুখস্থ বিশাল বালুকাময় প্রান্তরে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। প্রত্যহ সূর্য্যোদয় হইতে মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত যুদ্ধ হইত। সূর্য্য মধ্যগগনে উপনীত হইলে রণ-ভূমির বালুকারাশি জ্বলন্ত অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হইয়া ততুপরি জীবদেহের অবস্থিতি অসম্ভব করিয়া তুলিত। তজ্জন্য উভয় পক্ষকেই বাধ্য হইয়া রণে ক্ষান্ত দিয়া স্ব স্ব শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত। এইরূপে কিছুদিন ভীষণ সংগ্রাম চলিল। কিন্তু জয় পরাজয় অনিশ্চিত রহিল। সৈন্যগণের সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও আরব বাহিনীকে পর্য্যুদস্ত করিতে পারিতেছেন না দেখিয়া গ্রেগরী অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে তিনি মোস্‌লেম সেনাপতিকে নিহত করত আরব সৈন্যদলকে নেতৃহীন ও নিঃসহায় করিয়া তাহাদের ধ্বংস সাধন করিবার উদ্দেশ্যে এক কৌশলজাল বিস্তার করিলেন। তাঁহার যুদ্ধ-বিদ্যাকুশল এক অতুলনীয় রূপ-লাবণ্যবতী দুহিতা ছিল * কন্যা স্বীয় জনকের সহকারিণীরূপে যুদ্ধে যেগেদান করিয়া বিপক্ষ সৈন্য

---

* আক্ষেপের বিষয়, আমরা এই মহিলার নাম সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। মিলস্‌, কি অক্‌লী কি বাঙ্গালী ঐতিহাসিকগণ সকলেই তাঁহার নাম সম্বন্ধে একেবারে নির্ব্বাক।—লেখক।

দলন করিলে তদীয় সৌন্দর্য্যরাশি উভয় পক্ষের যুবক সৈন্যগণের মনঃপ্রাণ হরণ করিত। গ্রেগরি ঘোষণা করিলেন, কি গ্রীক, কি মোস্‌লেম যে কেহ মোস্‌লেম সেনাপতির কর্ত্তিত মস্তক তাঁহাকে প্রদান করিবেন, তিনিই সেই কন্যারত্ন লাভের অধিকারী হইবেন। কেবল তাহাই নহে, তাঁহাকে এতদুপরি আরও এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার স্বরূপ প্রদত্ত হইবে। এই ঘোষণাবাণী শ্রবণে কামিনী-কাঞ্চন-লুব্ধ গ্রীক সৈন্যগণ আবদুল্লার জীবন নাশের জন্য প্রাণপণে চেষ্টিত হইল। গ্রেগরী মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার সৈন্যগণ মোস্‌লেম সেনাপতির প্রাণবধে অসমর্থ হইলেও অন্ততঃ কোন মোসলেম সৈন্য সেই অমূল্য পুরস্কার লোভে আবদুল্লাহর প্রাণনাশ করিবে। কিন্তু গ্রীক সেনাপতি আরব-চরিত্র সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়াছিলেন। ভোগ-বিলাস ও লোভ-লালসা তদানীন্তন আরব জাতির হৃদয়ে আদৌ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয় নাই। আবদুল্লার ছিন্নমস্তক গ্রীক শিবিরে প্রেরণ দূরের কথা, যাহাতে গ্রীক সৈন্যের হাত হইতে তাঁহার জীবন নিরাপদ থাকে, তজ্জন্য তাঁহারা বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিলেন। সেনাপতির মৃত্যু যে তাহাদের পক্ষে পরাজয়েরই নামান্তর মাত্র, তাহা তাহারা বিশেষ ভাবে বুঝিতে পারিয়া ছিলেন। তাই সৈনিকদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে আবদুল্লাহ্‌ রণ-ক্ষেত্র পরিত্যাগ করত শিবিরে অবস্থান করিতে বাধ্য হইলেন।

আরব সৈন্যদলে জোবের নামক একজন বিখ্যাত রণ-নিপুন সেনানায়ক ছিলেন। তিনি ইতোমধ্যে অতিরিক্ত সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আবদুল্লার সাহায্যর্থ যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। জোবের দেখিলেন, আরব সৈন্যগণ বিশৃঙ্খল ভাবে যুদ্ধ করিতেছে। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তিনি চতুর্দ্দিকে সেনাপতির অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের কোথাও তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলেন না। অবশেষে জোবের অবগত হইলেন যে, আবদুল্লাহ্ গ্রীকদের ঘোষণাবাণী শ্রবণে ভীত হইয়া জীবনাশঙ্কায় শিবিরে অবস্থান করিতেছেন। ত্রিপলী প্রান্তরে আফ্রিকার উপর গ্রীক-মোস্‌লেমের ভাগ্য-পরীক্ষা চলিতেছে, আর মোসলেম সেনাপতি শিবিরে বসিয়া বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিতেছেন! প্রবল ক্ষোভে ও ক্রোধানলে জোবেরের হৃদয় দগ্ধীভূত হইতে লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করিয়া দ্রুতগামী অশ্বারোহণে সেনাপতির শিবিরে উপস্থিত হইলেন। জোবের আবদুল্লাহ্‌কে শিবিরে উপবিষ্ট দেখিয়া তীব্র ভৎর্সনার সহিত বলিলেন, "ছি, ছি, শিবিরই কি মোসলেম সেনাপতির যোগ্যস্থান?" জোবেরের তিরস্কার বাক্য শ্রবণ করত আবদুল্লাহ্ তাঁহাকে গ্রীক সেনাপতির ঘোষণার বিষয় অবগত করাইয়া বলিলেন যে, এই ব্যাপারে তিনি নিরপরাধ। বন্ধু বান্ধবগণের অনুরোধে বাধ্য হইয়া স্বকীয় অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে শিবিরে অবস্থান করিতে

হইতেছে। তচ্ছ্রবণে নির্ভীক জোবের উত্তর করিলেন, "নিশ্চিতই আপনি অপরাধী। বন্ধুবর্গের কাপুরুষোচিত উপদেশের বশবর্ত্তী হওয়াই আপনার অপরাধ। এই ভাবে শিবিরে বসিয়া থাকায় আপনার ভীরুতাই প্রকাশ পাইতেছে। গ্রীক সেনাপতি আপনার মস্তকের মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন; আপনিও গ্রেগরীর মস্তকের মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া মোসলেম সৈন্য মধ্যে ঘোষণা করিয়া দিন যে, যিনি গ্রেগরির মস্তক আনয়ন করিবেন, তিনিই তাঁহার বন্দিনী কন্যা এবং লক্ষ স্বর্ণ-মুদ্রা প্রাপ্ত হইবেন।" বীরবর জোবেরের এই বাক্যে আবদুল্লার জ্ঞান-চক্ষু উন্মিলীত হইল। তিনি তদ্দণ্ডেই জোবের সহ দ্রুতবেগে যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত হইয়া ঘোষণা প্রচার করিলেন—"যে বীর-পুরুষ গ্রেগরীর মস্তকচ্ছেদন করিতে সমর্থ হইবেন, তাঁহাকে গ্রেগরী-দুহিতা এবং এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে।"

এই ঘোষণা আরব সৈন্য মধ্যে তড়িৎ শক্তির ন্যায় কার্য্য করিল। তাঁহারা বহু চিন্তা করিয়া অবশেষে গ্রীকবাহিনী বিধ্বস্ত করিবার এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিলেন। পর দিবস প্রাতঃকালে উভয় পক্ষে যথারীতি যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কিন্তু এ দিবস আরব সৈন্যের একাংশ মাত্র যুদ্ধে যোগদান করিল। অবশিষ্ট সৈন্যগণ জোবেরের পরামর্শে শিবিরের

অভ্যন্তরে লুক্কায়িত হইয়া রহিল। পক্ষান্তরে সমুদয় গ্রীক সৈন্যই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ফলে আরব বাহিনীর এক বৃহদংশ সম্পূর্ণ ক্লান্তিহীন ও সতেজ অবস্থায় অবসরের প্রতীক্ষায় রহিল।

ত্রিপলীর ভীষণ মরু প্রান্তর। মধ্যাহ্ন-সূর্য্যকিরণে বালুকণা অগ্নি স্ফুলিঙ্গের ন্যায় উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। ঊর্দ্ধে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপ, নিম্নে অগ্নিবৎ উত্তপ্ত বালুকারাশি। সৈন্যদল সে প্রখর-তাপ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া যুদ্ধে বিরতি প্রদান করত স্ব স্ব শিবিরে প্রস্থান করিল। রণ-ক্লান্ত আরব ও গ্রীক সৈন্যগণ অস্ত্র শস্ত্র ও অন্যান্য যাবতীয় যুদ্ধ-সজ্জা পরিত্যাগ করিয়া বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিতে প্রবৃত্ত হইল। গ্রীকগণ ক্ষণস্থায়ী বিশ্রাম লাভ করুক, ইহা জোবেরের অভিপ্রেত ছিল না; তিনি তাহা-দিগকে নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রাম দান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া-ছিলেন। সংগ্রাম নিয়োজিত ক্লান্ত আরব সৈন্যগণ শিবিরে প্রত্যাবৃত্ত হইবা মাত্র, যে সমুদয় সৈন্য যুদ্ধে যোগদান করে নাই, তাহারা জোবেরের ইঙ্গিতে লুক্কায়িত স্থান হইতে বহির্গত হইল; এবং পূর্ণ রণ-সাজে সজ্জিত হইয়া তাঁহার অধিকায়ানয়ত গ্রীক শিবিরাভিমুখে অগ্রসর হইল। শ্রান্ত গ্রীক সৈন্যদল অসময়ে আরবগণের এইরূপ অপ্রত্যাশিত যুদ্ধ যাত্রায় নিতান্ত বিস্মিত ও শঙ্কিত হইল। তাহারা সত্বর অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিয়া আরবদিগকে বাধা প্রদান করিতে শৃঙ্খলা সহকারে দণ্ডায়মান

হইল ; কিন্তু কোনই ফল লাভ করিতে পারিল না। সমর-ক্লান্ত গ্রীক সৈন্যগণ তেজোদ্দীপ্ত, ধর্ম্মোন্মাদ আরব বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া অল্পক্ষণ মধ্যেই ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। গ্রীক শিবির বিধ্বস্ত এবং বহু সহস্র গ্রীক হতাহত হইল। স্বয়ং সেনাপতি গ্রেগরী ও ভবযন্ত্রণা বিমুক্ত হইলেন। নিহত গ্রীকগণের দেহ-নিসৃত শোণিত স্রোতে বিশুষ্ক মরুভূমির দীর্ঘকালের তৃষ্ণা নিবারিত হইল। যাহারা কোনরূপে জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহারা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া সুজেতলা (Sujetala) নগরীতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। বীরবর জোবেরও সসৈন্যে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। নগর প্রাচীর তাহাদের অগ্রগতিতে বাধা প্রদান করিল ; কিন্তু বিজয়োৎসাহী মোস্‌লেম সৈন্যের সম্মুখে সে বাধা ও টিকিতে পরিল না। প্রথম আক্রমণেই প্রাচীর বিধ্বস্ত ও নগর অধিকৃত হইল। গ্রেগরীর বীর-দুহিতা বীরত্ব-ব্যঞ্জক বাক্যে স্বীয় সৈন্যগণকে উদ্দীপ্ত করিয়া কিয়ৎকাল মোস্‌লেম সৈন্যদলের বিরুদ্ধে আত্ম-রক্ষা করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার বীরত্ব তাঁহাকে শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে পারিল না। তিনি আরব সৈন্য-হস্তে ধৃতা হইয়া আবদুল্লার সম্মুখে নীত হইলেন। ধ্বংসাবশিষ্ট গ্রীক সৈন্যগণ আরব বাহিনীর হস্তে নিহত বা বন্দীকৃত হইল। গ্রীকদের ধনাগার মোস্‌লেম সৈন্যগণের হস্তগত হইল। আবদুল্লাহ

সমুদয় অর্থই যুদ্ধজয়ী সৈনিকগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিতে আদেশ প্রদান করিলেন। ঐ অর্থরাশির পরিমাণ এত অধিক ছিল যে, প্রত্যেক অশ্বারোহী দুই সহস্র এবং প্রত্যেক পদাতিক এক সহস্র স্বর্ণ-মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

এইরূপে ত্রিপলী বিজয় সম্পন্ন ও আবদুল্লার প্রনষ্ট গৌরবের পুনরুদ্ধার সাধিত হইল। পক্ষান্তরে ত্রিপলী ও সুজেতলায় মাত্র চল্লিশ সহস্র মোস্‌লেম সৈন্য হস্তে মহাবল গ্রীক সম্রাটের এক লক্ষ সুশিক্ষিত সুসজ্জিত রোমক সৈন্য সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। কেবল এশিয়ার শস্য শ্যামল ভূভাগে নয়—কেবল বিশাল পারস্য সাম্রাজ্য ও আরব উপদ্বীপে নয়—সুদূর আফ্রিকার অনন্ত বিস্তৃত বালুকাময় মরুভূমিতেও ইস্‌লামের বিজয় পতাকা উড্ডীয়মান হইয়া গ্রীক সম্রাটের সৌভাগ্য-রবির চির অস্তগমন ঘোষণা করিল।

যুদ্ধ শেষে আবদুল্লাহ গ্রেগরী-হত্যাকারীকে প্রতিশ্রুত পুরস্কার গ্রহণার্থ আহ্বান করিলেন। কিন্তু তাঁহার আহ্বান ব্যর্থ হইল। কেহই পুরস্কার দাবী করিতে অগ্রসর হইল না। মানুষ কিরূপে ঈদৃশ বিপুল লোভ সংবরণ করিতে পারে, ইহা ভাবিয়া আবদুল্লাহ অতি মাত্রায় বিস্মিত হইলেন। কিন্তু গ্রেগরী-হত্যাকারী দীর্ঘকাল আত্মগোপন করিতে সমর্থ হইলেন না। ঘটনা-চক্রে পরিশেষে তাঁহাকে আত্ম প্রকাশ

করিতে হইল। অন্যান্য সৈনিকগণের সহিত বীরবর জোবেরও তথায় উপস্থিত ছিলেন। গ্রেগরী-দুহিতা বন্দিনী ভাবে আবদুল্লার নিকটেই অবস্থান করিতেছিলেন। সহসা জোবেরের প্রতি দৃষ্টিপাত হওয়া মাত্রই পিতৃশোকাতুরা কন্যা বিকট স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। ইহা হইতেই সকলে বুঝিতে পারিল, জোবেরই গ্রেগরীর হত্যাকারী। বিপুল অর্থ ও অনুপম লাবণ্যময়ী ললনার প্রতি জোবেরের এবংবিধ বীত-স্পৃহা দর্শনে বিস্মিত হইয়া আবদুল্লাহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কেন আপনার বিজয়লব্ধ ন্যায্য প্রাপ্য দাবী করিতেছেন না?" ইহা শুনিয়া ধর্ম্মপ্রাণ বীরপুরুষের বীর হৃদয় সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "আমি ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ করিয়াছি। কোন প্রকার হীন উদ্দেশ্যে প্ররোচিত হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হই নাই। আফ্রিকার ধর্ম্মজ্ঞানহীন 'আল্লাহ' বিস্মৃত অশিক্ষিত মরুবাসীর অন্ধকার হৃদয় ধর্ম্মালোকে উদ্ভাসিত করিবার জন্যই আমি অস্ত্র ধারণ করিয়া ছিলাম। আমার অন্তর্নিহিত আকাঙ্ক্ষা সফল হইয়াছে। ত্রিপলীর দুর্গ শীর্ষ হইতে খৃষ্টানের ক্রুশ লাঞ্ছিত পতাকা অতর্হিত হইয়া তথায় ইস্‌লামের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীয়মান হইয়াছে। ইহাই আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। গ্রীক সেনাপতি আমার হস্তে মৃত্যুবরণ করিয়াছেন বলিয়া আপনি আমাকে যে পুরস্কার প্রদান করিতে চাহিতেছেন, আপনার সেই অকিঞ্চিৎকর

পার্থিব পুরস্কার অপেক্ষা ইহা শত সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ” এই বলিয়া ধর্ম্মাত্মা জোবের সেই বিপুল বৈভব ও সুন্দর রমণী-রত্ন অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করিলেন। সেনাপতি আবদুল্লাহ এবং উপস্থিত জন-মণ্ডলী জোবেরের এই নিঃস্বার্থ ধর্ম্মানুরাগ ও নির্লোভ প্রকৃতির অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দর্শনে বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। কিন্তু আবদুল্লাহ তজ্জন্য স্বীয় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া মহাগ্রন্থ কোরআনের কঠোর আদেশ * অগ্রাহ্য করিতে সাহসী হইলেন না। উর্দ্ধতম কর্ম্মচারীর আদেশে বাধ্য হইয়া জোবেরকে সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বে ঘোষিত পুরস্কার

“And be faithful to your promise; verily a promise shall be enquired of”—Holy Qoran, chapter XVII, 36.

* “Why do you not claim the rich reward of your conquest” inquired Abdullah in astonishment at the modesty or indifference of Zobeir at the sight of so much beauty. “I fight,” replied the enthussiast, “for glory and religion, and despise all ignoble means”.

Mice

Vide, Simon Ockley B, D'S “History of the Saracens, p. 274.

গ্রহণ করিতে হইল।* কেবল তাহাই নহে, সমুদয় সেনানায়কগণের মধ্য হইতে আবদুল্লাহ একমাত্র জোবেরকেই নির্ব্বাচিত করিয়া মহামান্য খলীফাকে ত্রিপলী বিজয়ের সু-সংবাদ জ্ঞাপন করিবার জন্য মদিনায় প্রেরণ করত তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ ও সামরিক প্রতিভার প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

বীরশ্রেষ্ঠ জোবেরের ধর্ম্মপ্রাণতা অনুপম। স্বর্ণের চাক-চিক্য, রমণীর অতুল সৌন্দর্য্য, কিছুই তাহার ধর্ম্মময় বীর-

---

* জোবের পরিশেষে প্রতিশ্রুত পুরস্কার গ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা, সে সম্বন্ধে বাঙ্গালী ঐতিহাসিকগণ কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই। মিল্‌স্ বলেন, "The general of the Saracens, however, forced upon the reluctant chief the virgin and the gold." অর্থাৎ তাঁহার মতে সারাসেন-সেনাপতি জোবেরকে তাঁহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেই কুমারীকে এবং অর্থ গ্রহণে বাধ্য করিয়াছিলেন।" অকূলী এ বিষয়ে একেবারে নীরব। তিনি মিল্‌সের বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া দিয়াই স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন। আমরা বরাবর মিলসের অনুসরণ করিয়া আসিয়াছি, সুতরাং এস্থানে ও তাহারই মত গ্রহণ করিলাম। বাধ্য বাধকতার উপর লোকের কোন হাত নাই। জোবের যখন বাধ্য হইয়াই সেই পুরস্কার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন তাহাতে তাহার ধর্ম্মানুরাগের আদৌ কোন হানি হয় নাই বলিয়াই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। বরং ঐ আদেশ পালন না করিলেই সেনাপতির অবাধ্যতা দোষে জোবেরকে দোষী হইতে হইত —লেখক।

হৃদয় বিচলিত করিতে সমর্থ হয় নাই। তাহার ধর্ম্ম ভাবের নিকট সমুদয় লালসাই সমুদ্র-স্রোতে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া গিয়াছিল। পুরস্কার গ্রহণার্থ সেনাপতির আহ্বান বাণী শ্রবণেও তিনি নিজকে গ্রেগরীর হত্যাকারী বলিয়া দাবী করেন নাই। দৈবক্রমে তাহার কৃত কার্য্য প্রকাশিত না হইলে তিনি যে কিছুতেই প্রতিশ্রুত পুরস্কারের লোভে আত্মপ্রকাশ করিতেন না, তাহা ধ্রুব-নিশ্চিত। শাসন কর্ত্তার আদেশ অমান্য করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। যদি থাকিত, তবে তিনি সে পুরস্কার আদৌ গ্রহণ করিতেন না। যে তেজোদীপ্ত ভাষায় তিনি তাহার বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার যে "অসীম ধর্ম্মানুরাগ" প্রকাশ পাইয়াছে, জগতের অন্যান্য জাতির ইতিহাসে তাহার তুলনা অতি বিরল।

সপ্তম শতাব্দীর মধ্য ভাগে একজন মোস্‌লেম সেনানায়ক ঈদৃশ অলৌকিক ধর্ম্মপ্রাণতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইস্‌লামের সেই "স্বর্ণ যুগে" মোস্‌লেম জাতির হৃদয় এইরূপ নিঃস্বার্থ স্বর্গীয় ধর্ম্ম প্রেমে পরিপূর্ণ ছিল। ঈদৃশ ধর্ম্মভাবাপন্ন ছিলেন বলিয়াই সে যুগের মোসলেমগণ বিপুল বৈভব, সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য এবং অমর যশের অধিকারী হইয়াছিলেন। আজ আর সে দিন নাই, ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বীগণের সে ধর্ম্মভাবও নাই। আজ মোসলেমগণ তাহাদের সুবিমল ধর্ম্ম প্রেম অধর্ম্ম জলে বিসর্জ্জন দিয়া জড় বৎ বসিয়া আছে। ধর্ম্মের নামে

আজ আর তাহাদের হৃদয় পূর্ব্বের ন্যায় নাচিয়া উঠে না; ধর্ম্মের জন্য আজ আর তাহাদের হৃদয় শোনিত সেরূপ উষ্ণ হইয়া উঠে না; ধর্ম্মের জন্য আজ আর তাহাদিগকে সে যুগের ন্যায় স্বার্থ বিসর্জ্জন করিতে দেখা যায় না। যে জাতি ধর্ম্ম ভাব বিবর্জ্জিত, সে জাতির অবনতি না হইলে, বিধাতার ন্যায় বিচারে যে কলঙ্ক স্পর্শিবে। যতদিন না মোসলেম জাতি আবার ধর্ম্ম বলে বলীয়ান হইবে, ততদিন তাহারা অবনতির অন্ধকারতম গর্ভে নিপতিত থাকিবে; পরাধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া ততদিন তাহারা পরপদ-লেহনে ঘৃণিত জীবন যাপন করিবে, ইহাই পরম ন্যায়বিচারক সৃষ্টি-কর্ত্তার ন্যায় ব্যবস্থা !!

১ম খণ্ড সমাপ্ত।

বঙ্গীয় মুসলমানের সাহিত্য-সাধনার কীর্ত্তিস্তম্ভ,

বাংলায় ইস্‌লাম ও মুসলমানের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত

অধ্যাপক কাজী আকরম হোসেন এম-এ প্রণীত

ইস্‌লামের ইতিহাস

দ্বিতীয় সংস্করণ

ইহাতে আছে হজরত মোহম্মদের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত সমগ্র মুস্‌লিম জাহানের ইতিহাসের চমকপ্রদ কাহিনী এবং বিভিন্ন দেশের মুসলমানের কীর্ত্তিকলাপ ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনার আলোচনা।

৪৬৯ পৃষ্ঠা,
মূল্য পূর্ব্ববৎ
২।০ টাকা

এই সংস্করণে বহু নূতন বিষয় সংযোজিত হইয়াছে এবং পুস্তকের আকার প্রায় দেড় গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। বাংলার পাঠকপাঠিকাগণ মোহম্মদ বিন্ কাসিম ও সিন্ধু বিজয়ের প্রকৃত তথ্য এইবার প্রথম পড়িতে পাইবেন।

এই পুস্তক Dacca Intermediate and Secondary Board-এর পাঠ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছে।

অভিমত

“We want in our Bengali literature exactly a book like this”—Dr. Rai Dinesh Ch. Sen Bahadur.

As-Salam

“It is not a novel, but the author's elegant style and lucid arrangement have given it the character of a novel,”

শক্তি

“...বাংলার মনোজগতে যে স্থবিরতা আসিয়াছে ইস্‌লামের ইতিহাসখানিতে তাহার প্রত্যবায় ঘটিয়াছে। পুস্তকখানিতে ঐতিহাসিক পাণ্ডিত্য ও সাহিত্য-কলা এক সঙ্গে পরিস্ফুট।...এই জাতীয় অভ্যুদয়ের দিনে ইস্‌লামের ইতিহাস প্রত্যেক নর-নারীর অবশ্য পাঠ্য। যে সাধনায় বিরাট মোস্‌লেম সভ্যতা ও সাম্রাজ্য সাধিত হইয়াছে ইস্‌লামের ইতিহাসে তাহার সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ রহিয়াছে।...”

বিজলী

“হিন্দু-মুসলমানের মিলনসমস্যা বর্ত্তমান ভারতের একটী প্রধানতম সমস্যা। পরস্পরের সম্বন্ধে অজ্ঞতা মিলন সাধনের একটী প্রধান অন্তরায়। এরূপ পুস্তকের দ্বারা সে অজ্ঞতা যে বহুল পরিমাণে দূর হবে সে আশা অন্যায় নয়।...”

ইস্‌লামের ইতিকথা

ইস্‌লামের ইতিহাসের সুলভ সংস্করণ, ২৬০ পৃষ্ঠা, মূল্য ১।০ মাত্র। লাইব্রেরীর জন্য গভর্ণমেণ্ট এই পুস্তকের ৬৬ খানা ও কলিকাতা কর্পোরেশন ১৭৯ খানা ক্রয় করিয়াছেন।

অভিমত

All Bengal Teachers' Journal

"The elegant style of the author made us forget whether we were reading a history or a fiction. In these days of Hindu Moslem problems we request every well-wisher of both communities, specially our Hindu brethren to read and re-read it as the spirit of the book will help the growth of a feeling of harmony between the two major communities of India thrown together by Providence."

বাংলার বাণী

"এইরূপ গ্রন্থ প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির পাঠ করা এবং প্রত্যেক পাঠাগারে সযত্নে রক্ষা করা কর্ত্তব্য।"

সওগাত

"তাঁহার ভাষা ও বলিবার বিশিষ্ট ভঙ্গী বইখানিকে আগাগোড়া সুপাঠ্য ও মনোজ্ঞ করিয়া তুলিয়াছে।"

আমাদের নিকট অর্ডার দিবেন।

আবদুল্লাহ—খান বাহাদুর কাজী ইমদাদুল হক সাহেবের সামাজিক উপন্যাস। মূল্য দুই টাকা।•

হীরের ফুল—শিশু-সাহিত্যের সুনিপুণ লেখক মিঃ মোহম্মদ মোদাব্বের প্রণীত। দাম ছয় আনা।

প্রদীপ ও চেরাগ—মৌলবী মোহম্মদ হেদায়েতুল্লা প্রণীত গল্প গ্রন্থ। মূল্য এক টাকা।

নেকনজর—উক্ত গ্রন্থকারের যুগোপযোগী উপন্যাস। ১॥০ টাকা।

মহানবী মোহাম্মদ—মৌলানা মোহাম্মদ আলী কৃত হজ-রতের জীবনীর বঙ্গানুবাদ। ২৲ টাকা।

ছোটদের বই

ইস্‌লাম-কাহিনী	।/০	উজীর আল্‌-মনসূর	॥৵০
" বাঁধাই	॥০	ছেলেদের হজরত	।৵০
শিশুদের মোস্তকা	॥০	শিশুর মজলিস্‌	।৵০
মোতির মালা	।৵০	পুণ্য কাহিনী	।৵০
ছেলেদের গল্প	॥০	মোহন ভোগ	৸০
সোহ্‌রাব-রুস্তম	।৵০	ছোটদের সালাহুদ্দীন	॥৵০
সিন্দবাদ হিন্দবাদ	।৵০	বীর কাসিম	॥০
চাঁদ সুলতানা	।৵০	জেন-পরী	৸০
ছেলেদের সিরাজউদ্দৌল্লা	।৵০	হাসির গল্প	॥০
হায়দর আলী	॥৵০	নমরুদের লীলা	।৵০
মুসলমানী উপকথা	১।০	হারুণ অর্‌-রশীদের গল্প	৸০
ছেলেদের শাহনামা	১॥০	টিপূ সোলতান	॥৵০

মেয়েদের বই

প্রীতি-উপহার	১৸০	জেবন্ নেসা বেগম	২৲
নূতন বৌ	১।০	বাসর উপহার	১॥০
আদর্শ গৃহিণী	১৲	বালিকা জীবন	॥০
বেগম নুরজাহান	।৶০	জাহানারা	।৶০
ঘরের লক্ষ্মী	১৲	দুটী ভগ্নী	১৲
সতী মোতিয়া	১।০	মোস্‌লেম পঞ্চসতী	১।০

মোস্‌লেম-পাক প্রণালী, ১ম খণ্ড ১॥০, ২য় খণ্ড ২৲

বিভিন্ন গ্রন্থকারের পুস্তক

ব্যথার দান	১॥০	আত্মহারা	১৲
প্রবন্ধমালা	৸০	সংসার-জীবন	।৶০
এসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্য্য	১৲	আফগানিস্থান	১।০
মোসলেম বিক্রম	২৲	মানব জীবন	৸০
লায়লী মজনু	১।০	শিরী ফরহাদ	১৲
ইউসুফ জোলেখা	৸০	গুলবদন	।৶০
হামিদা	১॥০	সিন্ধু বিজয়	৸০
ভুলের বাঁধন	১৸০	মোমেনা	১।০
মৃদঙ্গ	১৲	দূরের নেশা	১৲
কনোজকুমারী	৸০	পথের কাহিনী	৸০
সালেহা	১॥০	হজরত ইব্রাহীম	১।০
পারের পথে	১।০	প্রেমের সমাধি	১।০
মহাশ্মশান কাব্য	৩॥০	অশ্রুমালা	১৸০

আলোকের পথে	১॥০	সৈয়দ সাহেব	১৲
অবরোধ বাসিনী	॥০	অশ্রু-রেখা	১৲
মহাকবি সাদী	॥০	রকমারী	॥০
খেয়াতরী	৸০	সরফরাজ খাঁ	১৲
কল্পরেখা	১।০	স্বামীর ভুল	১৲
গরীবের মেয়ে	১॥০	হাসান গঙ্গা বাহমনী	১॥০
চিত্তনামা	১৲	বুল বুল	১৲
নজরুল গীতিকা	১॥০	দোলন চাঁপা	১।০
সঞ্চিতা	২॥০	ছায়ানট	১৲
রাখালী	১৲	নক্‌সী কাঁথার মাঠ	১৲
নির্ব্বাসিতা হাজেরা	১।০	রমা ভাঁড়	।৶০
সোলতানা রাজিয়া	১॥০	স্বর্গোদ্যান	২৲
নারীহরণ	॥০	শেখ সংসার	১৸০
প্রণয় যাত্রী	১৲	রায়হান	১॥০
আকর্ষণ	১॥০	নামাজ শিক্ষা	।৴০
নারীর ধর্ম্ম	১॥০	বঙ্গের জমিদার	১॥০
ফারুক চরিত	২৲	হিমালয় বক্ষে	১।০
নামাজ-তত্ত্ব	১৲	রোজা-তত্ত্ব	॥০
হজরত মোহাম্মদের জীবন চরিত ও ধর্ম্মনীতি			৪॥০
টাকার কল	॥০	হাসির তরঙ্গ	১৲
হজরত ওমর	২৲	তাপসী রাবেয়া	৸০
উর্দ্দু শিক্ষক	৸০	ধনের সন্ধান	।০
কৃষক বন্ধু	॥০	হারামণি	১৲

স্কুল মাদ্রাসার পাঠ্য পুস্তক

Infant Class

১। নব শিশুপাঠ, মোঃ আবুল হোসেন এম-এ, এম-এল ৴১০
২। নূতন আরবী কায়দা ও আমপারা
মোহাম্মদ ইস্‌হাক (কেবল মাদ্রাসার জন্য) ৴১০
৩। শিশুতোষ ধারাপাত, মোঃ আবুল হোসেন ৵১০

Class 1

১। নব শিশুপাঠ, ৴১০
২। নিম্ন গণিত সার, ১ম ভাগ
মোঃ আবুল হোসেন (মাদ্রাসা) ।৫
৩। দীনিয়াত পাঠ, আবদুস্ সোবহান এম্-এ, (মাদ্রাসা) ।৵০
৪। নূতন আরবী কায়দা ও আমপারা (মাদ্রাসা) ৴১০
৫। শিশুতোষ ধারাপাত ৵০
৬। অভিনব চিত্র শিক্ষা, ইমামুল হোসেন ৶০

Class II

১। নব সাহিত্য শিক্ষা, ১ম ভাগ মোঃ আবুল হোসেন ।৵০
২। সরল স্বাস্থ্য পাঠ, ডাক্তার আবেদ
উদ্দীন আহ্‌মদ, এম্-বি ৶০

৩।	নিম্ন গণিত সার, ১ম ভাগ	।৫
৪।	দীনিয়াত পাঠ, (মাদ্রাসা)	।৶৹
৫।	অভিনব চিত্র শিক্ষা	৶৹
৬।	Systematic Spelling Book by Syed Mahbubur Rahim	As 3

Class III

১।	সরল পুরাকথা (ইতিহাস), কাজী আকরম হোসেন এম্‌-এ,	।০
২।	নব সাহিত্য-শিক্ষা, ১ম ভাগ	।৶০
৩।	মিরাতুল আদব, ১ম ভাগ (আরবী সাহিত্য) মৌঃ ইয়াসিন নূরী—(কেবল মাদ্রাসা)	৶০
৪।	নিম্ন গণিত-সার, ১ম ভাগ	।৫
৫।	প্রাথমিক আরবী ব্যাকরণ— মৌঃ মোয়াজ্জেম হোসেন (কেবল মাদ্রাসা)	।৶০
	অথবা	
	মিরাতুল আদব, তৃতীয় ভাগ—মৌঃ ইয়াসিন নূরী	।০
৬।	শিশুরঞ্জন বাঙ্গালা ব্যাকরণ—মৌঃ আবুল হোসেন	।৶০
৭।	অভিনব চিত্র-শিক্ষা—	৶০
৮।	Systematic Spelling Book—	As 3
৯।	সরল স্বাস্থ্য-পাঠ—	।/০
১০।	দীনিয়াত পাঠ—(কেবল মাদ্রাসা)	।৶০

Class IV.

১। সরল ইতিকথা—কাজী আকরম হোসেন এম্-এ,—নূতন সিলেবাস অনুযায়ী লিখিত ও মাদ্রাসা এবং হাই ও মিড্‌ল স্কুলের জন্য ডিরেক্টরের অনুমোদিত। দুঃখের বিষয়, অনেক মাদ্রাসায় এখনও পুরাতন সিলেবাস অনুসারে ইতিহাস পড়ান হইতেছে।

২।	নব সাহিত্য শিক্ষা—২য় ভাগ	।৵০
৩।	সরল স্বাস্থ্য-পাঠ	।/০
৪।	মিরাতুল আদব, তৃতীয় ভাগ (মাদ্রাসা)	।০
	অথবা	
	প্রাথমিক আরবী ব্যাকরণ	।৶০
৫।	শিশুরঞ্জন বাঙ্গালা ব্যাকরণ	।৵০
৬।	দীনিয়াত পাঠ (কেবল মাদ্রাসা)	।৵০
৭।	মিরাতুল আদব, ২য় ভাগ (আরবী সাহিত্য)	।০

Class V

১।	সরল ইতিহাস, ১ম ভাগ— অধ্যাপক কাজী আকরম হোসেন এম্-এ	৸০
২।	নিম্ন গণিত সার, ২য় ভাগ	৸৵০
৩।	সরল স্বাস্থ্য-পাঠ	
৪।	নব সাহিত্য শিক্ষা, ৩য় ভাগ, মৌঃ আবুল হোসেন	।৵০
৫।	মিরাতুল আদব, তৃতীয় ভাগ, (মাদ্রাসার জন্য)	।০
৬।	শিশুরঞ্জন ব্যাকরণ	।৵০

৭। মিরাতুল আদব, ২য় ভাগ, (কেবল মাদ্রাসার জন্য) ।০

৮। দীনিয়াত পাঠ, মৌঃ আবদুস্ সোবহান এম্-এ, ,, ।৶০

Class VI.

১। নিম্ন গণিত সার, ২য় ভাগ ⅟৶০

Class VII & VIII

১। মিরাতুল আদব, ৩য় ভাগ— (স্কুলের জন্য) ।০

অথবা

২। প্রাথমিক আরবী ব্যাকরণ—(স্কুলের জন্য) ।⁄০

Class IX & X.

১। ইস্‌লামের ইতিহাস—অধ্যাপক কাজী আকরম হোসেন এম্-এ প্রণীত (ঢাকা বোর্ডের পাঠ্য) ২॥০

২। ফিকাহ্ ও ফারায়েজ—
মৌঃ ইয়াসিন নূরী (মাদ্রাসার জন্য) ॥৶০